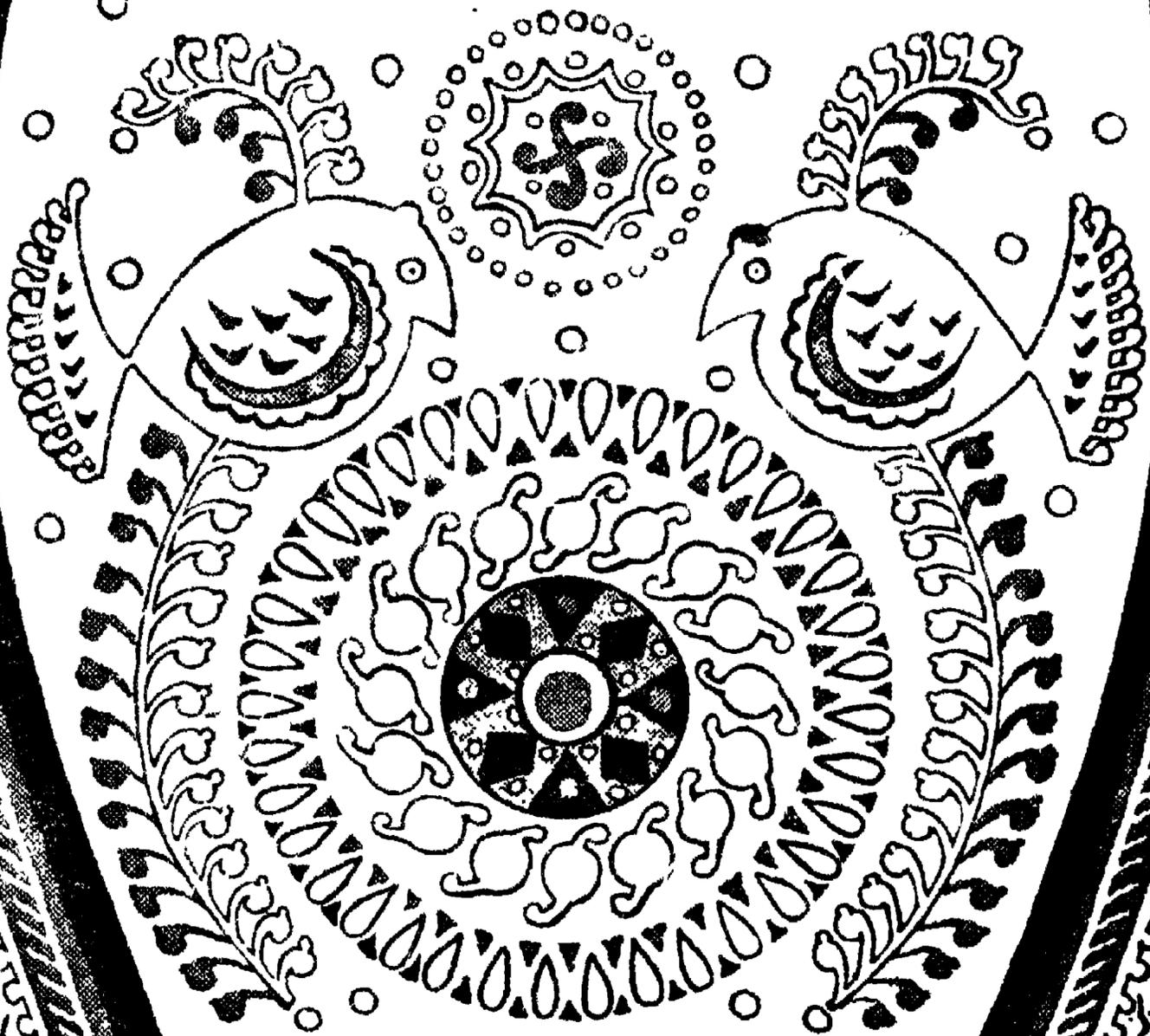


সুনির্মল বসু
শ্রেষ্ঠ কবিতা



द्वितीय मुद्रण, आश्विन १७७१

प्रच्छदपट :

अङ्कन श्रीआशु बन्दोपाध्याय
मुद्रण—रिप्रोडक्शन सिण्टिकेट



मिड्र ओ घोष, १० श्यामाचरण दे स्ट्रीट, कलिकाता १२ हईते एस. एन. राय
कर्तृक प्रकाशित ओ मुद्रण निकेतन, १७ भीम घोष लेन,
कलिकाता ७ हईते श्रीमत्याकिङ्कर पान कर्तृक मुद्रित।

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগে মাসপয়লা-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন যে, আমরা প্রকাশ-ভার নিলে, তিনি ও কবি কৃষ্ণদয়াল বসু সুনীর্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি সংকলন তৈরী ক'রে দিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা তাতে উৎসাহিত বোধ করি—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবির সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হই। কবিও যথাসাধ্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। দুঃখের বিষয় কাজ আরম্ভ ক'রেই ক্ষিতীশবাবু সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন—এবং সেইখানেই ব্যাপারটা চাপা প'ড়ে যায়। তাড়া ছিল না—কারণ সুস্থ, সহজ, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা হাসিখুশি সুনীর্মলবাবুর মৃত্যুর কথা তখন আমাদের স্মদূরতম কল্পনারও বাইরে। চমক যখন ভাঙ্গল তখন কবি চলে গেছেন আমাদের নাগালের বাইরে। ক্ষিতীশবাবু কিছুটা সুস্থ হ'লেও এই গুরু কর্তব্য সম্পাদনের মত শক্তি তাঁর এখনও আসেনি। অবশেষে আমাদের অনুরোধে কবির পুত্ররায় বর্তমান সংকলনটি ক'রে দিয়েছেন। তবে তাঁদেরও অসুবিধা ছিল ঢের—কারণ কবির বহু রচনারই copyright অপরের মালিকানায় হস্তান্তরিত—এবং সকলের মনোভাব সমান সহযোগিতাপূর্ণ নয়—তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কোন অনুরাগী পাঠক যদি কবির কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা এর মধ্যে খুঁজে না পান ত—সেটা নিতান্তই আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, এই ক্ষেত্রে যেন আমাদের ক্ষমা করেন—আমাদের ও সম্পাদকদের এই বিনীত অনুরোধ। সংকলন-গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হ'ল—কিন্তু কবির হাতে আমরা তা তুলে দিতে পারলাম না—এ ক্ষোভ আমাদের কোনদিনই যাবে না। ইতি

সূচীপত্র

কবিতার নাম	পত্রাঙ্ক	কবিতার নাম	পত্রাঙ্ক
আমার কবিতা	১	পাহাড়ীর বাচ্চা	৪৮
প্রথম প্রভাতে	২	নৌকা চলে নৌকা চলে	৪৯
বৈশাখী ভোর	৩	চৈতী-হাওয়া	৫২
চাঁদ ঝুলছিল	৫	শীত এলো	৫৫
ঘূর্ণি হাওয়া চলে	৭	আবার শুরু বুরু বুরু	
ঐ এলো ঝড়	৯	বাদল-ঝরা গান	৫৭
জলের পথে	১১	কাঙালীচরণ	৫৯
সবার আমি ছাত্র	১৩	বিরুবিরে হাওয়া	৬১
আবার এলো জল	১৪	আষাঢ়ের ভোর-রাতে	৬২
একটি সন্ধ্যা	১৭	শিশু-রবির প্রতি	
শিরশিয়া বিল	১৭	বাঙালী শিশু-মহল	৬৪
সবুজ ফড়িং	১৯	শ্রীপঙ্কমীর ভোর	৬৭
বুনো ছেলে	২১	আকাশ-প্রদীপ	৭০
ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নাতে	২৩	শীতের সকাল	৭১
গল্প-বুড়ো	২৫	নব-বৈশাখে	৭৩
আলোর দেশে	২৬	আমার চোখে	
বাঁশের বাঁশি	২৮	ঘুম নামে আজ	৭৪
তিন-চুড়ো পাহাড়ের দেশে	৩১	সাঁওতালদের বস্তুতে	৭৭
মনে পড়ে	৩৩	আলোর দেশে চল্ উজান	৭৮
ঝর গাড়ির গান	৩৪	বাদল-মাদল	৭৯
বৈশাখী ভোরে	৩৭	পথ-চলার গান	৮১
বর-মুখো	৩৮	পূজার বাজার	৮৩
হারাই	৩৯	ভোমুরায় গায়	৮৬
খোকায় নৃত্য	৪২	চৈতী সাঁঝে	৮৯
হারামানিক	৪৪	সোনার ছবি	৯০
চাঁদনী রাতে	৪৫	আষাঢ়ে ভাসা রে তরী	৯১

কবিতার নাম	পত্রাঙ্ক	কবিতার নাম	পত্রাঙ্ক
অতসী	২২	পৌষ-পার্বণ উৎসব	১৩৬
আমার ঘরে ভোমরা	২৩	অসম্ভব ?	১৩৭
হারিয়ে গেলাম	২৪	লালচে ফড়িং সবুজ পাতায়	১৩৮
ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়	২৭	আটটি আনা পয়সা	১৪০
হলুদ চাঁদ	২৯	অদ্ভুত কারবার	১৪০
কৃষ্ণ-তিথির সন্ধ্যা	১০০	রামার কাণ্ড	১৪২
হলুদে-রঙা ফুল	১০৩	অপরাধ	১৪৩
খোকা-কবি	১০৫	আমি দেখেছিলাম	১৪৪
মুড়ি জংশনে সুর্যোদয়	১০৭	পতাকা-উত্তোলন	১৪৭
ঘূর্ণি হাওয়ার গান	১০৮	আমরা কিশোর শাস্তি-সেনা	১৫০
ভরা ভাদরে	১১০	জাগে রে কিশোর জাগে	১৫১
আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা	১১২	আমাদের দাবী	১৫৩
কাজের মেয়ে	১১৩	আমরা বাঙালী	১৫৫
কী ভুল	১১৪	আমাদের শত্রু এরা	১৫৭
বাজি-মাং	১১৫	তোমরা চেনো কি তারে	১৫৮
অসম্ভব কাজ	১১৭	বন্ধুর দান	১৬০
কিন্তু যদি কামড়াতো ?	১১৯	মহিম-রহিম	১৬৩
কেলেকারি	১২০	কে বড় ?	৬৪
সুন্দরী	১২২	হঠাৎ	১৬৮
অস্বের জন্ম	১২৩	দোলের আনন্দ	১৬৯
তালই আছেন তালই মশাই	১২৪	বিয়ে-বাড়ির বিভ্রাট	১৭১
পটলবাবুর কণ্ঠাদায়	১২৫	হায় বাহাদুর	১৭৩
তুলসী পালের ছেলে	১২৭	জংলা-স্বর	১৭৪
অপকল্প-কথা	১২৯	গান্ধীজি এসো ফিরে	১৭৯
বাবর শা' ও মাকড়-শা	১৩১	সাইকেলে বিপদ	১৮১
ঘুঘুরামের সিঁকিলাভ	১৩২	ঈস—!	১৮২
দাদুর খেয়াল	১৩৫	আমার মন	১৮৪

সুনির্মল বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা



আমার কবিতা

আমার কবিতা

ছড়িয়ে রয়েছে

আকাশের মাঝখানে,—

আমার কবিতা

রনি' রনি' ওঠে

আকুল পাখীর গানে ।

শরতের নব কাশের রাশিতে,

আমার কবিতা থাকে প্রকাশিতে,

বুর-বুর-ঝরা

শেফালী-তলায়

অতুল ফুলের রাশে—

সোনালী আলোয়

ঝিলিমিলি-রাগে

আমার কবিতা হাসে ।

এসেছে শরৎ,

যেন সে আমার

মূর্ত কবিতাখানি,

আকাশে বাতাসে

ছন্দে জাগায়,

করে তারা কানাকানি ।

আনন্দময়ী আসিছে জননী,
 তাঁর আগমনী কবিতা শোনো নি ?
 আমার কবিতা
 প্রসাদীর ফুল,
 ঝরে' পড়ে পলে পলে,—
 আমার কবিতা
 ধৃত্ত যে হয়
 মায়ের চরণতলে ॥

প্রথম-প্রভাতে

আজি এ প্রভাতে আলোর প্রপাতে
 আমরা করিব স্নান,
 জ্যোতির্ময়ের বন্দনা করি'
 ছন্দে ধরিব গান ।
 প্রার্থনা মোরা করিব সবাই—
 এসো এসো সুন্দর,
 সরস পরশে বিকশিত কর
 আমাদের অন্তর ।
 আমাদের মন কর নিষ্পাপ,
 সন্তাপ কর দূর,—
 চিত্ত মোদের পবিত্রতায়
 কর তুমি ভরপুর ।
 সত্যের শুভ-শুভ আলোতে
 প্রাণ প্রদীপ্ত হোক,
 প্রেম-প্রীতি আর শ্রদ্ধা-বিনয়ে
 হৃদয় ভরিয়া রোক ।

মানবজীবন কর সার্থক,—
দেহে মনে দাঁও বল—
প্রথম প্রভাতে এই প্রার্থনা
করি কিশোরের দল ॥

বৈশাখী ভোর

তখনো আকাশে রবি জাগে নাই,
রজনীর অবসান ;—
ভেসে ভেসে আসে
প্রভাতী বাতাসে
অজানা পাখীর গান ।

ভেঙে গেল ঘুম সহসা আমার,—
খোলা বাতায়নে দেখি বারবার—
ঝিলিমিলি করে বেলোয়ারী আলো
আধো-আধিয়ারে অতি জমকালো ;
পূব-আকাশের কালো পর্দায়—
সোনালী-সবুজে-নীলে-জর্দায়
আলোকের সমাবেশ ;
চৈত্র-রজনী শেষ ।

ঘর ছেড়ে আমি চলি মাঠ-পারে,—
পল্লীপ্রান্তে নদীটির ধারে ।

ঝুরি-নামা বুড়ো বটগাছ-তলে
বয়ে যায় নদী কল-কল্লোলে ;
তারি তীরে অতি পুরাতন ঘাট,
চারিধারে তার ধরিয়াছে ফাট ;

দুবো-ঘাস আর সব্জে পানায়
ভরে' আছে তার কানায় কানায় ।

ছল্ ছল্ জল
বহে অবিরল ;
সিঁড়িতে আঘাত
করে দিনরাত ;
যেন আর তার গীতি না ফুরায়,
জল-তরঙ্গ বাজিয়ে সে যায় ।

আমি এসে বসি ভাঙা পৈঠায়,—
নিরিবিলা ঘাটে একা নিরালায় ।
ওপারে আঁধার হয়ে আসে ফিকে,
আলোর আমেজ জাগে দিকে দিকে ;
আবলুশে স্নান আবছায়া ঢাকা ;
কালচিটে কালো বুলকালি মাথা—
গোপন প্রকৃতি রহস্যে ভরা
সহজ রূপেতে পড়ে' গেল ধরা ।
যারা ছিল সব স্বপনের দেশে
দেখা দিল তারা একে একে এসে,
চির-পুরাতন চির-চেনা যারা
আলোর জোয়ারে ধরা দিল তারা ।
মাথার উপরে এপাশে ওপাশে
তারার চুমকি মিলায় আকাশে ;
শুকতারা তার প্রদীপটি নিয়ে
পালালো কোথায় মুখ ঢাকা দিয়ে
জোনাকির আলো
মিলালো মিলালো—

ঝোপে আর ঝাড়ে,
আলোর জোয়ারে ।
পূব দিগন্তে খেয়ে যায় চিড়,
সোনার আগুন, আলোর আবীর,
রাঙা বিছ্যাৎ
অতি অদ্ভুত,
খান্ খান্ হয়ে ঠিকুরিয়ে যায় ;
ফুলঝুরি ঝরে গগনের গায় ।
ঐ ওঠে রবি ঝিলমিল-ঝিল,
হেসে ওঠে যেন বিশ্ব নিখিল,—
বাঁধ ভেঙে নামে বশ্মা আলোর,
হ'ল হ'ল আজ বৈশাখী ভোর ॥

চাঁদ ঝুলছিল

আকাশের চাঁদোয়াতে চাঁদ ঝুলছিল,—
ঝলঝলে ঝলঝলে
চাঁদ ঝুলছিল ;
আশে-পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে,—
রাশে রাশে লাখে লাখে
ঝকঝকে চকমকে
তারা-ফুল ছিল,—
তার মাঝে মাঝ-রাতে
চাঁদ ঝুলছিল ।
ঝুরু ঝুরু বাতাসেতে
দোলা লাগে তিসি ক্ষেতে,

মেহেদির ঝোপে-ঝাড়ে
 ডাল তুলছিল ;
 চুরচুরে আলো-মৌ উপ্চিয়ে পড়ছিল চাঁদের চাকে,
 ঝরছিল ঝর্ঝর্ পলাশের ডালে আর বটের শাখে,
 পাতা ছেয়ে, ডাল ছেয়ে—
 পড়ছিল নীচে বেয়ে—
 আঙিনার অভিনব
 রূপ খুলছিল ;
 নীল দোয়ার তলে
 চাঁদ ঝুলছিল ।

সাঁওতাল-পল্লী সে বনের ভিতর,—
 মাঝ-রাতে নিরালায় নিঝুম, নিথর ;
 চকোর করুণ স্বরে
 ডেকে ফেরে বালু-চরে,
 রাত-জাগা বুনো পাখী
 মাঝে মাঝে ওঠে ডাকি,
 সে সুরে বাতাস যেন
 ঢেউ তুলছিল ;
 মাঝ-রাতে বেলোয়ারী
 চাঁদ ঝুলছিল ।

শালবন ভেদ ক'রে মৌন তাপস সম দাঁড়িয়ে পাহাড় ;
 চিকমিক করছিল অস্ত্রের ধুলোমাখা চূড়াটি তাহার ;
 তার ধারে বন্-তলে—
 নিরালায় জঙ্গলে,—
 কুটারের আঙিনাতে
 ছোট এক খাটিয়াতে

সাঁওতাল-ছেলে এক
বসে' তুলছিল
আকাশের চাঁদোয়াতে
চাঁদ বুলছিল ॥

ঘূনি হাওয়া চলে

গরম ছুপর,—
পথের উপর
ঘূনি হাওয়া চলে,—
পথিক আমি বস্তু এসে
গাছের ছায়া-তলে ।
তেঁতুল গাছের শীতল ছায়া—
জুড়িয়ে দিল শ্রান্ত কায়া ;
ঘাসের উপর এলিয়ে দেহ
পড়েছিলাম ঢ'লে ,
মাঠের পথে বন্বনিয়ে
ঘূনি হাওয়া চলে ।
পদ্ম-হারা পদ্ম-দীঘি সামনে আছে প'ড়ে,—
জীর্ণ-গাছের শুকনো পাতা পড়ছে ঝ'রে ঝ'রে ;
ঘন-বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে
কাক ডেকে যায় বারে বারে,
সারস এসে বসলো উড়ে
পদ্ম-দীঘির জলে ;
শূন্যে ধুলোর নিশান তুলে
ঘূনি হাওয়া চলে ।

শ্রান্ত আমি গাছের তলায়

এলিয়ে দিলাম দেহ,—

আগুন-ঝরা ছপুরবেলায়

সঙ্গীটি নাই কেহ ।

কাঠ-বেড়ালী একটি ছুটি

করছে কেবল ছুটোছুটি,

গঙ্গা-ফড়িং লাফিয়ে বেড়ায়

ঘাসেরই জঙ্গলে ;

ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরপাকেতে

ঘূনি হাওয়া চলে ।

দমকা বাতাস গাছের মাথায় দোল দিয়ে যায় শুধু,

রোদে-রাঙা মধুডাঙার মাঠটি করে ধূ ধূ ;—

বহুদিনের পথটি চেনা—

জানাশোনা কেউ হাঁটে না,

ছায়ার দিকে

গাং-শালিখে

উড়ছে দলে দলে ;

দূর-নিরালায় ছপুরবেলায়

ঘূনি হাওয়া চলে ।

বহুদিনের পরে এলাম

ছেলেবেলার গাঁয়ে,—

শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম

তৈতুলগাছের ছায়ে ;

অতীত্ দিনের কতই স্মৃতি,

কতই খেলা, কতই গীতি

শ্রেষ্ঠ কবিতা

মনের-কোণে উঠছে ভেসে

আজকে পথে পথে ;

দূরের বনে ঝড় দোলা দেয়,

ঘূর্ণি হাওয়া চলে ।

ছেলেবেলার গ্রামখানি মোর তেমনি আজো আছে,—

হায় রে আমায় চিনলো না কেউ ডাকলো না কেউ কাছে

ছেলেবেলার সঙ্গী যারা, কোথায় গেছে আজকে তারা ?

একটিও লোক নাইকো যে আজ

স্নেহের বাণী বলে ;—

মনের মাঝেও আজকে আমার

ঘূর্ণি হাওয়া চলে ॥

ঐ এলো ঝড়

শালবনে ছল্লোড়,—

ঐ এলো ঝড়,

মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি

চল্ ভাই ঘর ।

দোলা লাগে ডালে ডালে,

ঢেউ জাগে বিলে-খালে,

উড়ে যায় ধুলো-বালি

পথের উপর,

ঐ এলো ঝড় ।

আশমানে জমে মেঘ—

কালো ঘুট্‌ঘুট্,—

তুফানের বাড়ে বেগ,

দে রে ছুট্‌ ছুট্ ;—

মাঝ-নদী ছেড়ে মাঝি
 কূলে আনি তরী আজি,
 কোথা যেন বাজ পড়ে
 কড়্ কড়্ কড়্ ;
 ঐ এলো ঝড় ।

আম-বাগানেতে গিয়ে
 কাজ নেই আজ,
 ডরে বুক কাঁপে শুনে'
 ঝড়ের আওয়াজ ;
 তালবনে খালি খালি
 দেয় কে রে করতালি,
 খেজুর-পাতায় বাজে
 হাজার ঝাঁজর,—
 ঐ এলো ঝড় ।

ঝোড়ো-কাকে দেয় ডাক,—
 উড়ে যায় চিল,
 ফাঁকা সে আকাশে নাই
 ফাঁক একতিল ।

বাগানের ফুলগুলি
 ঝরে' যায় বিল্কুলি,
 নীড়-হারা বুল্বুলি
 কাঁপে থর্থর,—
 ঐ এলো ঝড় ।

ঘরে বসে' চুপচাপ

থাক্ না এখন,

চুপ ক'রে বসে' দেখ্

ঝড়ের মাতন,—

ওপারে গ্রামের 'পরে

আকুল বাদল ঝরে,

জলছবি ভেসে ওঠে

অতি মনোহর—

ঐ এলো ঝড় ॥

জলের পথে

আমরা চলি খালের জলে নৌকা চড়িয়া,
ডাইনে বামে আঁধার নামে ভুবন ভরিয়া ;
শিরশিরিয়ে বইছে হাওয়া, কাঁপন লাগালো,
দিকে দিকে ঝরা-পাতার গানটি জাগালো ।

মাঘের বেলা শেষ হয়ে যায়, আঁধার নামে যে,
আকাশখানি বিভোর হ'ল রঙের আমেজে ;
ঝোপড়া গাছের ফাঁক দিয়ে ঐ আকাশতলেতে
সোনার আলো পড়ছে ঝরে' খালের জলেতে ।

ঝিমিয়ে আসে মাঘের বেলা ফুরায় আয়ু রে,
হাত তোলে ঐ বনের মাঝে সাঁঝের বায়ু রে ;
খালের ধারে বাঁশের ঝাড়ে কে গান জুড়েছে !
শিরীষ গাছের শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়েছে !

আমরা চলি নৌকা বেয়ে শীতের বিকালে,
 জল-তরঙের ছন্দ বাজে শুনিস্ নি খালে ?
 বন-মেহেদির গন্ধ মিহি আসছে ভাসিয়া,
 ঝোপের আড়ে ছুলাল-টাঁপা উঠছে হাসিয়া ।

হিম-বাতাসে অচিন পাখী কাতর নাকি রে ?
 কাঁপা গলায় টাঁপা গাছে উঠছে ডাকি' রে ।
 পার হয়ে যাই পারুলডাঙা জারুল-তলাতে,
 গান ধরেছে উদাস মাঝি ভরাট গলাতে ।

গাজন-তলার হাঠ ভেঙেছে দেখছি চাহিয়া,
 ফিরছে লোকে নানান্ গাঁয়ে নৌকা বাহিয়া ;
 কাদের মেয়ে জল ভরে ঐ ঘাটের কিনারে,
 পরনে তার খড়কে-ডুরে, মুখটি চিনা রে ।

পথ চলেছে রাখালছেলে হল্লা তুলি' রে,
 গোরুর ক্ষুরে উড়ছে ধুলো, সাঁঝ-গোধূলি রে ,
 ঝিকমিকিয়ে হীরের মতো জ্বলছে ও কারা !
 সন্ধ্যাপূজার দীপ জ্বলেছে জোনাক-পোকারা !

ঝাপসা হ'ল এপার ওপার, আঁধার ঘিরেছে,
 এই যে মোদের গাঁয়ের ঘাটে নৌকা ভিড়েছে ॥

সবান্ন আমি ছাত্র

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে ;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে ।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে—
দিল-খোলা হই তাই রে ।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মেঘুর ;
মধুর কথা বলতে ।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর,—
অস্তুর হোক রত্ন-আকর ;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে ।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষণ দিল দীক্ষা ।
ঝরনা তাহার সহজ গানে
গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা ।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
 সবার আমি ছাত্র,
 নানান্ ভাবের নতুন জিনিস
 শিখছি দিবারাত্র ;
 এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
 পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়'
 শিখছি সে-সব কোতূহলে
 সন্দেহ নাই মাত্র ॥

আবার এলো জল

আঁধার ক'রে বাদল এলো
 আবার এলো জল,
 সারা আকাশ কাঁদছে যেন
 নয়ন ছলোছল্ ;
 আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা,
 নামলো বাদল ভোরের বেলা,
 ঘরের দাওয়ায় আজ একেলা
 কি করি হায় বল ?—
 আবার এলো জল ।

ঘরের ভিতর রাতের আঁধার,
 দেখতে নাহি পাই,
 কোথায় পুঁটে, আয় রে ছুটে,
 প্রদীপটা আল্ ভাই ।

ছুঁছুঁ জগা মাচার কাছে
উঠোনটাতে দাঁড়িয়ে আছে,
অসুখ হ'লে বুঝবে তখন
 রুষ্টি-ভেজার ফল !
 আবার এলো জল

মাঠের পথে স্রোত চলেছে
 ডুবলো ক্ষেতের আল,
আকাশ বেয়ে ভিজে ভিজে
 ফিরছে বকের পাল ;
কোথায় যেন করুণ সুরে
চাতক পাখী ডাকছে দূরে,
ঘরের চালে ভিড় করছে
 ঝোড়ো-কাকের দল ।
 আবার এলো জল ।

জল ছপ্ ছপ্ মাঠের পথে
 কে চলে যায় ভাই,—
ভাবছি বসে' ওর সাথে আজ
 উধাও হয়ে যাই ।
কলার বাগান পুকুর-পাড়ে,
জল উঠেছে তারই ধারে,—
ঝুর ঝুর ঝুর বাঁশের ঝাড়ে
 শুনছি অবিরল ।
 আবার এলো জল ।

একটি সন্ধ্যা

ব'সে আছি চুপটি ক'রে কুটীরখানির দাওয়ায় ;
 শরীর যেন জুড়িয়ে গেল সন্ধ্যাবেলার হাওয়ায় ।
 হঠাৎ আঁধার দূর হয়ে যায় চাঁদা-মামার চাওয়ায় ;
 ঝিলঝিলিয়ে উঠলো ধরা জ্যোৎস্না-আলো ছাওয়ায় ।
 গন্ধরাজের গন্ধ আসে স্নিগ্ধ হাওয়ার বাওয়ায় ;
 তৃপ্ত হ'ল রাতের ভোমর ফুলের মধু খাওয়ায় ।
 সাঁঝের আসর উঠলো জ'মে আকুল পাখীর গাওয়ায় ;
 ডানায় তাদের শব্দ জাগে আকাশ-পথে ধাওয়ায় ।
 জোনাক-পোকাকার ভিজলো ডানা শিশির-জলে নাওয়ায় ;
 আলো-ছায়ার চলছে খেলা মেঘের আসা-যাওয়ায় ।
 আমার চোখে ঢুল লেগে যায় শান্তিটুকু পাওয়ায় ;
 ব'সে আছি চুপটি ক'বে কুটীরখানির দাওয়ায় ॥

শিরশিয়া ঝিল

অভিযানকারী যায় না সেথায়,
 ভ্রমণকারীরা যায় না ;
 'শিরশিয়া ঝিল' করে ঝিলঝিল,
 ঝকঝকে যেন আয়না ।
 আয়নাই বটে, কাচ সম জল,—
 আজো দেখে তারে চিনবো—
 সারাদিন তা'তে টল্‌টল্‌ করে
 প্রকৃতির প্রতিবিশ্ব ।
 উড়ন্ত পাখী ছায়া ফেলে যায়,
 মুখ দেখে মেঘ হর্ষে,

‘শিরশিয়া ঝিল’ শিরশির্ ক’রে
 ছরন্ত বায়ু স্পর্শে ।
 চারিপাশে তার বুনোফুল হাসে
 মসৃণ তৃণগুচ্ছে,—
 তাল-নারিকেল শোভা দেখে তার
 মস্তক তুলি’ উচ্ছে ।

বিহারের এক নিভৃত প্রদেশে,
 নির্জন বন-প্রান্তে,
 আমরা ক্ষুদ্র কিশোরের দল
 কতদিন দিবসান্তে
 পার হয়ে নদী পাহাড়ী উগ্রী
 মাঠ হয়ে অতিক্রান্ত—
 উঁচু-নীচু কত উপল-বহুল
 পথ চ’লে অবিশ্রান্ত
 হাজির হতাম ‘শিরশিয়া ঝিলে’
 সবে মিলে মহানন্দে ;
 মুখরিত হ’ত নিরাল কুঞ্জ
 পাখীদের কলছন্দে ।
 সেই সুরে মোরা মিলাতাম সুর,
 করিতাম কত রঙ্গ,
 তৃণের সবুজ জাজিমের ’পরে
 এলায়ে দিতাম অঙ্গ ।
 অস্ত-ভানুর দীপ্ত আলোকে
 ঝলকি’ উঠিত চিত্ত,
 সেই আলো মেখে ‘শিরশিয়া ঝিল’
 পুলকে করিত নৃত্য ।

বিহারের এক শুষ্ক প্রদেশ,
 বন্ধুর চারিধার সে,
 বাংলার ছবি দেখিতাম মোরা
 ‘শিরশিয়া ঝিল’ পার্শ্বে ।
 বাংলারই মত সরস-শ্যামল
 কোমল-নধর-কান্তি
 বিহার-প্রবাসী বাঙালী কিশোরে
 কত-না দিয়েছে শান্তি ।
 তাহার স্মরণে সুখ জাগে মনে,
 গুণ গাহি তার পড়ে,
 ‘শিরশিয়া ঝিল’ করে ঝিলমিল
 আজিও মনের মধ্যে ॥

সবুজ-ফড়িং

সবুজ ঘাসে সবুজ ফড়িং
 লাফিয়ে চলে, লাফিয়ে চলে,-
 সকালবেলা ঝোপের তলায়,
 টুপ্ টুপ্ টুপ্ হিম ঝরে’ যায় ;
 শিরশিরিয়ে শীতের বাতাস
 সবুজ লতা কাঁপিয়ে চলে ।
 সবুজ ফড়িং লাফিয়ে চলে ।

বুনো-ফুলের মঞ্জরীতে
 অঞ্জলি দেয় উষার আলো,
 ঘেসো ফুলের ধারে ধারে
 প্রজাপতি ভিড় জমালো ।

ঘন-ঝোপের গোপন মহল,
 মৌমাছির দিচ্ছে টহল,
 কোন্ ফুলে আজ ঝরছে মধু,
 খোঁজ রাখে তা সদলবলে
 সবুজ ফড়িং লাফিয়ে চলে ।

ঘাসের বনে আনন্দে আজ
 সবুজ ফড়িং লাফিয়ে আসে,
 আমার মনের চপল ফড়িং
 ঘুরছে তাহার আশে-পাশে ।

হঠাৎ একি ঘটলো ব্যাপার,
 কেমন ক'রে বলব তা আর,
 ছোঁ মেরে এক শালিখ পাখী
 ধরলো তারে সুকৌশলে,
 উড়লো আবার আকাশতলে ।

আমার মনের চপল ফড়িং
 ভয় পেয়ে সে চম্কে ওঠে,
 মুষ্ড়ে গেল মনখানি যে
 কোন্ অজানা ভয়ের চোটে ।

যুগে যুগে দুর্বলে, হায়,
 এমনি ভাবেই পরান হারায়,
 ক্ষীণজীবী হয় ভস্মীভূত
 শক্তিশালীর কোপানলে,
 ভাবছি আমি নয়নজলে ॥

বুনো-ছেলে

সূর্য গেল অস্তাচলে ;—

মাঠের পথে ফিরতে বাড়ি

তাড়াতাড়ি

প'ড়ে গেলাম ঝড়-বাদলে ।

হঠাৎ মেঘের দাপট শুরু আকাশ ব্যেপে—

ঝড়ের বাতাস ছুটলো তোড়ে, উঠলো ক্ষেপে ।

অল্প পরেই মুষল-ধারে নামবে ধারা,—

হতেই হবে ভিজে সারা ।

ধারে-কাছে নাই কোনো আশ্রয়,

জাগলো মনে ভয় ।

গাছপালাদের মাথায় মাথায়

পাতায় পাতায়

দোলন লাগে ক্ষণে ক্ষণে,

কোন্ সে ক্ষ্যাপা উঠলো ক্ষেপে মাঠের শেষে বনে বনে !

বন্বনিয়ে ঘূর্নি-হাওয়ায়

ঘুরপাকেতে শূণ্ণে কে ধায় ?

কোন্ খেয়ালীর পাগলামিতে

ঝড় উঠেছে আচম্বিতে !

অন্ধকারের আবছা-আলো

তাও মিলালো

গগনতলে,—

মাঠের পথে ফিরতে বাড়ি প'ড়ে গেলাম ঝড়-বাদলে ।

নিরুপায়েই ভিজতে হবে মাঠের মাঝে
 আজকে সাঁঝে,
 তাড়াতাড়ি চলছি দ্রুত চরণ ফেলে,
 এমন সময় দৌড়ে এলো ছোট্ট কালো বুনো ছেলে ;

বললে আমার হাতটি ধ'রে—
 “চল বাবুজি শীঘ্র ক'রে,
 ঐ যে আমার পাতার কুটির তেঁতুল-তলার পিছে,
 ভিজবি কেন মিছে ?”

সাঁওতালদের ছোট্ট বুনো ছেলে—
 অশিক্ষিত জংলী-শিশু অভয় দিল ডাগর ছুটি
 কালো-নয়ন মেলে ।

কালো আকাশ নিবিড় হ'ল ক্রমে,
 মেঘের উপর মেঘ উঠেছে জ'মে—
 চিকমিকিয়ে বিদ্যাতেরই প্রখর আলো থেকে থেকে
 ঝিলিক মারে আকাশ জুড়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে ।

মেঘ ডেকে যায় কড়কড়িয়ে,
 বুক কেঁপে যায় থর্থরিয়ে ।
 সাঁওতালদের ছোট্ট ছেলে আবেগ-ভরে
 হাতটি আমার পাক্ড়ে ধ'রে
 চললো ছুটে ঘরের পানে তার,
 আমায় যেন ছাড়বে না সে আর ।

এই জীবনে কত ব্যাপার ঘটছে অবিরত,
বিস্মৃতিরই অতল তলে তলিয়ে যে যায় বুদ্ধদেরই মত ।
জীবনশ্রোতে স্মৃতির কত কুসুমরাশি
কোন্ অকূলে যায় সে ভাসি'—
কে খোঁজ রাখে তার,
কেই বা ধারে ধার !

অতীত, দিনের অখ্যাত এক বুনো ছেলের স্মৃতি
কিন্তু আজো মনের কোণে জাগছে নিতি নিতি,—
কালের শ্রোতে শুভ্র তাজা শতদলের প্রায়—
চির-দীপ্ত হয়ে আছে মনের নিরালায় ॥

ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নাতে

আমার দাওয়ায় পড়ছে এসে
ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না রে,
উছলে পড়ে চাঁদের আলো,—
একটু তোরা বোস্ না রে ।
দিগন্তে ঐ দূর সীমানায়
খোলা মাঠের কানায় কানায়
ছুধের যেন বান ডাকে আজ
ঝলমলানো রোশনায়,—
আয় রে তোরা দেখবি যদি
বাঁধ-ভাঙা কোন্ জ্যোৎস্না এ !

উপ্ছে পড়ে রূপ যে চাঁদের,—

চাঁদ-বাদলের নীর ঝরে,

স্নান করে আজ থির-প্রকৃতি

সেই রূপালী নিঝরে ।

আমার দাওয়ায় ছিটকে আসায়

আলোর বানে সব যে ভাসায়,

সব্জে ঝাড়ে ছোপ লাগে আজ

চাঁদের আলোয় শুভ্র সে,—

সন্ধ্যাবেলায় এই নিরালায়

দেখছি যে তার রূপ ব'সে ।

কোথায় যাবি ? কোথায় পাবি

প্রাণ-ভরা এই শাস্তি রে ?

মনের আঁধার ঘুচবে সকল,

ঘুচবে সকল ভ্রাস্তি রে ।

চাঁদের আলোয় মনের আলোয়

মিলবে আজি ভালোয় ভালোয়,

ভিতর-বাহির উজল হবে,—

আয় রে আমার চত্বরে,

গাঁয়ের ডাকে মায়ের ডাকের

আভাষ পাবি সত্বরে ॥

গল্প-বুড়ো

বইছে হাওয়া উত্তরে ;
 গল্পবুড়ো থুথুরে—
 চলছে হেঁটে পথ ধরে—
 শীতের ভোরে সত্বরে ;
 চেষ্টায়ে যে তার মুখব্যথা,
 “রূপকথা চাই, রূপকথা”—

ডাক ছেড়ে সে ডাকছে রে—
 বলছে ডেকে হাঁক ছেড়ে—
 “ঘুম ছেড়ে আজ ওঠ তোরা,
 আয় রে ছুটে ছোট্টোরা,—
 কী আছে মোর তল্লিটায়
 দেখবি যদি জলদি আয় ।

কাঁধের উপর এই বোলা,—
 গল্প-ভরা মন-ভোলা,
 দতিয়, দানব, যক্ষিরাজ,
 রাজপুত্র, পক্ষিরাজ,
 মন-পবনের দাঁড়ানা,—
 আজগবী সব কারখানা,—
 ভর্তি আমার তল্লিটায়,
 দেখবি যদি, জলদি আয় ।

কড়ির পাহাড় সার-বাঁধা,—
 মানিক-হীরা চোখ-ধাঁধা—
 সোনার কাঠি ঝলমলে,—
 ময়নামতী টল্টলে—

তেপাস্তুরের মাঠখানা—
 হটমালার হাটখানা—
 আটকালো এই তল্লিটায়,
 দেখবি যদি, জলুদি আয় ।

কেশবতী নন্দিনী
 এই থলেতে বন্দিনী ।
 শীতের প্রখর প্রত্যাশে—
 আসবে না যে শত্রু সে,—
 ভাঙবো তাদের মূর্খতা—
 বলবো নাকো রূপকথা ॥”

আলোর দেশে

জল-ছল্ছল্ ঝাপসা ভুবন
 উজল হ'ল রে,
 আলোর দেশে চলতে হবে,
 তল্লি তোলা রে !

পিছন পানে তাকাস কেন ?
 চলতে কি মানা ?
 কালোর শেষের আলোর দেশের
 ঐ তো সীমানা ।

রূপের বাহার দেখবি যদি
 আয় রে ছুটিয়া—
 সবুজ-সোনার আঁচলখানি
 পড়ছে লুটিয়া ।

ওই যে মায়ের নীল আলি ছাখ্
মেছুর আকাশে,
স্নেহের উছাস জানতে কি পাস
মৃদুল বাতাসে ?

উজল সোনার রথ দেখা যায়
উদয়-গগনে,
পাখীর গলার শঙ্খ বাজে
মধুর লগনে ।

শিউলিতলায় অর্ঘ্য-থাল।
ঐ কে সাজালো !
ধানের ক্ষেতে আজকে কারা
ঘুঙুর বাজালো !

কাশের বনে চামর কারা
তুলায় আদরে !
দিক্-বালাদের অস্তুরে আজ
পুলক না ধরে ।

কোন্ আমোদে বিশ্বভুবন
আজকে ভাসে রে !
সোনার স্বপন কে জাগালো
নীল আকাশে রে ॥

বাঁশের বাঁশি

অনেক দূরে

উদাস সুরে

কোন্ সে বাঁশি বাজে রে

কোন্ সে বাঁশি বাজে ।

শুনতে পেছু

মোহন বেণু

শালের বনের মাঝে রে,

শালের বনের মাঝে ।

বাতাস চলে

গাছের তলে,

আঁধার হ'ল ফিকে রে,

আঁধার হ'ল ফিকে ;

আলোয় ভরা

হাসছে ধরা,

দেখছি দিকে দিকে রে,

দেখছি দিকে দিকে ।

ধানের ক্ষেতে

উঠছে মেতে,

বাতাস মাঝে মাঝে রে,

বাতাস মাঝে মাঝে ।

অনেক দূরে

মৃদুল সুরে

বাঁশের বাঁশি বাজে রে,

বাঁশের বাঁশি বাজে ।

মাঠের ধারে,

নদীর পারে

সাদা বালুর চরে রে,

সাদা বালুর চরে ।

দেখছি চেয়ে

আকাশ বেয়ে

ভোরের আলো ঝরে রে,

ভোরের আলো ঝরে ।

নদীর কোণে

শালের বনে

যাচ্ছে যেন কারা রে,

যাচ্ছে যেন কারা ।

চলার তালে

আজ সকালে

বাজায় বাঁশি তারা রে,

বাজায় বাঁশি তারা ।

মাঝে মাঝে

মাদল বাজে

চলার সাথে সাথে রে,

চলার সাথে সাথে ;

বুনো ভাষায়

গান শোনা যায়

নীরব নিঝুম প্রাতে রে,

নীরব নিঝুম প্রাতে ।

নদীর পারে,

মাঠের ধারে

গহন বনের মাঝে রে,

গহন বনের মাঝে,

প্রাণ-উদাসী

বাঁশের বাঁশি

মোহন সুরে বাজে রে,

মোহন সুরে বাজে ।

ধীর বাতাসে

গন্ধ আসে,

কোথায় ফোটে হেনা রে,

কোথায় ফোটে হেনা ;

নদীর বাঁকে

চকোর ডাকে,

স্বরটি চেনা-চেনা রে,

স্নিগ্ধ ভোরে

মাঠের 'পরে

চরণ ফেলে ফেলে রে,

চরণ ফেলে ফেলে,

বাঁশি বাজায়,

গান গেয়ে যায়

সাঁওতালদের ছেলে রে,

সাঁওতালদের ছেলে ।

আজ সকালে

গানের তালে

উঠলো জেগে সাড়া রে,

উঠলো জেগে সাড়া ;

সদলবলে

বাজিয়ে চলে

বাঁশের বাঁশি তারা রে,

বাঁশের বাঁশি তারা ॥

তিন-চূড়ো পাহাড়ের দেশে

গোধূলিতে ডুলি ক'রে আমি চলি দূর গাঁয়ে তিন-চূড়ো পাহাড়ের শেষে,
পার হয়ে অবিরাম কত গ্রাম, মাঠ, ঘাট, চলি চলি বুনোদের দেশে ।
দুই কুলি বয় ডুলি, আমি চলি ছলি ছলি সাঁওতাল-পরগনা দিয়ে ;
শীতের অলস বেলা ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমে, আয়ু তার আসে যে ফুরিয়ে ।
আকাশের ভাঙা-চোরা অগণিত মেঘে মেঘে সিঁ ছরের ছোঁয়া যেন লাগে ;
যেন কোন্ অতীতের মায়াময় স্মৃতিগুলি রাঙা হয়ে ওঠে অনুরাগে ।
তখন ভেঙেছে হাট দূর কোন্ দেহাতের, বুনো পথ ভেঙে তাড়াতাড়ি
চলেছে গোরুর গাড়ি, লোকজন সারিসারি, কেনা-বেচা সেরে ফেরে বাড়ি ।
চলেছে মেয়ের দল, গানে ক'রে কোলাহল,

নাহি বুঝি সে গীতের বাণী,—

তবু সে গানের ভাষা, যাহা শুনি ভাসা-ভাসা, আকুল করিছে প্রাণখানি ।
হুড়ি আর খোয়া-ভরা উঁচু-নৌচু মেঠো পথ এঁকেবেঁকে চ'লে গেছে ঘুরে,
ডুলির ঝোলার মাঝে আমি চলি একটানা,

দূরে—কোন্ সীমাহীন পুরে ।

পার হয়ে চলি মাঠ, আসে ঘন শালবন, তালবন ডাহিনে ও বামে,
গাছের মাথার পরে মিলালো দিনের আলো, ধূসর সাঁঝের ছায়া নামে ।

শাখে শাখে পাখীদের কলহের কোলাহল, ঘরে ফেরে বেলেহাঁসগুলি,
নিঝুম শীতের সাঁঝে ধূসর বনের মাঝে হেলে ছলে চলে মোর ডুলি ।
সহসা বনের ধারে আগুনের ছোপ লাগে, পূর্বের গগনের কোণে,
আবছায়া ধরা যেন আলোর স্বপন দেখে হেসে ওঠে আপনার মনে
আঁধার সাগরকূলে আলোকের ঢেউ এলো,

কে শোনালো সোনালী এ ভাষা ?

নিরাশা-আঁধার মনে জাগে যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রাণভরা আলোময় আশা ।
আমি শুধু চেয়ে দেখি কৃষ্ণা-তিথির সাঁঝে অপরূপ রূপের মাধুরী,
ওঠে চাঁদ প্রতিপদী, উজল সোনার ছাতি আছে তার সারাদেহ জুড়ি' ।
বনে বনে সাড়া জাগে, পাখীদের কোলাহল

থেমে যায়, ধরে তারা গীতি,
আলোর অতিথি আসে, অভয়ের হাসি হাসে, দূর হয় আঁধারের ভীতি ।
ঝিরি ঝিরি হাওয়া বয়, গাছে গাছে ঢেউ ওঠে,

শাখে শাখে মৃদু আলো দোলে,
ঝিলিমিলি জ্যাছনা সে ঝিমঝিমে সাঁঝে আজ

কুয়াসার আবরণ তোলে ।

ছোট নদী 'উশ্ঝোর' প'ড়ে আছে নিরালায় বালুর চাদরখানা মেলে,
তারি সদা বালুচরে খাড়া ঢালু পথ বেয়ে

চলে ডুলি কালো ছায়া ফেলে ।

তীরে মেহেদির বন, ঘন ঘন ঝোপে-ঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁদের চলে কানাকানি ;
শীতের প্রখর সাঁঝে, শিবা ডাকে মাঝে মাঝে,

আশে-পাশে নাহি জন-প্রাণী ।

আলোর পরশে ফের জাগে দূর সীমানায় ছায়াময় পাহাড়ের রেখা,
হাতছানি দিয়ে ডাকে 'খৈড়ডি' বুনো গ্রাম, পাহাড়ের শেষে যায় দেখা ।
পাহাড়ের তলে তলে বুনোদের গান চলে, মাদলের ধ্বনি আসে ভেসে ;
চলে চলে ডুলি চলে ওই পাহাড়ের গাঁয়ে, তিন-চূড়া পাহাড়ের দেশে ॥

মনে পড়ে

মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি অনাবিল,
 উশ্রী-নদীর জল করে ঝিলমিল ;
 ছই তীরে উঁচু ডাঙা,
 ধারগুলো ভাঙা-ভাঙা,
 বালুচরে ছায়া ফেলে'
 উড়ে যায় চিল ।

ঝিরি ঝিরি কাঁপে পাতা, দোলে শালবন,
 পলাশ-শাখায় আসে রঙের প্লাবন ।
 আমলকি বনে বনে
 ছায়া কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
 শিরশির ক'রে ওঠে
 'শিরশিয়া' ঝিল ।

হাতছানি দিয়ে ডাকে ছোটনাগপুর,—
 জাগায় কত-না স্মৃতি মধুর, মধুর ।
 ধূসর মাঠের পারে
 ফুল ফোটে ঝোপে-ঝাড়ে,
 ছুটে আসে প্রজাপতি,
 ডানা লাল-নীল ।

বনের আড়ালে খাড়া ঝাপসা পাহাড়,-
 মাথায় কখনো হেরি মেঘের বাহার ;
 ছবির মতই আঁকা
 মেঠো-পথ আঁকা-বাঁকা,
 মাদল বাজিয়ে চলে
 সাঁওতাল-ভীল ।

ছই বেলা নদীতীরে শিশুদের ভিড়,—
 কোলাহলে ভ'রে ওঠে উল্লীর তীর ;
 আমিও শিশুর দলে
 খেলা করি কুতূহলে,
 খুশি হয়ে হেসে ওঠে
 বিশ্ব-নিখিল ।

কোথা গেল সেই সব হারানো দিবস,
 ভেবে ভেবে মন মোর হয় যে বিবশ ।
 মনে পড়ে অবিরত
 কত কথা শত শত,
 আসা-যাওয়া করে সেই
 স্মৃতির মিছিল ॥

গরুর গাড়ির গান

ঐ চলেছে
 কাঠের চাকায়
 গাড়োয়ানটা
 আপন মনে

গরুর গাড়ি
 কঁ্যাচোর কঁ্যাচোর
 পাগড়ি মাথায়
 চলছে গরু

মাঠের পাশে,
 শব্দ আসে ।
 পড়ছে ঢুলে,
 ল্যাজুড় তুলে ।

প্রকাণ্ড মাঠ
 মাথার উপর
 সামনে দূরে
 শন্থনিয়ে

রোদের তাপে
 আগুন ঢালেন
 কোথাও নাহি
 ছুটছে বেগে

তপ্ত ঝামা,
 সূর্য-মামা ।
 একটু ছাওয়া,
 গরম হাওয়া ।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

৩৫

একটি ছুটি
রোদের তেজে
স্তব্ধ ছপুর
এই ছপুরে

ধানের জমি
করছে খাঁ খাঁ
দিক্-বিদিকে
রৌদ্রে পুড়ে

মাঠের ধারে
একেবারে ।
নাইকো সাড়া,
যাচ্ছে কারা ?

গরুর গাড়ির
নতুন বধু
পর্দা তুলে
ডাগর চোখে

চাটাই-ছাওয়া
শ্বশুরবাড়ি
পিছন হতে
নতুন বধু,—

ছাউনি-তলে
ঐ যে চলে ।
দেখছে চেয়ে
ছোট্ট মেয়ে ।

শীর্ণ-রোগা
মারের চোটে
গরুর গাড়ি
টুং টাং টুং

শ্রান্ত কাতর
উর্ধ্ব-শ্বাসে
চলছে ছলে
গরুর গলায়

বলদ ছুটি
চলছে ছুটি' ।
মাঠের মাঝে
ঘণ্টা বাজে ।

অনেক দূরে
ঝাঁকড়া মাথায়
ঐ গ্রামেতেই
ঐ গ্রামেতেই

মাঠের পারে
তালের সারি
নতুন বধুর
চলছে ছুটে

গ্রামের কাছে
দাঁড়িয়ে আছে ।
শ্বশুরবাড়ি
গরুর গাড়ি ।

মাঠ ছাড়িয়ে
তার তীরেতে
গরুর গাড়ি
নদীর কাছে

ছোট্ট নদী
তৈঁতুল গাছের
ঢালু পথের
আসলো এবার

শীর্ণ-কায়া,
শীতল ছায়া ।
বাঁকটি ধ'রে
অনেক পরে ।

তৃষ্ণা-কাতর
চুমুক দিয়ে
উঠতি পথে
কাঠের চাকায়

বলদ ছুটি
তৃষ্ণা মিটায়,
উঠছে গাড়ি
কঁ্যাচোর কঁ্যাচোর

নদীর জলে
আবার চলে ।
নদীর পাশে,
শব্দ আসে ।

বাঁশের ঝাড়ে
ঘূর্ণি হাওয়া
পশ্চিমেতে
পুঁটলি কাঁধে

বায়স ডাকে
বন্বনিয়ে
ঢললো রবি
পথিক চলে

বিকট সুরে ;
চলছে ঘুরে ।
কমলো বেলা,
ঐ একেলা ।

মাঠ ফুরালো,
ঐ দেখা যায়
ঐ কাছারি,
অশথতলায়

ঐ যে মাঠের
নান্দীপুরের
ঐ যে গ্রামের
চণ্ডীপূজার

শেষ সীমামা,
গোসল-খানা,
পাঠশালাটা,
আটচালাটা ।

পথের পাশে
জীর্ণ ঘাটে
গরুর গাড়ির
কাজ ফেলে সে

শ্যাওলা-ছাওয়া
বাসন মাজে
কঁ্যাচোর কঁ্যাচোর
কৌতূহলে

ময়লা দীঘি,
বাগদিনী-ঝি ;
শব্দ পেয়ে
দেখছে চেয়ে ।

ছেলের দলে
বটের ডালে
গরুর গাড়ি
নতুন বধু

জটলা ক'রে
দোলনা ক'রে
চুকলো এবার
ঘোমটা টানে

হল্লা তোলে
দোছল দোলে,
গ্রামের মাঝে,
বেজায় লাভে ॥

বৈশাখী ভোর

ঘুম ছেড়ে আজ সকালবেলা উঠেই দেখি রে—
 নতুন আলোর ফিনিক ছোট্টে বাইরে, একি রে !
 ঠিকরে-পড়া রঙীন আলো, চৈতী-রাতের ঘুম টুটালো,
 পলাশ পারুল ঝরিয়ে এলো কাল-বোশেখী রে ।

আমবাগানের বিভোল ছাণে পরান মাতালো,—
 দাঁড়িয়ে বুঝি ভাবছে কেবল আকাশ-পাতাল ও !
 আম-চুরিতে বকবে মালী ? তাইতে বুঝি ভাবনা খালি
 পটলা ছোঁড়া মালীর সনে সঁাঙাৎ পাতালো ।

গাছের ডালে আকুল হ'ল কোকিল-পাপিয়া,—
 দখিন হাওয়া বিরাম-হারা ফিরছে কাঁপিয়া—
 ফুল-মুকুলে পড়লো সাড়া । নিদ্ তেয়গি জাগলো তারা—
 আনন্দ আজ উঠছে সবার বুকটি ছাপিয়া ।

সবুজ পাতার কাতার ছাওয়া অবুঝ কেতকী—
 ঘোমটা টেনে আজকে ভোরেও ঘুমোয় এত কী !
 জাগলো সবাই মাতলো সবে, ও কেতকী, জাগ'না তবে,
 ঘুম দিলে আজ সবাই এত আমোদ পেত কি ?

আয় ছেলেরা, বাইরে দাওয়ায় আমোদ লুটি রে—
 আজ পড়া থাক্, থাক্ না প'ড়ে শেল্ট-পুঁথি রে ।
 থাকবে কে আজ ঘরের কোণে একলা ব'সে সঙ্গোপনে,
 থাকবে যে থাক্, আয় না তোরা বাইরে ছুটি' রে ।

শুনব মোরা ধানের ক্ষেতের গানের বহরই,
 নীল-দরিয়ার নিতল জলের গুনব লহরী ;
 উড়ন্ত ঐ পাখীর পিছে ঘুরব মিছে, ঘুরব মিছে,
 খামখেয়ালে কাটাৰ আজ সকল গ্রহরই ।

আজকে ভোরে নতুন সালের নতুন আলো রে—
 জীর্ণ জরায় সজীব ক'রে তাক লাগালো রে ।
 আজ নতুনের স্বাদটি পেয়ে আনন্দে মন উঠছে গেয়ে ;
 বৈশাখী ভোর আজকে আমার মন ভুলালো রে ॥

ঘর-মুখো

সাঁঝের আগেই কাজের ছুটি,—ভাইয়া, বাজা মুরলী—
 আ ম'লো যা, আনন্দেতে বিকট গীতি জুড়লি !
 গান থামা তুই, মুরলী বাজা, আমি বাজাই মাদলা,—
 ঘর-মুখো চল, ঘর-মুখো চল—আসছে নেমে বাদলা ।
 বিজন-বনে বস্তু মোদের,—চল রে ছুটে ভাইয়া—
 পথ চেয়ে আজ থাকবে বোন আর থাকবে বুঢ়ী মাইয়া ;
 সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে ঘরে আকুল হয়ে থাকবে—
 চলতে পথে করলে দেরী—ভাববে তারা ভাববে ।
 হপ্তা পরে মিললো ছুটি—কয়লা কাটা বন্ধ,
 উঠছে হাসির হররা ভীষণ, বুক-ছাপা আনন্দ ;
 খোশ-মেজাজে চলব মোরা, নাইকো কোনো চিন্তা,—
 (মাদল) তা ধিন্ ধিন্, তা ধিন্ ধিন্, ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ তা ।

'রবিবারে'র ছুটি রে কাল, তাই ত এত ফুঁতি—
 তাই ত এত গানের বহর,—দিল্দরিয়্যা মূর্তি !

পড়বে বিজন পথের ধারে পাহাড় নদী জঙ্গলা—
 ভয় কি তাতে ?—আমরা ছ'জন,—নানকু এবং মঙ্গলা ।
 হয়ত পথে নামবে বাদল, হয়ত হবে রাত্রি,
 হয়ত পথে ভিজবে ছ'জন বন-গাঁ-মুখো যাত্রী ;
 ডাকবে শেয়াল বিকট রবে, পড়বে পথে হায়না,
 মঙ্গলা মাঝি, নানকু মাঝি—কিছুতে ভয় পায় না ।
 গানের তালে চরণ ফেলে', মাদল-বাঁশির সঙ্গে—
 নাচব তাধিন্—হাসব হো হো—চলব ছুটে' রঙ্গে ;
 হুপ্তা পরে একটি দিবস স্বাধীন, মোরা স্বাধীন,—
 (মাদল) ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ ধিন্ তা, তা ধিন্ ধিন্, তা ধিন্ ॥

ভোরাই

বর্ষার রূপঝাপ
 থামলো রে থামলো,
 আলোকের নিঝ'র
 ঝর্ঝর্ নামলো ।

পূর্ব গগন-কোণে
 জাগে কার মুখটি ?
 ঝল্‌মল্‌ জল্‌জল্‌
 উজ্জল রূপটি ।

ভোর হ'ল, ভোর হ'ল—
 কানাকানি লাগলো,
 ডাক ছেড়ে লাখ পাখী
 আগডালে জাগলো ।

বুর বুর ধীর বায়
 দূর দূর ছুটলো,
 ভুর ভুর সৌরভে
 ফুল-কলি ফুটলো ।

কাশ-বুড়ো ছল্ ছল্
 দোল খায় ক্ষেত্রে,
 বুল্‌বুল্‌ গায় গান
 তুল্ তুল্ নেত্রে ।

দিক জুড়ে পিক-বধু
 গায় মহানন্দে ;
 তুল্ তুল্ ফুল-ঝাড়
 গুল্‌জার গন্ধে ;

মৌচাকে মৌমাছি
 বুম্ বুম্ নাচছে,
 ভোম্‌রার পাখনায়
 রুম্ বুম্ বাজছে !

জাগলো রে জুঁই-কলি,
 চোখ মেলে বুমকো,
 কেতকীর ডালে ডালে
 লাগে মহাধুম গো ।

ঝট্‌কায় ঝর্ ঝর্
 শেফালিকা ঝর্ছে,
 টুপ টাপ হিমজল
 ঝিম খেয়ে পড়ছে ।

আমলকি-আগডালে
থামালো কি সঙ্গীত ?
ময়না বকুল-ডালে
গায় আজ কোন্ গীত ?

ডুমুরের ডালে ডালে
ঝুমুরের নাচনা,
ধান-শীষে ঝুম ঝুম—
ঘুঙুরের বাজনা ।

হিন্দোলে দোল খায়
গাছপালা ঐ রে,
খাল-বিল বিলকুল
জল-তৈ-তৈ রে ।

ঐ এলো ঐ এলো
শরতের রোদ্দুর—
বাদলের সাড়া নেই,
আজ তারা কদুর ?

ভোর হ'ল ভোর হ'ল—
চারিদিকে বাজলো,
ঘর ছাড়ি' নর-নারী
মাতলো রে মাতলো ।

হাসলো আকাশ, আর
হাসলো রে পৃথী ;
জয় জয় শরতের
অতুলন কীর্তি ॥

খোকান্ন স্মৃতি

ভাইটি আমার কোথায় গেল, কোথায় গেল মাগো—
সেই যে সেদিন বিদায় নিল, আর ত এলো না গো !
বললি মাগো, আসবে ফিরে, আসবে আবার ফিরে ;
ভেবেছিলাম দেখব আবার ছোট্ট সে ভাইটির।
ভেবেছিলাম, আবার যখন আসবে ফিরে কাছে,
বলব ‘খোকা, মোদের ছেড়ে যেতে কি ভাই আছে !’
ভেবেছিলাম, আসলে পরে ধরব চেপে বুকে ;
আবার ছ’টি ভাইবোনেতে কাটার কাল সুখে ।

তুই মা বড় মিথ্যাবাদী, ছোট্ট ছিনু ব’লে
গোপন ক’রে মিথ্যা ব’লে ভুলিয়েছিলি ছলে ।
কেঁদে যখন বলেছিলাম—‘খোকা কোথায় আছে ?’
বলেছিলি—‘সে তো গেছে মামাবাবুর কাছে ;
সেথায় গিয়ে পড়াশোনা করবে এবার খোকা,
আবার সে তো আসবে ফিরে, কাঁদিস কেন বোকা ?’
এখন আমি বুঝতে পারি, সমস্ত চালাকি,
ছোট্ট পেয়ে তখন আমায় দিয়েছিলি ফাঁকি ।

আজকে আমার সকল কথাই পড়ছে মনে মাগো,
ভোরের বেলা উঠেই খোকা বলত ‘দিদি, জাগো ।’
ঘুমটি ছেড়ে খোকান্ন গালে চুমা খেতাম খালি,
হাসত খোকা, আনন্দে সে দিত করতালি ।
যদিও মা তোরই খোকা, তোরই পেটের ছেলে,
আমার কোলই বাসত ভালো তোর কোলটি ফেলে ।
সমস্ত দিন কাটত মোদের ছ’টিতে একসাথে,
একই লেপের তলায় মাগো শুতাম শীতের রাতে ।

নিশুত্‌ রাতে পেঁচার ডাকে আঁকে উঠে' ভয়ে
 আমার বুকে মুখ লুকাত জড়সড় হয়ে ।
 বৃষ্টি যখন পড়ত ঝরে' আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে
 চুপটি ক'রে বসতাম মা তোরই ছুটি পাশে,—
 বলতি কত পরীর কথা, ডাইনীবুড়ির কথা
 স্নায়োর ঘরে ছয়ো-রানীর মনের নিবিড় ব্যথা ।
 রাজপুত্রের শিকার করা পক্ষিরাজে চেপে,
 শাঁকচুরীর গল্প শুনে উঠত গা-টা কেঁপে ।
 বুঝত না মা খোকাটি তোর, তাকাত তোর পানে,
 অবাক্ হয়ে শুনত কেবল,—ভাবত কী কে জানে !

ঐ যে মাগো ঘরের কোণে খোকার ঠেলাগাড়ি,
 ঐ যে খোকার ছোট্ট ছাতা, রং-করা মশারি ;
 ঐ পিঁড়িতে ব'সে খোকা নিত্য খাবার খেত—
 আমার হাতে ভাত খেয়ে সে কতই আমোদ পেত ।
 ঐ মা খোকার শেলেট পুঁথি, জানত না তো পড়া,
 মুখে মুখেই শিখিয়েছিলাম মজার মজার ছড়া
 পড়ার সময় শেলেট নিয়ে বসত মিছিমিছি,
 ইচ্ছামত আপন মনে টানত হিজিবিজি ।

পোঁটলা বেঁধে রেখেছি তার জিনিস রাশি-রাশি—
 লাটু, গুলি, কাঠের লাঠি, কোটো, ভাঙা বাঁশি,
 ভাঙা পুতুল, রাঙা শিশি, ঠ্যাং-ভাঙা এক ঘোড়া,
 তেঁতুলবীচি, মাটির ঢেলা, ঞ্যাকড়া ছেঁড়া খোঁড়া ।
 এমনি কত হরেক রকম জিনিস আজ-বাজে
 পোঁটলা-বাঁধা যত্নে মাগো আমার কাছে আছে ।
 খোকার জিনিস দিয়েছি সব যত্ন ক'রে রেখে,—
 কান্না আসে আজকে মা ঐ জিনিসগুলো দেখে ।

‘খোকা’ ব’লে ডাকটি দিতে খিলখিলিয়ে হেসে
‘দিদি, কোলে’—ব’লেই খোকা হাত বাড়াত এসে ।

আজকে খোকাকার জন্মদিনে পড়ছে মনে সবি,
জাগছে মাগো—এক-এক ক’রে অতীত দিনের ছবি ।
ভাইটি আমার কোথায় আছে,—কোন্ সে তারার দেশে—
কোন্ দোষে তার, যমরাজা হায় ছিনিয়ে নিলে এসে ।
ওকি, চোখে জল ঝরে তোর, কাঁদিস বুঝি, ওমা—
বলব না আর খোকাকার কথা, করু মা এবার ক্ষমা ॥

হারামানিক

ও পাড়ার

কালো চেহারার

গোপীনাথ রাগ ক’রে, হায়,

ঘর ছেড়ে বেমালুম কোথা যে পালায়

সারা গাঁয়ে কেহ আর নাহি পায় টিকিরও সন্ধান,

আত্মীয় স্বজন সবে তন্ন তন্ন ক’রে খুঁজে একেবারে হ’ল হয়রান ।

পিতা মাতা ভেবে সারা, কেঁদে কেঁদে শুধু শিরে করে করাঘাত ;

হেনকালে মাতা তার ধূলা-কাদা-মাখা অকস্মাৎ

গোপীনাথে দেখে’ বলে, “কোথা ছিলি তুই ?”

“সারাদিন ধরিয়াছি রুই—

এই দেখ । নাও,

ভেজে দাও ॥”

চাঁদনী রাতে

এসো এসো ভোলানাথ,
এই হেথা খোলা ছাত,
ফুর্ফুরে হাওয়া বয়
ফুট্ফুটে জ্যোৎস্না ;
আয় আয় ত্বরিতে,
কোথা যাস্ মরিতে,
নির্জনে আয় আয়
এইখানে বোস্ না ।

নীল খোলা আশমান
সাদা-মেঘ ভাসমান,
চল্চলে চাঁদা-মামা
ঝল্ঝলে চাঁদনী,
ঐ শোন্ দূরেতে
ব্যথা ভরা সুরেতে
কঁচাচ কঁচাচ—বিটকেল
পেচকের কাঁদনি ।

আজ মোর বুকে রে
গান ওঠে রুখে রে,
লোক নাই যার কাছে
মন খুলে গাই রে ;
তুই এই সঙ্কায়
চলেছিস কোন্ গায় ?
প্রাণ ভ'রে গান গাব,
ডাকি তোরে তাই রে ।

প্রাঞ্জল ভাবে মোর
 প্রাণ জল হবে তোর—
 সঙ্গীতে মন তোর
 হয়ে যাবে মশগুল ;
 আয় আয় দাদা রে,
 মিছে বন-বাদাড়ে
 ঘুরে ঘুরে সারা হলি
 মারা গেলি বিল্কুল ।

শোন্ কথা অধীনের—
 জীবনটা ক'দিনের ?
 সব সাফ একবার
 চক্ষুটা বুজলে ;—
 তাই দাদা, হেথা আয়,
 সময়টা বুথা যায়,
 মরে গেলে সব গেল,
 পাবি কোথা খুঁজলে ?

বল্ দাদা গুছিয়ে—
 কোন্ গানে রুচি হে ;
 কোন্ গীত ভালো লাগে,
 সঙ্গীত কোন্ রে ?
 হাঁই-ফাঁই প্রাণারাম ;
 গোবেচারা কেনারাম
 ডাকে তোরে সকাতরে ;
 আয় দাদা, শোন্ রে ।

টল্টলে নীল জল
জ্যোৎস্নায় টল্‌মল্‌,
দঙ্গল বেঁধে ভাসে
চঞ্চল মাছরা ;
নীল খোলা আশমান ;
সাদা মেঘ ভাসমান ;
আকাশের সারা গায়ে
তারকার পাঁচড়া

ডেকে মরে শিবা রে,
বিদঘুটে কিবা রে,
খ্যাক্ খ্যাক্ ফেউ ডাকে
জুড়ি' সারা পল্লী ;
হেই দাদা, কোথা যাস্ ?
আয় আয়, মাথা খাস্—
এই ম'লো, এত ডাকি
তবু ফিরে চল্লি ?

পাহাড়ীর বাচ্চা

পাহাড়ীর বাচ্চা,
 মর্দ সে আচ্চা,
 কাঠ বেচে হাট থেকে ফিরছে ;
 চলছে সে বন-গাঁয়
 নির্জন সঙ্ক্যায়,
 দশমিক আধারেতে ঘিরছে ।

একদম অজ ভূত,
 কিন্তু সে মজবুত,
 নির্ভীক ভয়-হারা চিত্ত ;
 এলে বাঘ হায়না
 ভয় কিছু পায় না ;
 তাল ঠুকে রুখে যায় নিত্য ।

মিশকালো ছোকরা,
 চুল কালো কোঁকড়া,
 বন্-গাঁয়ে বাস তার, বশ্য ;
 পাহাড়ীর বাচ্চা—
 সাঁচ্চা সে সাঁচ্চা—
 জোরদার মর্দ সে ধন্য ॥

নৌকা চলে নৌকা চলে

নৌকা চলে
মাঝ-নদীতে

নৌকা চলে
অথই জলে ।

বৈঠা মারি'
'বদর বদর'
সবাই মিলে

মাল্লা মাঝি
চাঁচায় আজি,
হল্লা তোলে ;

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

রইল দূরে
পল্লীখানি
ঝাপাস ঝাপাস—

কূল কিনারা,
ঝাপসা-পারা,
শব্দ জলে ;

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

শুভ্র পালে
নৌকা ছোটে
দূর-গগনে

বাতাস লেগে
তীব্র বেগে,
সূর্য চলে ;

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

ঝাপটে ডানা
আকাশপথে
ফিরছে নীড়ে

বকের সারি
দিচ্ছে পাড়ি ;
বিহগ দলে ;

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

আকাশখানি
ধোঁয়ায় ছাওয়া
নামলো রবি

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

রক্ত-রাঙা ;
দূরের ডাঙা,
অস্তাচলে ;

দূরের ঘাটে
নীরব নিঝুম
ফিরছে ঘরে

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

নাই রে প্রাণী,
পল্লীখানি ;
ওই সকলে ;

গাছের ডালে
উদাস সুরে
আধার ঝোপে

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

পাতার ফাঁকে
কোকিল ডাকে,
জোনাক জ্বলে ;

ঝিল্লীগুলো
দম্কা-ছাওয়া
শ্রোতের মাঝে

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

ডুকরে ওঠে—
চম্কে ছোটে,
নৌকা দোলে ;

সাঁঝের তারা
মিট্-মিটিয়ে
দেখছে যেন

নৌকা চলে
নৌকা চলে

ঐ আকাশে
মুচকি হাসে,
কৌতূহলে

আচম্বিতে
ঝলমলিয়ে
উঠলো চাঁদা

• নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

সঙ্কোপনে
পূবের কোণে
গগনতলে :

নৌকা চলে
নদীর জলে
চাঁদের আলোর

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

নীরব-সাঁঝে
শ্রোতের মাঝে,
ঝলক ঝলে ;

আঁধার ঠেলে
নৌকা চলে
'বদর বদর'

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

জ্যোৎস্না নামে,
দূরের গ্রামে,
মাল্লা বলে ;

মাল্লা মাঝি
উঠছে মেতে
বৈঠা মারে

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

আকুল প্রাণে
বাউল গানে,
গায়ের বলে ;

যাচ্ছে বধু
জলের পথে
অশ্রু ঝরে

নৌকা চলে
নৌকা চলে ।

শ্বশুরঘরে
নৌকা চ'ড়ে,
ওই বিরলে ;

টগর ফুলের ডাগর আঁখি দেখবি যদি আয় ;
 মল্লিকা, তুই করলি কি, তোর ঘুম ভাঙে নি, হায় ?
 আর কারো নাই উঠতে বাকি,
 ফুল্ল গাঁদা খুললো আঁখি,—
 নিদ্রমহলে সিঁদ কেটেছে কোন্ সে ধুরন্ধর ।
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু অনেক দিনের পর ।

দোপাটি তোর খোঁপাটি বাঁধ, আসবে আগন্তুক—
 শিশির দিয়ে বেশ ক'রে মাজ্ নোংরা ও তোর মুখ ;
 দম্কা হাওয়া চলছে উড়ি,
 চম্কে ওঠে ঝুমকো-কুঁড়ি,—
 ঘোমটা তুলে কুঁচি-বধু হাসছে মনোহর,
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু অনেক দিনের পর ।

উপ্চে পড়ে সব যে আহ' সব্জে-ফুলী মৌ—
 কোথায় গেল তালকানা সব ভোমরাগুলোর বৌ ?
 নিমফুলে আজ হিম লেগেছে,
 ঘুম-কাতুরের ঘুম ভেঙেছে,
 থল্কমলের পাপড়ি পাতা কাঁপছে রে থর্ থর্ ;
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু অনেক দিনের পর ।

লাল্চে ফুলের গাল্চে পাতা কাদের উঠানে,
 যার খুশি আয় পলাশতলায়, মুঠা মুঠা নে ।
 বন-মেহেদির জংলা ফুলে
 কে দিল আজ আলতা গুলে' ।
 চালতা পাতায় গীত উঠেছে, ওই শোনো শর্ শর্—
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু অনেক দিনের পর ।

কেয়া-পাতায় মেটে-সিঁ ছুর লাগায় কে আবার ?
 প্রজাপতির রেশ্‌মী ডানায় ছোপ লেগেছে তার ;
 খুন্-খারাবী কৃষ্ণ-চূড়ায়
 চৈতী-হাওয়া পরাগ উড়ায়,
 থোপা-থোপা আমার বউল ঝরছে রে ঝর্ ঝর্—
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু অনেক দিনের পর ।

খুন্সুড়িতে দিক মাতালো টুন্টুনিদের ঝাঁক,—
 পোড়ো-বাড়ির খোড়ো চালে আকুল হ'ল কাক ;
 জাগলো এবার ঘাটের মাঝি,
 উদাস সুরে চৈচায় আজি—
 'দূর মোহনায় কে যাবি ভাই, আয় চলে সত্বর ।'
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু অনেক দিনের পর ।

হান্কা হাওয়ায় ছলছে দোছল দোলন-টাঁপা ফুল,
 মৌ পিয়ে তার অলির আঁখি নেশায় তুলুতুল ;
 কাজলা-দীঘির বিজন পারে
 ফুল ফুটেছে ধুত্‌রো-ঝাড়ে,
 সরষে ক্ষেতের হল্‌দে ফুলে উঠলো মৃচ্ ঝড়,—
 চৈতী-হাওয়া হইতে শুরু অনেক দিনের পর ।

নামবে এবার আলোর জোয়ার, তাই এ আয়োজন,
 ভোরের বাঁশি ভৈরবীতে তান ধরেছে শোন্ ।
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু,
 প্রাণখানি মোর উড়ুউড়ু,
 আজকে আমার মন মাতালো বিশ্বচরাচর ।
 চৈতী-হাওয়া বইতে শুরু অনেক দিনের পর ॥

শীত এলো

ধীরে ধীরে শীত নামে
ধরণীর প্রান্তে,—
রজনীর শেষে আজ
পেরেছি তা জানতে ;
ক্ষণে ক্ষণে বন-তলে
কনকনে হাওয়া চলে,—
ঝুরু ঝুরু কাঁপে পাতা,
শুনেছি একান্তে ।

এলাম আবার যেন
তুষারের রাজ্যে,
ঝিম্-ঝিম্ হিম্ ঝরে
অবিরাম আজ যে ;
আবার শীতের সুরু,
দেহ কাঁপে ছুরু ছুরু,
হিমেল জোয়ার এলো
ছনিয়ার মাঝে যে ।

খোলা জানালায় দেখি
নিরালায় রাত্রে—
কেঁপে সারা যত তারা
আকাশের গাত্রে ;
চেয়ে দেখি বারে বারে
আকাশের ধারে ধারে
বাঁকা চাঁদ ভেসে চলে
হিম-নদী সাঁতরে ।

শীত এলো, শীত এলো
 এবার নিতাস্ত,
 শীতের বেশেতে যেন
 এসেছে কৃতাস্ত ;
 হিমের পরশ লেগে
 শেষরাতে উঠি জেগে,
 কাঁপন ধরেছে ভাই,
 লেপ কাঁথা আন তো !

গহিন রাতেতে জাগি
 তুহিনের স্পর্শে,—
 উঠে ব'সে ভাবি আমি,
 কাঁপি থর্থর্ সে,—
 বরফের দেশ হতে
 হিমানী-হাওয়ার শ্রোতে
 কে তুমি মোদের দেশে
 আসো প্রতি বর্ষে ?

ধোঁয়া আর কুয়াসার
 ওড়না যে অঙ্গে,
 দিনরাত হিম-হাসি
 হাসো তুমি রঙ্গে ;
 আবার মোদের দেশে
 এসেছ অতিথি-বেশে,
 মেরুর আমেজ যেন
 আনিয়াছ সঙ্গে ॥

আবার সুরু বুরু বুরু বাদল-ঝরা গান

আবার-সুরু বুরু বুরু

বাদল-ঝরা গান—

আগুন হানা থামলো এবার

ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।

মেঘ জমেছে নীল আকাশে,

সোঁদা মাটির গন্ধ আসে,

পুকুর-ডোবায় জল থৈ থৈ

ছুটলো গাঙে বান,—

আবার সুরু বুরু বুরু

বাদল-ঝরা গান।

মেঘের কোলে গুরু গুরু

গ'র্জে ওঠে বাজ—

ভাবছি ব'সে সকাল হতেই

কি করা যায় আজ।

ডাকছে ফিঙে ঘরের চালে,

চাতক চাঁচায় অশথ-ডালে,

গাল-ফুলো ঐ ব্যাঙ-ব্যাঙানী

ধরলো বিকট তান—

আবার সুরু বুরু বুরু

বাদল-ঝরা গান।

হিজল-বনের পিছল পথে

নাই-বা গেলি ভাই,

তাল-পুকুরে টাপুর টুপুর

শোন্ না ব'সে তাই ;

পুঁই-পালঙের সবুজ ক্ষেতে
 মাতাল বাতাস উঠলো মেতে,
 অধীর হ'ল নদীর পারের
 নবীন তাজা ধান,
 আবার শুরু বুরু বুরু
 বাদল-ঝরা গান।

নেতিয়ে গেছে অপ্‌রাজিতা,
 ঝরছে পরিমল—
 জুঁই-পারুলের পাপড়ি ঝরে
 হায়, কি করি বল!

হাস্‌মুহানার আকুল ঝাড়ে
 টুন্টুনি তার পাখনা নাড়ে,
 ভিজছে বাবুই বাবলা-গাছে
 কাঁপছে তনুখান—
 আবার শুরু বুরু বুরু
 বাদল-ঝরা গান।

ছিপ হাতে ঐ আসলো জগা
 মাথায় টোকা তার,
 বসলো গিয়ে চুপটি ক'রে
 বিজন দীঘির ধার ;—
 পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে
 পাততাড়ি বই গুটিয়ে নিয়ে
 পন্টু বাবু গুটুগুটিয়ে
 পাঠশালাতে যান—
 আবার শুরু বুরু বুরু
 বাদল-ঝরা গান।

বাগ্‌দী বুড়ি চুবড়ি হাতে
আজকে কোথায় যায় ?
হিঞ্জে ক্ষেত আজ ডুবলো জলে,
বারণ কর তায় ।
মাঠ-ছাড়া ঐ দূরের গ্রামে
ঝাপসা নিঝুম আঁধার নামে ;
আম-বাগানে ছুটলো বাতাস
উঠলো যে তুফান ।
আবার শুরু বুরু বুরু
বাদল-ঝরা গান ।

ঘরের দাওয়ার একলা ব'সে
উদাস হ'ল শ্রাণ !
আয় ছেলেরা আটচালাতে,
নাই-বা গেলি পাঠশালাতে,
তেল মেখে নে, বাদল-ধারায়
করবি যদি স্নান ।
আবার শুরু বুরু বুরু
বাদল-ঝরা গান ॥

কাঙালীচরণ

কাঙালীচরণ বাঙালীর ছেলে, গেঁয়ো,
তাই ব'লে নয় আমাদের চেয়ে হয় ।
সেদিন আষাঢ় অন্ধকারের রাতে
ঝিল্লী-মুখর পল্লীর রাস্তাতে
আসছিল সে যে নিজ কুটীরের পানে
আপনার মনে 'গুন্ গুন্ গুন্' গানে ।

বাদল-বেলার মাদল বাজিছে মেঘে,—
 শাঁই শাঁই শাঁই বাতাস ছুটিছে বেগে,
 ভাঙন ধরেছে শীতলাক্ষার পাড়ে,
 বুপঝাপ পাড় ভেঙে পড়ে বারে বারে ।

কাঙালীচরণ গুটি গুটি চলে ঘরে,
 এখনি আবার পশলা নামিবে জোরে ।
 হঠাৎ ও কি ও, হাহাকার কার দূরে ।
 কে চেষ্টায় ওই করুণ কাতর সুরে ?

চমকি কাঙালী থমকি' দাঁড়াল ফিরে,
 সহসা ছুটিল শীতলাক্ষার তীরে ।
 ফুলের মতন ছলেদের ছোট টুনি
 গিয়েছিল ঘাটে জল নিতে একুনি,
 হঠাৎ কখন ধুপ্ ক'রে পাড় ধসি'
 বুপ ক'রে টুনি জলেতে পড়েছে থসি' ।
 পাড়িয়া দারুণ ঘূনি জলের পাকে—
 'বাঁচাও, বাঁচাও' চীৎকার করি' ডাকে ।
 কেহ নাই, আহা, রক্ষা করিবে আসি',
 মৃত্যুর ছবি নয়নে উঠিল ভাসি' ।

হরিতে কাঙালী ছুটিয়া আসিল তীরে—
 'ভয় নাই' বলি' ঝাঁপায়ে পড়িল নীরে ।

কল-কল্লোলে জল ওঠে ফুলে ফুলে—
 ঘূনির পাকে ঢেউ উঠে ছলে ছলে ।
 ফুঁসিয়া রুধিয়া গর্জিছে ঘিরে ঘিরে ;
 জোয়ারের তোড়ে একাকার তীরে নীরে ।

সাড়া পেয়ে নেচে ওঠে মনের ময়ূর ;
আবার আশার বাণী শোনায়ে মধুর ।

হাততালি দিয়ে নাচে শাল-তালী-বন,
বনে বনে কানাকানি,—কত আলোড়ন ;
ঝাপসা আলোর মাঝে
চোখে সব পড়ে না যে,
অনুভবে বুঝি আজি ভবের মাতন ;
ঝাঁঝের বাজিয়ে নাচে খেজুরের বন ।

ভেসে আসে জলে-ভেজা ফুলের সুবাস
জোনাকি ভিজিছে জলে, পাই যে আভাস ;
নৌড়-ভেজা যত পাখী

সুরু করে ডাকাডাকি,
চাতকের গান শুনি গভীর উদাস,
ভেসে আসে ভিজে সোঁদা মাটির সুবাস ।

আষাঢ়ের ঘন-ঘোর বরষা ঘনায়,
ব'সে আছি নিরিবিল ঘরের কোণায় ;
ধীরে ধীরে দিকে দিকে

আঁধার হয়েছে ফিকে,—
পোহালো আষাঢ়-রাতি সজল শোভায়,—
জলছবি ভেসে ওঠে আলোর আভায় ॥

শিশু-রবির প্রতি ঝাঙালীর শিশু-মহল

বন্ধু রবি, তোমার নাকি বয়স হ'ল আশি ?
 বাংলা দেশের আমরা শিশু তোমায় ভালবাসি ।
 মোদের যত অভিভাবক—বাবা, জ্যাঠা, খুড়ো—
 পাকা দাড়ির বহর দেখে তোমায় ভাবে বুড়ো ;
 কিন্তু মোদের নজরেতে পড়লে ঠিকই ধরা,
 আসল বুড়ো নয়কো তুমি, বুড়োর মুখোশ-পরা ।

ছদ্মবেশে যতই আঁটো বুড়োর মুখোশখানা,
 তুমি শিশু, চির-কিশোর, মোদের সেটি জানা ।
 সবাই মিলে আমরা জানি, পাড়ার হারু, বিশু,
 রবি ঠাকুর বুড়ো ত নয়, মোদের মতই শিশু ।

যখন তুমি মাকে নিয়ে চললে বিদেশ ঘুরে,
 আমরা তোমায় লক্ষ্য তখন করেছিলাম দূরে ।

বর্ষামুখর ছুটির দিনে ঠেস্ দিয়ে চৌকাঠে
 মনটি যখন ঘুরত তোমার তেপান্তরের মাঠে,
 তখন ওহে কবি-শিশু, আমরা খোকাখুকি,
 দ্বারের আশেপাশে এসে দিতাম উঁকিঝুঁকি ।
 তোমার সাথে ভাব জমাতে ইচ্ছা হ'ত মনে,
 সুড়ুং ক'রে পালিয়ে যেতে শান্তিনিকেতনে ।

বাবা তোমায় রামের মত পাঠিয়ে দিলে বনে,
 লক্ষ্মণ-ভাই আমরা হতাম, যেতাম তোমার সনে ।
 হাজার হাজার লক্ষ্মণ-ভাই থাকলে তোমার কাছে
 থাক্-না সীতা, রাবণ রাজার ভয়টা বা কি আছে

যখন তুমি ছুটির পরে কাগজ-নৌকা গ'ড়ে
 নাম লিখে তায় নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে ধ'রে ।
 আমরা তখন জড়ো হতাম, পাড়ার ছেলেমেয়ে,
 তোমার নজর পড়ত না কি ? দেখতে না কি চেয়ে
 মনে কি নাই, আমবাগানে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে
 আম কুড়াবার ধুম লাগাতাম সারা সকাল ধ'রে,
 কোঁচড় তোমার ভ'রে দিতাম উৎসাহেরই সনে—
 ছেলেবেলার সে-সব স্মৃতি নাই কি তোমার মনে ?

চিরকালের বন্ধু রবি, তোমায় ভালবাসি,
 রথের দিনে বাজিয়েছিলাম তালপাতার এক বাঁশি,
 সেই আনন্দে চিত্ত তোমার উঠলো নেচে ছলে,
 কত দিনের কথা সেটা, যাই নি আজো ভুলে ।

'বিড়ালছানায় বই পড়াতে 'চ-ছ-জ-ঝ-ঞ',
 ছুঁছুঁ বিড়াল উঠত ডেকে 'মিঞ মিঞ মিঞ',
 আমরা তখন ডাক শুনে তার হতাম সবাই জড়ো,
 তোমার কাছে আসতে মোদের ভয় হ'ত যে বড় ।

তুমি মোদের ভালবাসো জানতাম তা মোরা ;
 তোমার বাড়ির চাকরগুলো বেজায় ছিল কড়া ।
 বেরিয়ে যখন আসতে তুমি প্রাচীন বটের তলে,
 পুকুরধারে হাজির হতাম আমরা দলে দলে ।

আবার যখন গলি দিয়ে পাঠশালাতে যেতে
 ফেরিওলা চুড়ি নিয়ে হাঁকত ছপুরেতে,
 তখন মোরা সঙ্গী হয়ে যেতাম তোমার সনে,
 টাঁপাগাছে ডাকত ঘুঘু,—নাই কি তোমার মনে ?

বাবার মত বড় হবার বড়ই ছিল আশা,
 তাক লাগাবে সকল জনে ভেবেছিলে খাসা,
 তুমি কিন্তু বাবার মত হ'লে না আর বড়,
 রইলে শিশু, যতই আশি বছরেতেই পড়।
 বন্ধু রবি, তোমার নাকি বয়স হ'ল আশি ?
 মোদের কাছে শিশু তুমি রইলে বারোমাসই।
 বুড়া ব'লে তোমায় মোরা ভাবতে পারি না যে,
 তোমার আসন রইল স্থায়ী মোদের আসর-মাঝে।

তুমি শিশু চির-কিশোর, বন্ধু তুমি জানি,
 শিশু বুড়া সবাই করে তোমায় টানাটানি।
 তোমায় নিয়ে টাগ-অব-ওয়ার চলছে দিবারাতে,
 জানি কেহ পারবে না ভাই মোদের দাবীর সাথে।

বন্ধু রবি, শিশু কবি, বিজ্ঞা তোমার খুবই,
 শুনতে তো পাই কাদের নাকি করলে 'নৌকাডুবি'।
 কাদের 'চোখে বালি' দিয়ে ঝরিয়ে দিলে ধারা,
 'শিশু ভোলানাথে'র দলে করলে যে 'খাপছাড়া'।

ছুঁছুঁমিতে দেখছি তুমি মোদের মতই পাকা,
 তবে কেন 'বুড়া' বলেন বাবা জ্যাঠা কাকা ?
 বন্ধু রবি, তোমার বয়স আশি বছর নাকি ?
 আমরা জানি—আটের পিঠে শৃণ্ণটি যে ফাঁকি !

আশির থেকে অনায়াসে শৃণ্ণটি বাদ দিয়ে
 আট বছরের সঙ্গী মোরা করব তোমায় নিয়ে।
 শুনতে তো পাই জগৎ-জোড়া তোমার খ্যাতি আছে,
 তুমি কিন্তু শিশু হয়েই রইবে মোদের কাছে।

‘নোবেল পুরস্কারে’ তোমায় পূজলো বিদেশভূমি,
মোদের প্রেমের পুরস্কারে রইলে বাঁধা তুমি ॥

শ্রীপঞ্চমীর ভোর

চতুর্থী রাত শেষ হয়ে এলো, কাটে আধারের ঘোর,
বাংলার বৃকে ধীরে ধীরে জাগে শ্রীপঞ্চমীর ভোর ।
পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়ে যায় শিশুদের জাগরণ,
তার সাথে সাথে জেগে ওঠে আজ আমারো কিশোর মন ;
ফেলে-আসা সেই অতীতের দিনে ছুটে যেতে চায় প্রাণ,
মনে জাগে সেই ভুলে-যাওয়া স্মৃতি, আনন্দে মহীয়ান ;
মনে পড়ে সেই অতি মধুময় দিনগুলি অতীতের,
চঞ্চল মন, চল্ চল্ ফিরে ফেলে-আসা পথে ফের ।
স্বপ্নের রচা স্বর্গীয় সেই উৎসবময় পুর,
সেই অঞ্চলে মোর মন চলে আনন্দভারাতুর ।
শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে আজিকে ভুলেছি বর্তমান,
ছেলেবেলাকার মধু-এলাকার পাই যেন সন্ধান ।

মনে প’ড়ে যায়, যাতে ঘুম নাই, উসখুস করে মন,
প্রথম কাকের ডাকের শব্দে তাড়াতাড়ি জাগরণ ।
দলাদলি ভুলে গলাগলি করি’ ছুটেছি ছেলের দল,
খালি পায়ে চলি, গায়েতে জড়ানো চাদর ও কস্থল ।
কার বাগানেতে অতসী ফুটেছে, দোপাটি গন্ধরাজ,
চুপে চুপে ভোরে পাঁচিল ডিঙিয়ে চুরি ক’রে আনি আজ ।
তখনো আকাশে আঁধার জড়ানো, ছড়ানো কুহেলীজাল ।
মালী ও মালিক ঘুমে অচেতন, কে করিবে গালাগাল ।

ভোরের আকাশে আলোর আমেজ ক'রে ওঠে ঝলমল,
 শাখায় শাখায় সুরু হয়ে যায় পাখীদের কোলাহল ;
 শতক পাখীর চেনা-চেনা সুর কানে আসে অনিবার,
 কোকিল পাখীর প্রথম কাকলি শুনিলাম মাঝে তার !
 বহুদিন পরে শুনি কোকিলের আকুল-করা সে গীত,
 সেই ডাকে যেন পেলাম প্রথম ফাগুনের ইঙ্গিত ।
 ফুটি-ফুটি করে পলাশের ফুল, উঠি ডালে ডালে তার,
 জড়ো করি ফুল, রাঙা তুল তুল, শোভায় চমৎকার ।
 উচুনীচু ডাঙা, মাঝে মাঝে ভাঙা, তার পাশে শর-বন,
 সেই শর তুলে নিয়ে আসি মোরা আনন্দে নিমগন ।
 পূজার আগেতে কুল খেতে মানা, কুলতলা দিয়ে যাই ;
 জিভে জল যেন জ'মে ওঠে যত কুলের গন্ধ পাই ।
 ঘাসে জ'মে আছে রাতের শিশির, পথটি পিছল রয়,
 পা-টি টিপে টিপে হাঁটি সাবধানে, আছাড় খাবার ভয় ।
 মনে পড়ে সেই নদীর চড়ার শালিখ পাখীর দল,
 শালুক ফুলের মধু খেতে এসে করে শুধু কোলাহল ;
 হাততালি দিয়ে শালিখ তাড়াই, পালায় পাখীর কুল,
 তুলে নিয়ে আসি মায়ের পূজায় শালুক পদ্মফুল ।

আলোছায়া-মাথা আঙিনায় ঝাঁকা বিচিত্র আলিপন,
 বিছাদায়িনী বাণীর পূজার হ'ল সেথা আয়োজন ।
 বাসন্তী-রং শাড়ি-পরা যত কচি মেয়ে অবিরল,
 তুলতুলে তারা ফুল তুলে আনে চুল খুলে দলে দল ।
 আজ পড়া নাই, কোনো তাড়া নাই, পাড়া জুড়ে হৈ চৈ,
 পড়ুয়ারা আজ বেপরোয়া হ'ল ছুঁতে নাই আজ বই ।
 গুরুজন আজ দেবে নাকো বাধা, পড়াশোনা নাই আর,
 বই যদি ছুঁই বকুনি লাগায়, বিপরীত ব্যবহার ।

সারাটি বছর পড়ার জন্তে যারা শুধু ধরে খুঁৎ,
আজ বই ছুঁলে, তারা তাড়া দেয়,—এষে অতি অদ্ভুত !

শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে আজিকে মনে প'ড়ে যায় মোর,
রাঙা-রোদ-ভরা আঙিনার মাঝে আসর জমেছে জোর ।
পূজার ক্ষণটা, কাঁসর-ঘণ্টা, বাজে ঘন ঘন শাঁখ,—
পুরুতের আজ ফুরসৎ নাই, ঘরে ঘরে তার ডাক ।
ধূপের ধোঁয়ায় ধুনোর গন্ধে ভরপুর অঙ্গন,
মহা সমারোহে মায়ের পূজার হইয়াছে আয়োজন ।
ফুল তুলে এনে স্নান সেরে মোরা জুটেছি ছেলের দল,
তাড়াতাড়ি ক'রে অঞ্জলি দিতে প্রাণ বড় চঞ্চল ।
এতখানি বেলা খালিপেটে আছি, কেউ কিছু নাহি খায়,
নাড়ু ও মোয়ার মিষ্টি গন্ধে ক্ষিধে যেন বেড়ে যায় ।
তবু সে উপোসে কত আনন্দ জানে তাহা শিশুগণ,
অঞ্জলি দিতে চঞ্চলি ওঠে যত কিশোরের মন ।
সরস্বতীর পূজা যেন শুধু শিশুদেরই উৎসব,
উৎসাহে তারা ভুলে যায় আজ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সব !

ঘরে ঘরে আজ বাণীর পূজায় সাড়া জাগে বাংলায়,
বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে, অঞ্জলি দিবি আয় ।
মায়ের পায়েতে ফুল দিয়ে তোরা ধরু সবে এই গান—
“বিদ্যাদায়িনী, জ্ঞান ও বিদ্যা কর মা মোদের দান ।”
মায়ের প্রসাদে দূর হয়ে যাক অবিদ্যা-আধিয়ার,
জ্ঞানের আলোকে সোনার বাংলা হামুক পুনর্বার ॥

আকাশ-প্রদীপ

আঁধারের মাঝে জ্বলে আকাশ-প্রদীপ,
আলোকের ফুটকুরি, আগুনের টিপ !

ঝিমঝিমে সঙ্ক্যায়,
হিম্ ঝরে বন্ গাঁয় ;

ঝাউ-বনে ঝুমঝুমি বাজে ঝুম্ ঝুম্ ;
আকাশ-প্রদীপ জ্বলে, আকাশ-কুসুম ।

ঝি ঝিঁর ঝাঁঝর বাজে, বেজে যায় শাঁখ ।
আরতির দীপ জ্বলে জোনাকির ঝাঁক ;

আঁধার সৌদল-ঝাড়
কঁপে ওঠে অনিবার,

আকাশ-প্রদীপ ওই দোলে ছল্ ছল্,
আশমানে লটকানো নটকোনা ফুল ।

তালগাছে আলগোছে পাখা কে দোলায় ?
কলরব করে কারা ছাতিম-তলায় ?

দেখি চেয়ে বার বার,
আবছায়া চারধার,

আঁধারে ঢেকেছে ওই মাদারের ঝোপ,
আকাশ-প্রদীপ যেন আলেয়ার ছোপ ।

চাদর জড়িয়ে বসি আঁধার দাওয়ায়,
কাঁপন ধরেছে তাই হিমেল হাওয়ায় ;

খাল-জলে ঝল্‌মল্
ছায়া কাঁপে চঞ্চল,

আকাশে তারার দল কঁপে হয়রান,
আকাশ-প্রদীপ যেন আলোর নিশান ।

ঝুরো বটগাছ-তলে ডাকিছে শিয়াল,
 ডানা ঝটপট করে বুনো হরিয়াল ;
 আধার-নিঝুম গ্রাম,
 নাই কোনো ধুমধাম,
 আকাশ-প্রদীপ শুধু ছলিছে হাওয়ায়,
 আধারের চোখ যেন মিটিমিটি চায় ।

আকাশ-প্রদীপ জ্বলে, দেখিস নি তুই ?
 খুঁটিতে জড়ানো যেন রঙীন হাউই ;
 উল্কি সে উল্কার,
 নাহি যেন ভুল তার,
 আগুনের ঘুড়ি যেন উড়িতে এবার
 লগিতে জড়িয়ে গেছে সূতোখানি তার ॥

শীতের সকাল

আবছায়া চারিদিক, ঝাপসা নিঝুম,
 পউষের ভোরবেলা—ভেঙে গেল ঘুম ।
 উষার ছ্যারে এক তুষারের ঢেউ
 কখন পড়েছে ভেঙে, জানে না তা কেউ ।
 ঝিমঝিমে হিম-হাওয়া বয় বার বার,
 দিকে দিকে বাজে যেন শীতের সেতার ।
 অশথগাছের ফাঁকে অতি মনোহর
 মিঠে রোদ বেঁকে পড়ে দাওয়ার উপর ;
 জড়সড় দেহ মোর,—বড় শীত ভাই,
 রোদ-ছাওয়া দাওয়াটায় বসি এসে তাই ;
 দূরে দেখি ফাঁকা মাঠে আলো ঝলমল,
 শালিখের ঝাঁক সেথা করে কোলাহল ।

ছোট টুনটুনি পাখী কাতর বেজায়,
 ভিজ়ে ঘাসে কি যে খোঁজে, শরীর ভেজায় ।
 কে ডাকে করুণ সুরে—শুনিস্ না তুই ?
 খাবার খুঁজিয়া ফেরে চপল চড়,ই ।
 বখরা লইয়া যত ঝগড়াটে কাক
 ঘরের খড়ের চালে করে হাঁকডাক ।
 আমাদের ছোট দীঘি ঐ দেখা যায়,
 চিক্‌চিক্‌ করে জল রোদের আভায় ;
 ফোটো-ফোটো ছোট-ছোট শালুকের ফুল,
 পাতায় শিশিরকণা করে টুলটুল ।
 শীত শীত, বড় শীত,—শরীর কাঁপায়,
 দাওয়ায় পড়েছে রোদ, বসেছি সেথায় ।
 নদীটির একপাশে মোদের কুটির,
 তার ধারে ছোট ক্ষেত মটরশুঁটির ;
 ভিজ়ে-ডানা প্রজাপতি আসে আর যায়,
 থর্ থর্ কাঁপে যেন হিনেল হাওয়ায় ।
 হিমে-ভেজা ছুনিয়াটা করে ছল্ ছল্ ;
 কখন নেমেছে জানি হিমের বাদল !
 ভিজ়ে মাঠ, ভিজ়ে ঘাট, শিশির শীতল,
 ভিজ়ে ভিজ়ে পথখানি হয়েছে পিছল ।
 করবীগাছের ডালে রোদ স'রে যায়
 শালিখের ছোট ছানা পালক শুকায় ।
 এখনো সুদূরে দেখি মেলিয়া নয়ন—
 ধোঁয়া আর কুয়াশার গাঢ় আবরণ ।
 পউষের মিঠে রোদে বসেছি দাওয়ায়,
 নলেন গুড়ের পিঠে খাবি কে রে আয় ॥

নব-বৈশাখে

বৈশাখে আজ ঐ শাখে ছাখ্
 ফুটলো রঙের ফুলঝুরি
 দোল দিয়ে যায় আলতো বাতাস,
 হাতছানি দেয় লালচে আকাশ,
 স্বপন-লোকের পাচ্ছি আভাস—
 আজকে সকল দিক জুড়ি' ।
 ফুটলো রঙের ফুলঝুরি ।

বৈশাখে আজ বই রেখে আয়
 বৈঠা হাতে ধর্ চেপে,
 চল্ চ'লে যাই মাঝ-দরিয়ায়,
 শ্রীতির রঙে প্রাণ ভরি আয়,
 খুশির নেশায় গান ধরি আয়,
 সবাই মিলে যাই ক্ষেপে ;
 বৈঠা হাতে ধর্ চেপে ।

নদীর ওপার অধীর হ'ল
 আবীর-গোলা রঙ মেখে,
 ঝর্না ঝরে সোনার আলোর,
 রংমশালের রঙীন ঝালর
 ছলিয়ে দিয়ে আজ হ'ল ভোর,
 জানিয়ে দিল সঙ্গে কে ?
 সাজলো ধরা রং মেখে ।

শব্দ বাজে পাখীর গলায়,—
 শব্দচিলের কণ্ঠেতে,

আসলো আজি মনোহরণ,
 রঙীন গড়ন নবীন ধরন,
 আমরা তারে করব বরণ,
 উঠছে রে তাই মন মেতে ;
 গান ওঠে আজ কণ্ঠেতে ॥

আমার চোখে ঘুম নামে আজ
 আমার চোখে ঘুম নামে আজ
 ঘুম্ভি নদীর মাঝে,
 নৌকা আমার চলছে উজান
 বৈশাখী এক সাঁঝে ।
 ঘুম্ভি নদীর মাঝে ।

ঘুম আসে মোর নয়ন ছেয়ে,
 জড়িয়ে আসে আঁখি,
 আঁধার নামে ছ'ফুল ছেয়ে,
 রাতের নাহি বাকি ।
 জড়িয়ে আসে আঁখি ।

অলস হাওয়া হাই তুলে যায়,
 ঢেউ তুলে যায় জলে,
 তারই মাঝে ছপছপিয়ে
 নৌকা আমার চলে ।
 ঢেউ ওঠে আজ জলে ।

আঁধার হ'ল বাইরে ভুবন,
সন্ধ্যা এলো ছেয়ে,
স্বপন-পুরে চলছি আমি
ঘুমের খেয়া বেয়ে ।
সন্ধ্যা এলো ছেয়ে ।

অনেক দূরে স্বপন-পুরে
এবার দেব পাড়ি,
কালোর জগৎ ছেড়ে যাব
আলোর দেশের বাড়ি ।
এবার দেব পাড়ি ।

আলোর দেশে নাই কোনদিন
অন্ধকারের ভীতি,
নাই সেখানে বেসুরো সুর,
ছন্দ-হারা গীতি ।
নাই আঁধারের ভীতি ।

আনন্দ আর শান্তি সেথায়
নিত্য বিরাজ করে,
অমৃতেরই স্বাদ পাওয়া যায়
অস্তুরে অস্তুরে ।
শান্তি বিরাজ করে ।

আয় রে আমার ঘুম নেমে আজ
ঘুম্ভি নদীর মাঝে,
গোলমেলে এই ভুবনটাতে
ফিরতে চাহি না যে,
কোলাহলের মাঝে ।

বাহির-জগৎ আঁধার হ'ল,
 ঘনিয়ে এলো রাতি,
 উঠলো জ্বলে এবার আমার
 স্বপন-পুরীর বাতি ।
 ঘনিয়ে এলো রাতি ।

ঘুম-ভরা সেই নিঝুম দেশে
 চলেছি নির্ভয়ে,
 থাকব সেথা কিছুটা কাল
 আনন্দময় হয়ে ।
 চলেছি নির্ভয়ে ।

শান্ত-সাঁঝে নৌকা আমার
 চলছে ভেসে ভেসে,
 অন্ধকারে ঘুমিয়ে এবার
 জাগব আলোর দেশে ।
 চলেছি তাই ভেসে ॥

সাঁওতালদের বস্তুতে

আসবি কি তুই আমার সাথে সাঁওতালদের বস্তুতে ?
আয় তা হ'লে, কিন্তু আমায় পারবি না ভাই দোষ দিতে ।

বন-নিরালায় পাহাড়তলায় সাঁওতালদের আস্তানা,
উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ, পীচ-ঢালা সে রাস্তা না ।

নাই সেখানে অট্টালিকা, বিজ্জলীবাতি জ্বল্জ্বলে,—
জংলাপথে সাঁঝ-সকালে পাহাড়ীদের দল চলে ।

ভদ্রলোকে যায় না সেথা, যায় না সেথা সভ্য যে,
নয়ন-মনের চটক্দারী নাইকো কোনো দ্রব্য যে ।

জংলা গাঁয়ে জংলী থাকে পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলে,
আমার মত জংলী যারা তাদের হোথায় মন চলে ।

ঐ দেখা যায় পল্লী তাদের জংলা-দেবীর অঙ্গনে,
শহর ছেড়ে ঐ নিভূতে, আয় রে, আমার সঙ্গ নে ।

ঐ শোনা যায় মাদল বাজে, আছল গায়ে বাচ্চারা
হল্লা করে নদীর ধারে, আজ যে মায়ের কাছছাড়া ।

আজ যেন কোন্ মহোৎসবে মাতলো ওরা গ্রামবাসী,
বাজছে ঢোলক, বাজছে মাদল, বাজছে অবিরাম বাঁশি ।

ঐ মেয়েরা কাল্চে চুলে লাল্চে ফুলের সাজ প'রে,
মাদল বাঁশির তালের সাথে গান করে আর নাচ ধরে ।

স্মৃতি ওদের উছলে পড়ে ; শিশুর মত সরল তো,
তৃপ্তি ওদের নাশ করে না কৃত্রিমতার গরল তো ।

আমার আছে সাঁওতালদের ছেলে মেয়ে বৌ চেনা,—
সর্বনাশী প্রলয়-বাঁশি ওদের কানে পৌঁছে না ।

কারুর কিছুই ধার ধারে না, ছঃখ নেই একরত্তি তো,
খাওয়া-পরার জগ্গে কারুর মুখ চাহে না, সত্যি তো ।

স্বাস্থ্য ওদের অনিন্দ্য আর মনের সুখও অনন্ত,
 ওদের ঘরে শান্তিটুকু কেউ করে না হনন তো ।
 কোনো কিছুই অশান্তি নেই সাঁওতালদের বস্তুতে,
 ছনিয়া যাক্ জাহান্নামে, ওরা যে রয় স্বস্তিতে ॥

আলোর দেশে চল্ উজান

বৈশাখে আজ নতুন আলোয় নতুনতর গাইব গান,
 মোদের ভেলা ছুটিয়ে দেব, আলোর দেশে জোর উজান ;

নিত্য যেথা আলোর খেলা,
 সেই দেশে আজ ভাসাই ভেলা,
 যেথায় শুধু হাসির মেলা,

খুশির যেথা ডাকছে বান ; আলোর দেশে চল্ উজান ।

ছাড়ব এবার অন্ধপুরী, দ্বন্দ্ব-ভরা এই ভুবন,
 ছন্দহারা এই জগতে থাকতে যে আর চায় না মন ।

মানুষ রূপে জন্ম নিয়ে
 এগিয়ে যেতে যাই পিছিয়ে,
 সর্বনাশের গরল পিয়ে

হাঁপিয়ে যে আজ উঠছে প্রাণ ; আলোর দেশে চল্ উজান ।

চেতন-হারা নই আমরা, উড়াই রঙীন মন-ফানুস ;
 আমরা মানুষ পুরোপুরি, নইকো মোরা বন-মানুষ ।

চাই না মোরা দেব্ তা হ'তে,
 মানুষ হব এই জগতে,
 দলব কাঁটা, চলব পথে,

নবীন ঝোরায় করব স্নান ; আলোর দেশে চল্ উজান ।

দলাদলির কাদায় মোরা লুটিয়ে দেব প্রেম-কুসুম,
কোলাকুলির পরশ দিয়ে ছুটিয়ে দেব মলিন ঘুম।

বৈশাখে আজ নবীন প্রাতে

ধরব সবাই হাতে হাতে,

ভগবানের আশীর্বাদে

ঘুচবে সকল অকল্যাণ ; আলোর দেশে চল উজান ॥

বাদল-মাদল

এলো ঝড়-বাদল ধর মাদল গান বাজা,
ধর তান বাঁশির,— গ্রাম-বাসীর প্রাণ তাজা।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

ওই বাঁশ-ঝাড়ে শ্বাস ছাড়ে কোন্ বাতুল ?
তার নিশ্বাসে ফিস্ফাসে মন আকুল।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

ওই গ্রাম-কোণে আম-বনে শব্দ শোন,
আজ ঝঞ্জাতে মন মাতে স্তব্ধ মন।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

নাহি রাশ মানে আশমানে মেঘ চপল—;
ওঠে ধান-ক্ষেতে গান-মেতে ভেক সকল।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

কে রে মর্মরি' বরুঝরি' বন কাঁপায়।
বহে পূব বাতাস, খুব সাবাস, মন মাতায়।
(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

ওই ঝুমকো ফুল চুম্বলো ধূল, ফুল ঝরে,—
ডাল মটুকালো ছটুকালো, ধূল ওড়ে ।

(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

এলো ঝড়-বাদল— বর্ষাজল ঝরছে রে—
এলো ঝড়-বাদল ঝর্না-তল ভরছে রে ।

(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

আরো ঝড় জাগে— ডর লাগে ? ডর কি তোর !
আরে ঈস্ পাগল, দিস্ আগল— ঘর ভিতর !

(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

এলো বাদলা ঘোর ; পাগলা, তোর কোন্ রে কাজ
ওই সুর সুরু ঝুর ঝর শোন্ রে আজ

(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

সুরু শাল-বনে তাল-বনে বাদলা-ঝড়,
আজ বৈকালে ঐ তালে মাদলা ধর ।

(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা)

গা রে দিল্ খুলি' ; বিলকুলি প্রাণ তাজা
তোরা গান বাজা গান বাজা গান বাজা ।

(মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ ধিন্ তা...)

বাঁশি—তু-আ-তু, তু-আ-তু, তু-তা-তু...)

পথ-চলার গান

[সাঁওতালী ভাবে]

তাজা প্রাণে মাদল বাজা উদাস ছুপুরে,
 বিমায় কে হয় এই অবেলায় দাওয়ার উপরে,—
 বাজা বাজা মাদল বাজা,
 আজকে মোরা গানের রাজা—
 ‘ঝুমুর ঝুমুর’ বাজবে ঘুঙুর পায়ের নূপুরে ;
 বাজা বাজা মাদল বাজা,
 আজকে মোরা গানের রাজা ।

রইব না আজ চুপটি ক’রে একলা কুটিরে,
 মাঠের বাঁকা পথটি ধ’রে চলব ছুটি’ রে—
 মটর ক্ষেতের মধ্য দিয়ে
 চলব মোরা হনহনিয়ে—
 মুঠো মুঠো তুলব ক্ষেতের মটর-গুঁটি রে ।
 বাজা বাজা মাদল বাজা,
 আজকে মোরা গানের রাজা ।

আকুল কোকিল ঢালবে অটেল গানের সুধা রে,
 ‘সুন্সুনিয়া’র হৃদে কুসুম ছলবে ছ’ধারে—।
 আমরা ছ’জন উঠব মেতে,
 চলব পথে উল্লাসেতে
 ভুলব মোরা বিন্‌কুলি আজ পিয়াস-সুধা রে ।
 বাজা বাজা মাদল বাজা,
 আজকে মোরা গানের রাজা ।

চলব মোরা ছল্কি চালে আন্তো চরণে,
 হৃদে কাপড় আঁট ক'রে ভাই থাকবে পরনে,
 দূরে—দূরে গগনতলে
 দিনের চিতা উঠবে জ্বলে—
 পান্টা সুরে গান গা'ব ফের নতুন ধরনে ।
 বাজা বাজা মাদল বাজা
 আজকে মোরা গানের রাজা ।

সাঁঝের প্রদীপ উঠবে জ্বলে সকল কুটিরে,
 ফিরবে সবাই, ফিরব না আর আমরা ছুঁটি রে ;—
 সূর্যি মামা অস্ত যাবে,
 অন্ধকারে পথ মিলাবে,
 আমরা তবু চলব ছুঁটি গুটি-গুটি রে ।
 বাজা বাজা মাদল বাজা,
 আজকে মোরা গানের রাজা ।

বন-মেহেদীর জংলা গাছে ডাকবে পাপিয়া,
 ওই সুরে ফের জাগবে গীতি পরান ছাপিয়া ;
 ঝাপসা নিঝুম নদীর ধারে
 চলব রে ঐ নীল পাহাড়ে—
 আ মোলো, তোর চলতে চরণ উঠছে কাঁপিয়া ।
 বাজা বাজা মাদল বাজা,
 আজকে মোরা গানের রাজা ।

(মাদল—ধিতাং ধিতাং তুরুর ধিতাং.....)
 বাঁশি—তুতু-তু-আ তু-উ-উ-উ.....)

পূজার বাজার

আজি এই	পূজার দিনে,
যা খুশি	আনতে কিনে
মা দিলেন	পয়সা আমার,—
নিয়ে তাই	রাস্তা চলি—
আমি আজ	কৌতূহলী
কি কিনি	ভাবছি তা ঠায় ।

বাজারে	গেলাম চ'লে—
দেখি ভাই	সদল-বলে
কত লোক	করছে বাজার,—
কত কি	কিনছে আসি'—
খেলেনা	পুতুল-বাঁশি,
কত সব	হাজার হাজার ।

কেহ বা	কিনছে সরেশ
বুঁদিয়া	ক্ষীর দরবেশ—
কত কি	কিনছে মিঠাই ;
আমারে	সামনে দেখি'
দোকানী	বলছে হেঁকে—
'বাবু-সা'ব,	তোমার কি চাই ?

কি কিনি	ভাবছি আমি,
কত কি	সস্তা দামী,
দেখে' সব	চক্ষু ধাঁধায় ।
ঝামঝাম্	বাজছে কাঁসর,

জমেছে
আবেগে

মায়ের আসর,
গড় করি মা'য় ।

ও পাড়ার
কিনেছে
আমারে
বোঁ ক'রে
নিমেষে
দেখে' সব

হাবুল গান্ধুশ
লাটু ফানুস,
দেখায় এসে ।
লাটু ঘুরায়,
ফানুস উড়ায়,
মরছে হেসে ।

অদূরে
সকরণ
রয়েছে
মিনতির
বলে সে
'বাবু, দে

একটি ছেলে—
চোখটি মেলে—
মুখটি নীচু ।
কাঁদন সুরে
হাতটি জুড়ে'
ভিক্ষে কিছু !

সারাদিন
ছ' মুঠি
মরি যে
আহা, তার
আঁখি-জল
কথা তার

খাইনি যে গো—
ভিক্ষে দে গো,
ক্ষুধার জ্বালায়—'
শরীর কাঁপে,
নয়ন ছাপে,
কাঁপছে যে হায় ।

গায়ে তার
অঝোরে

ছিন্ন বসন,
ঝরছে নয়ন,

মেখেছে
দেখে তাই
আমি তার
দিবু তায়

পথের ধূলি ;
ভিড় ঠেলে, ভাই,
সামনেতে ষাই ;
পয়সাগুলি ।

কিনে আজ
যেটুকু
সেটুকুর
আজি এই
যা প্রীতি
আহা, তার

খেলনা শত
স্মৃতি হ'ত
মূল্য কি ভাই ?
ক্ষুদ্র দানে
জাগছে প্রাণে,
মূল্য যে নাই !

শুনে মা
'ওরে, তুই
এ কথা
পুলকে
ওরে তুই
পেয়েছি

উল্লাসে কয়—
আমার তনয়—
ভাবতে মনে
বুক ভ'রে যায়
আয় বুক আয়,
শুভক্ষণে ॥'

ভোম্‌রায় গায়

শোন্ ওই—গুন্ গুন্
 ভোম্‌রায় গায়—
 ওলো গুলবিবি, ফুলরানী
 তোমরা কোথায় !
 শোনো ভোম্‌রায় গায় ।
 ঘুরে' দারু-বীথিকায়
 তারা চারু গীতি গায় ।
 ওই গুঞ্জন ভেসে আসে
 হাওয়ায় হাওয়ায় ।
 শোনো ভোম্‌রায় গায় ।

পউষ-উষার আজ হিম বুঝেছে—
 তারা ঝিম-লাগা নিম ফলে মৌ ছুঁড়েছে—
 তারা গান জুড়েছে ।
 তারা ঘুম ভাঙালো,
 মহা ধুম লাগালো,
 স্নেহে চুম খায় ঘুম-যাওয়া
 বুমকো গাঁদায় ।
 শোনো ভোম্‌রায় গায় ।

গগনের গায় লাল ছোপ লাগে নি,
 ওরে তুলু তুলু চোখ কার—ঘুম ভাঙে নি ।
 কার ঘুম ভাঙে নি !
 পাস গীতের আভাস ?
 বয় শীতের বাতাস.

আসে হাসনা-হানার বাস
হাওয়ায় হাওয়ায় ।
ওই ভোম্‌রায় গায় ।

জাগো জাগো ফুলরানী, ঘুমাস্‌ নে লো,
ছাখ্‌ তোর দোরে আজ ভোরে অতিথি এলো,
ওই অতিথি এলো ।

তারা ভৈরবী গায়,
তোরা কৈ র'বি, হায়—
আহা খোঁজাখুঁজি ক'রে বুঝি
ফিরে চ'লে যায় ।
শোন ভোম্‌রায় গায় ।

ঝর্ ঝর্ ঝরে মৌ মউয়া-বনায়,
তাই মৌমাছি লুটে নেয় কণায় কণায়
নেয় কণায় কণায়,

কে রে জর্দা ভোরে
নীল পর্দা তোড়ে ।
ওই রং জাগে গগনের
নীল পর্দায়,—
শোনো ভোম্‌রায় গায় ।

শোনো ভোম্‌রায় গায় ।
ওই পুষ্পে লতায়
তার মধু-গুঞ্জন
হরে প্রাণ মন ;

যেন ওস্তাদে গায়,
 বীণে মীড় খেলে' যায় ।
 তারা নৃত্য করে
 তাতে চিত্ত হরে,
 তার প্রাণে কি আশা ?
 চির মৌ-পিয়াসা !
 ফুলে তাই ছুটে যায়,
 ছলে' আনন্দে মৌ লুটে'
 পিপাসা মিটায় ।
 আর গুন্ গুন্ এস্তার
 গুণ তার গায় ।
 সাথে রুম্ রুম্ রুম্ রুম্
 ঘুঙুর বাজায়,
 শোনো ভোম্‌রায় গায়,
 শোনো ভোম্‌রায় গায় ॥

চৈতী-সাঁঝে

বাবলা-বনে চাঁদ উঠেছে

চৈতী-সাঁঝে রে,

পাতায় পাতায় রিমি-রিমি

সেতার বাজে রে :

চাঁদ উঠেছে চাঁদ,—

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে আলোর আশীর্বাদ ।

বাবলা বনের একটি কোণে

আগুন লেগেছে,

চকোর ছিল অঘোর ঘুমে,

হঠাৎ জেগেছে ;

চাঁপার ডালে—শোন্—

কাঁপা-গলায় কোকিল ডাকে, আকুল হ'ল মন ।

আকাশ বেয়ে আসলো নেমে

জ্যোৎস্না এবারে,

রোশ্‌নায়ে রাত উজল হ'ল,

বোস্‌ না এ ধারে ;

আমার দাওয়ায় আয়—

হাওয়ায় হাওয়ায় দেখবি কেমন প্রাণ জুড়িয়ে যায় ।

ঝোপের তলে জোনাক-মেয়ের

প্রদীপ জ্বলেছে,

বাঁশের ঝাড়ে ঝিঁঝির ঝাঁঝর

বেজেই চলেছে ;

বাতাস বয়ে যায়,—

খানের ক্ষেতে গান জেগেছে, শুনবি যদি আয় ।

আলপনা কে আঁকলো আজি
 বাবলা-তলেতে,
 শাপলা-বনে কাঁপছে আলো
 দীঘির জলেতে ;
 চৈতী-সাঁঝে, ভাই,
 আলোর ঝোরায় ভরলো ভুবন, দেখছি ব'সে তাই ॥

সোনার ছবি

সবুজ ঘাসের জাজিম পাতা নদীর কূলে কূলে,
 ঘেসো ফুলের চুম্বকি তাতে কাঁপছে ছলে ছলে ।
 ভোরের বেলা আলোর মেলা,
 আকাশ জুড়ে রঙের খেলা,
 আলোর হোলি খেলছে কে ঐ আবীর গুলে গুলে ?
 রাতের আঁধার দূর হ'লে রে
 বা'র হয়েছি সোনার ভোরে,
 হাসছে আলো নীল-আকাশের
 ছয়ার খুলে খুলে ।
 বুরু বুরু বাতাস চলে,
 ঢেউ ওঠে তায় নদীর জলে,
 সোনার স্বপন দেখছে নদী, উঠছে ফুলে ফুলে ।

কচি কোমল সবুজ ঘাসে
 ফড়িং ওড়ে রাশে রাশে,
 ঘেসো ফুলে বসতে ভোমর পড়ছে ঢলে ঢলে ।
 বটের শাখে, অশথ গাছে,
 বাঁশের ঝাড়ে নদীর কাছে—

আসর জমায় পাখীর দলে কূজন তুলে তুলে ।
 বন-মালতীর বাস ছুটেছে,
 বুমকো-লতায় ফুল ফুটেছে,
 তারই লতায় প্রজাপতি নাচছে ঝুলে ঝুলে ।
 কোন্ সে মহান্ শিল্পী-কবি
 ফুটিয়ে তোলেন সোনার ছবি ?
 প্রণাম করি তাঁরেই আমি সকল ভুলে ভুলে ॥

আষাঢ়ে ভাসা রে তরী

গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ শোন্ সুর গস্তীর,—
 অশ্বরে অশ্বরে গর্জায় কোন্ বীর ?

আষাঢ়ের দিবসে,—
 থাকি আর কি ব'সে ?
 চল্ যাই গাং-ধারে, বর্ষার ধর্ সুর,
 নতুন জলের ঢলে গাং আজ ভরপুর ।

ধারাজল ঝরে যে,
 মাঠ-ঘাট ভরে যে,
 থৈ থৈ করে জলে ঐ, ঐ প্রাস্তর ;
 হল্লাতে জাগে বুঝি মল্লারে গান তোর ?

চল্ নদী-কূলে রে,—
 ঢেউ ওঠে ছলে রে ;
 বাহুলে বাতাস এসে নদীজলে পাক খায়,
 ছল্ছল্ নাচে জল বুঝি তারি ধাক্কায় ?

ভারি মজা আজি রে,
 কোথা গেল মাঝি রে ?
 বুর্ বুর্ জল ঝরে, মেঘ ডাকে গুর্ গুর্,
 ভরা-গাঙে তরী বেয়ে মোরা যাব দূর দূর ।

চ'লে যাব সুদূরে,—
 যেথা করে ধু-ধু রে
 নদীর মোহানা ঐ, নিরালা সে অঞ্চল,—
 আঘাটে ভাসা রে তরী, মন আজি চঞ্চল ॥

অতসী

অতসী ফুটেছে বন-কোণায়,
 খোঁজ রাখে তার কোন্ জনায় ?
 দোল্ দোল্ দোল্ দিনে রাতে
 ছলে ছলে সারা নিরালাতে ;
 অভিমানে মরে কাঁদিয়া রে,
 মুদে আসে আঁখি আঁধিয়ারে ।
 মধু নেই তার নেই বাহার,
 বাতাসে মিলায় শ্বাস তাহার ।
 মাঝ-রাতে যবে চাঁদ জাগে
 সবুজ আলোর বাঁধ ভাঙ্গে—
 অতসী বাতাসে ছলে ছলে
 অবিরাম পড়ে ছলে ছলে ।
 পাতার আড়ালে মুখ ঢাকে—
 হায়, কে তাহার খোঁজ রাখে ?

কবি এসে বলে নতশিরে—
বন-গোপনের অতসীসে—
“অতসী, অতসী, মোছ, আঁখি,
আমি কবি তোর খোঁজ রাখি ॥

আমার ঘরে ভোমরা

জানলা দিয়ে আমার ঘরে
আসলো উড়ে ভোমরা,—
কোন্ বাণী সে নিয়ে এলো,
বলতে পারো তোমরা ?
আসলো ভ্রমর গুণ্‌গুনিয়ে
অবুঝ ভাষায় গান শুনিয়ে,
অবাক্ হয়ে তাকাই আমি,
মুখটি ক’রে গোমরা ;
বুঝতে নারি কোন্ বাণী কয়
উড়ন্ত সেই ভোমরা ।

অবুঝ ভাষায় সবুজ নেশায়
প্রলাপ বকে ঠিক তো,
ডানা ছুটো কোন্ গোলাপের
নির্ধাসে আজ সিক্ত !
হল্‌দে রেণু তাহার পায়ে
আলতো ভাবে রয় জুড়ায়,
গায়েতে তার ফুলের সুবাস
পাচ্ছি অতিরিক্ত ।

ছপুরবেলা আমার ঘরে
ভোমরা এলো ঠিক তো ।

ভোমরা এলো আমার সনে
ভাব জমাতে আজ যে,—
আমায় যেন নিয়ে যাবে
কোন্ সে ফুলের রাজ্যে !
যেথায় হাসে ফুলগুলি রে,
যেথায় গাহে বুলবুলি রে,
সেই সে হাসির গানের দেশে
আমায় নিতে চাচ্ছে ;
ভোমরা আমায় মন-মাতানো
সেই বাণী কয় আজ যে ॥

হারিয়ে গেলাম

ভোরের বেলায় আমি
মাঠেতে এলাম,
কুয়াসা-সাগরে বুঝি
হারিয়ে গেলাম ।

চারিধারে আবছায়া,
এ যেন জাছর মায়ী
গোপনপুরের কোন্
আভাস পেলাম,—
হারিয়ে গেলাম আমি
হারিয়ে গেলাম ।

আমি তো হারিয়ে গেছি
ঘন কুয়াসায়,
মোর সাথে যেন সব
ধরনী হারায় ।

চারিধারে দেখি চাহি—
মাঠ নাহি পথ নাহি,
দৃষ্টি হরিল কোন্
সৃষ্টি-ছাড়ায় ?
হারিয়ে গেলাম আমি
ঘন-কুয়াসায় ।

হারিয়ে গেলাম আমি
হারিয়ে গেলাম,
চেনা এ জগৎ যেন
ছাড়িয়ে গেলাম ।
পৃথিবী ছাড়িয়ে শেষে
এলাম মেঘের দেশে,
হতবাক্ হয়ে সেথা
দাঁড়িয়ে গেলাম ;
হারিয়ে গেলাম আমি
হারিয়ে গেলাম ।

দূরে কোথা পাখী ডাকে,
কথা শুনি কার ?
কানে শুনি, চোখে নাহি
দেখি কিছু আর ।

সব ঢাকা জ'লো চিকে,
 কে ছড়ালো দিকে দিকে
 আবছা উষার পরে
 ঝাপসা তুষার ?
 দূরে কোথা ডাকে পাখী,
 কথা শুনি কার ?

রোদ জাগে, স'রে যায়
 কুয়াসার দিক,
 রাঙা আলো চারি পাশে
 করে ঝিকমিক ।
 পরিচিত ছনিয়া সে
 ফের যেন নেমে আসে,
 কোথাও লুকিয়ে দূরে
 ছিল যেন ঠিক ;
 রোদ জাগে, স'রে যায়
 কুয়াসার চিক ॥

ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যার
 শীতের শেষে আবার হ'ল
 পাখীর গীতের শুরু,
 আবার গুনি কাতার-দেওয়া
 পাতার বুরুবুরু ।
 বাঁধন-হারা বাতাস চলে,
 আঁধার জমে মাদার-তলে,
 অস্ত-রাঙা আকাশে মোর
 মন যে উড়ুউড়ু ।
 শীতের শেষে আবার হ'ল
 পাখীর গীতের শুরু ।

সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা হ'ল,
 গেল ফাগুন-বেলা,
 কাঁসাই নদীর অধীর জলে
 ভাসাই আমার ভেলা ।
 চাস যারা মোর সঙ্গে যেতে,
 উল্লাসে আজ উঠবি মেতে,
 ফুল হাসে ওই ওপার ছেয়ে,
 লাল-পলাশের মেলা ;
 সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা হ'ল,
 গেল ফাগুন-বেলা ।

ছোট্ট আমার ভেলাটি আজ
 চললো ভেসে ভেসে,
 চললো বুঝি কুল ছেড়ে আজ
 নাম-না-জানা দেশে !

ওপার এপার ছু'পার হ'তে
 কি সুর আসে হাওয়ার শ্রোতে,
 মেঘের আড়ে আধখানা চাঁদ—
 উঠলো এবার হেসে
 ছোট্ট আমার ভেলাটি আজ
 চললো ভেসে ভেসে ।

ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়
 বিজন গাঁয়ের মাঝে,
 কোন্ সুদূরের ডাক যেন আজ
 আমার প্রাণে বাজে ।
 তাইতো মাটির বাঁধন কাটি'
 ভাসিয়ে দিলাম এই ভেলাটি,
 উছল জলের উজান ঠেলে
 চলছি ফাগুন-সাঁঝে ;
 ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়
 বিজন গাঁয়ের মাঝে ॥

হলুদ চাঁদ

“বুবুদিদি, তুই চাঁদ দেখেছিস ?”—উমা ডেকে বলে দিদিরে তার,—
ঝিমি ঝিমি সাঁঝে ঝিঁঝির আসরে ঝিমি ঝিমি ঝিমি বাজে সেতার ।
নিঝ্ ঝিম পাড়া,—হিম্‌সিম্‌ লাগে—টিমে হিম-হাওয়া গান শোনায়,
রাঙা চাঁদ-মামা ওই দিল হামা, সাঁঝ-আকাশের এক কোণায় ।
“চাঁদ দেখে যাও,—ইস্‌ কত বড় !” উমা ডাকে—“দিদি, দেখবি আয় !
মহুয়ার ডালে পাতার আড়ালে ওই বুঝি মামা আটকে যায় !”

মা ডেকে বলেন—“উমা, আয় আয়, লাগাস্‌ নে হিম, খেয়ে যা ছুধ ।”
উমা বলে—“মাগো, আগে দেখে যাও,—চাঁদের যে আজ গায়-হলুদ ।
চাঁদা-মামা সে তো তোমারি ভাই মা, তাই মা তোমায় খোঁজে বুঝি,
পৃথিবীর যত বোন আছে তার—আজকের সাঁঝে ফেরে খুঁজি’ ।
—এসো মা দৌড়ে—বুবুদিদি, আয়—চাঁদা-মামা দেয়ে হাতছানি !”
ঝিলিমিলি আলো বিলিয়ে বিলিয়ে মেতে উঠে যেন রাতখানি ।

ধোঁয়া জ’মে আসে এপাশে ওপাশে, কুটিরে কুটিরে জ্বলে আগুন—
জড়োসড়ো হয়ে জমে চারিপাশে চাষাদের ছেলে কেঁপে যে খুন ।
চাষার ছেলেরা গান ধরে আর চাষার মেয়েরা ধরিছে ভুল,—
চাষার মেয়েরা নাচে ছলে ছলে—চাষার ছেলেরা হেসে আকুল ।
সুর ভেসে আসে হাওয়ায় হাওয়ায়, হাসি আর গান শোনা যে যায়,
দাওয়ায় দাওয়ায় গরিব চাষীর স্মৃতি-টানে টানে ডাবা-ছঁকায় ।

দূরে কোথা জানি মাদল বাজে রে—হয় বুঝি কোথা বুমুর-নাচ—
আলোর রসেতে চুর্‌ চুর্‌ হ’ল মহুয়ার শাখা, ডুমুর-গাছ ।
পিছনে আঁধার ডাহিন বাঁ-ধার ফিকে ক’রে আনে হলুদ-চাঁদ,
কালোর ঝালর তুলে ঝল্‌মল্‌ হেসে ওঠে যেন দূরের বাঁধ ।
ঝাউ-শাখা দোলে বায়ু-হিল্লোলে—লাউএর মাচায় আলোর ঢেউ,
এদিকে আঁধার ওদিকে আলোক—এমন দেখেছ তোমরা কেউ ?

চিকন কলার পাতায় পাতায় আলো ঢল্ ঢল্ পিছলে যায়—
 তাই তাড়াতাড়ি সঁতারি' সঁতারি' কাড়াকাড়ি করে সব পাতায় ।
 কাঁথায় জড়ানো ঝয়ের মেয়েটা' তুলে তুলে পড়ে আঙিনাতে,—
 ওরে বুঝি আজ আবেশ লেগেছে, ঘুম ছেয়ে আসে আঁখি-পাতে ।
 বড়দা ও-ঘরে কি জানি কি লেখে, ছোটদা দেখিছে ছবির বই,
 মেজদা দাওয়ায় গান গায় ব'সে—মেজদা এখনো ফেরে নি কই !

মা ব'সে রাঁধেন খিচুড়ি ও ভাজা, বুবুদিদি ভাজে আলুর চপ,
 ঠান্দি ওদিকে মালা নিয়ে ব'সে ইষ্টদেবের করেন জপ ।
 চাঁদার আমেজে বাঁধা প'ড়ে গেছে—ধাঁধাঁয় পড়েছে উমাটা আজ,
 তাই সে লাফায় “আয়, আয়, আয়,”—পউষের হিমে, সারাটা সঁঝ,
 “আধা-আধি চাঁদা উঠেছে এবার—মামার যে আজ গায়ে-হলুদ,—
 ও মা, ছুটে এসো,—যাও, না-ই এলে, কক্ষনো আর খাব না তুধ !”
 ঝিমি ঝিমি সঁঝে ঝিঁঝির আসরে ঝিমি ঝিমি ঝিমি বাজে সেতার—
 “লক্ষ্মীটি দিদি, আয় আয় আয়”—উমা ডেকে বলে দিদিরে তার ॥

কৃষ্ণ-তিথির সন্ধ্যা

আমলকি-বন ধারে ধারে
 বাতাস চলে বারে বারে,
 বন-মেহেদীর ঝাড়ে-ঝাড়ে জোনাক জ্বলে দীপ ;
 এই, থেমে যাও নদীর পাশে—
 কৃষ্ণ-তিথির সন্ধ্যা আসে,
 তাকিয়ে দেখ ঐ আকাশে—সন্ধ্যা-তারার টিপ ।
 থামো, থামো—একটু রোসো
 বালুর চরে একটু বোসো
 ভাই :
 তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার একটু তাড়া নাই !

প্রতিপদের কৃষ্ণ-তিথি,
 এমন তো আর হয় না নিতি,
 প্রাণে যেন জাগছে গীতি,—একটু ধরো গান ;
 দুইজনে আজ বালুর চরে
 বসবো কিছুক্ষণের তরে,—
 জাগবে শশী একটু পরে,—উঠবে মেতে প্রাণ ।
 প্রতিপদের চাঁদ দেখনি ?
 দেখতে পাবে আজ এখনি,
 ভাই ;
 কৃষ্ণ-তিথির প্রথম চাঁদের ওঠার আভাস পাই ।

অঁধার এলো ঘনিয়ে আরো,—
 এবার চেয়ে দেখতে পারো—
 পূবের আকাশ ঐ যে গাঢ় তরল হয়ে যায় ;
 কিসের যেন স্বপন দেখে'
 মাতলো গগন মুহূর্তেকে,—
 হাসছে যেন থেকে থেকে কিসের ইসারায় !
 বন্ধু, তুমি জাতুর খেলা
 দেখবে এখন সন্ধ্যাবেলা,
 ভাই ;
 শালের বনের কোণের দিকে অবাক হয়ে চাই ।

ঐ যে দেখ পূব-গগনে
 আলোর প্রলেপ সঙ্কোপনে,—
 ছোপ লেগে যায় শালের বনে, জাগছে শিহরণ,
 আবছায়া ঐ পলাশ-গাছে—
 ফুলগুলি তার ঘুমিয়ে আছে,—

ঝিলমিলিয়ে তাদের কাছে ও কার আগমন ?

ঐ যে দেখ আলোর বেশে
বন্ধু তাদের আসলো হেসে,
ভাই ;

নাচে নাচে গাছে গাছে ফুল-পাতা সব-ঠাই ।

চাঁদ ওঠে ঐ প্রতিপদী,

হেথায় এসো দেখবে যদি—

বালুর চড়ায় শীর্ণা নদী আড়মোড়া দেয় ওই,
সন্ধ্যা-সমীর হাই তুলেছে,
বইতে যেন তাই ভুলেছে,—

কোকিল আবার মুখ খুলেছে, পায় না খুশির থই
কে এলো রে পুলক-ভরা—
আলোক-ছাওয়া, আকুল-করা,
ভাই ;

সন্ধ্যারাতের তানপুরাতে কি তান ওঠে তাই !

চাঁদ উঠেছে পাতার ফাঁকে,—

টিল মারে কে আলোর চাকে ?

জ্যোৎস্না-ভোমর ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরলো চারিদিক,
কোন অরূপের রূপের মায়ায়

রঙ ধরেছে ঝাপসা ছায়ায়,—

ফিনিক ফোটে আবছা-কায়ায়—করছে সে বিকমিক্ ।

অদূরে ঐ মধুর বাঁশি
সুর ধরেছে ভীম-পলাশী,
ভাই ;

পলাশ-তলায় 'উলকি' আলোর, বলিহারি যাই ।

চাঁদ-কবি ঐ আকাশ থেকে

জ্যোৎস্না-আলোর কাব্য লেখে,—

এই নিরামায় যাচ্ছে রেখে ছন্দ চমৎকার,
শালের বনে, পাহাড় 'পরে

বর্ণ-বাহার বর্ণা ঝরে,

স্বর্ণ-চাঁপার ফুল যেন রে ছড়ায় পরাগ তার ।

দেখ, দেখ বন্ধু তুমি—

মাতলো সকল বিজন-ভূমি,

ভাই ;

এসো, এসো, ছন্দে-তানে আমরা নাচি গাই ॥

হলুদে-রঙা ফুল

চলতে পথে দেখতে পেলাম

হলুদে-রঙা ফুল,

পাতার আড়ে বারে বারে

ছলছে দোছল ছল ।

হলুদে পাখার পাল উড়িয়ে

হালুকা হাওয়ায় ফুরফুরিয়ে—

আসলো উড়ে প্রজাপতি

আনন্দে মশগুল ;

চলতে পথে দেখতে পেলাম

হলুদে-রঙা ফুল ।

তখন সবে ভোর হয়েছে,

রাতের আঁধার নাই,

হলুদ রঙের ছোপ লেগেছে

পূব গগনে তাই ।

খোকা-কবি

খোকা-কবি লেখে কবিতা-গান

নীল পেন্সিলে, লাল খাতায়,
কিন্তু হয় তা শুনবে কে !

খাতা ভ'রে ওঠে গান-গাথায় ।

বাবা বলে—‘চুপ, সময় নাই ।’

মা বলেন—‘খাম, অনেক কাজ ।’

দিদি বলে—‘হবে অল্প দিন,

পড়াশোনা আছে অনেক আজ ।’

দাদা বলে—‘তোমার ঝাকামি রাখ্,

ধর দেখি সূতা, মাঞ্জা দেই ।’

মামা বলে—‘চোপ, ইস্টুপিড,

গাঁট্টার চোটে প্রাণ যাবেই ।’

হায় রে, কবিতা শুনবে কে—

মুগ্ধ হবে কি গুণ দেখে !

ও পাড়ার নীলি যায় কোথায় ?

খোকা ডেকে বলে—‘শুনবি আয় ।’

বকুলের ছায়ে নিরিবিলি

খোকা-কবি আর নীলি মিলি’

স্তব্ধ ছুপুয়ে একমনে

খোকা পড়ে আর নীলি শোনে ।

খোকা পড়ে যায় কবিতা তার,

কত ইতিহাস চাঁদ-তারার,

কত শত কথা অঙ্গরীর ;

জ্যোৎস্নায় নাওয়া সব পরীর,

বাতাসের দোলা ফুল-বনেই,
 পাখীদের গান বন-কোণেই,
 স্বপনের দেশে কেমনে যায়
 কোন্ মস্তুরে মন-ভেলায় !

এই সব শুনে' কবিতা-গান
 গেলো নীলিটার মুগ্ধ প্রাণ ।
 মা-মরা মেয়ে সে, কথা না কয়,
 ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রয় ।
 হাঁ ক'রে খোকার মুখ চাহে
 খোকা প'ড়ে যায় উৎসাহে ।

খোঁজ্, খোঁজ্, খোঁজ্, নীলিটা কই,—
 সৎমা এসেছে সন্ধানে ;
 মামা ছুটে আসে করিতে খোঁজ,
 খোকা-ছোঁড়া গেছে কোন্‌খানে
 খাতা ছুঁড়ে ফেলে হায় খোকার,
 ছুম-দাম পিঠে কীল পড়ে ;
 সৎ-মা গালিতে ভূত ভাগায়,
 নিলো নীলিটার চুল ধ'রে ॥

মুড়ি-জংশনে সূর্যোদয়

সারাটা রাত জেগে কাটাই ছারপোকাদের দংশনে,—
 ভোরের বেলা রেলের গাড়ি থামবে মুড়ি-জংশনে ।
 রাতের আঁধার ঝাপসা হ'ল, চলল গাড়ি মন্থরে,
 জানলা দিয়ে ভোরের বাতাস পুলক জাগায় অন্তরে ;
 তন্দ্রা-ভরা চক্ষু আমার, হঠাৎ দেখে বিস্ময়ে—
 পূর্ব-গগন-তোরণ-দ্বারে অপূর্ব এক দৃশ্য হে !
 স্বপ্ন যেন সত্য হয়ে পড়ল ধরা অশ্বরে,—
 স্বর্গীয় এক ভাবের ধারা জাগল মহাডম্বরে ।
 চলন্ত সেই গাড়ির থেকে তাকিয়ে দেখি উল্লাসে,
 আবছায়া এক পাহাড় জাগে, দুই চূড়া তার দুই পাশে ।
 তারই ফাঁকে ফাটল-ধরা মেঘের পাটল কোণ দিয়ে
 বেরিয়ে এল স্বর্ণ-ঝোরা,—কোথায় ছিল বন্দী এ ?
 লাল্চে-হলুদ-কমলা সোনা-জর্দা-আলোর রংঝারি—
 অলক্ষ্য কে ঢালছে যেন, উঠছে নভে সঞ্চারি' ।
 রঙীন আলোর ফুলঝুরি আজ উলসে ওঠে পূর্বেতে,—
 আলোর বীণায় কে দিল আজ সাতটি রঙীন সুর বেঁধে ?
 সেই সুরে আজ ধরল কাঁপন থির প্রকৃতির তন্ত্রীতে,—
 অরূপ ভূষায় দাঁড়ায় উষা রাত্রি-দিবার সন্ধিতে ।
 পাহাড়-চূড়া উঠল হেসে ঝিল্মিলিয়ে রং মেখে ;
 আলোর ধারায় স্নান ক'রে আজ হাসছে তাহার সঙ্গে কে ?
 সাজল মেয়ে হৈমবতী নবারুণের টিপ দিয়ে ;
 চতুর্দিকে ঝরছে যে তার আঁচল-খসা দীপ্তি এ ।
 প্রণাম করে সকল প্রাণী জবা-কুসুম-সঙ্কাশে,—
 শঙ্খ বাজায় বন-বিহগে, কে জানে তার সংখ্যা সে ।
 উদয়ছটা মিশল আমার মনের গোপন রং সনে,—
 উঠল রবি, রেলের গাড়ি থামল মুড়ি-জংশনে ॥

ঘূনি হাওয়ার গান

বন জুড়ে বন্ বন্ উড়ে' চলে ঘূনি,
ঘুর ঘুর ঘুর-পাকে সব যায় চূর্ণি' ;
ধুলোটের উৎসবে

মাতে ঝোড়ো ভূত সবে,
দিকে দিকে ওড়ে ঐ ধুলোময় উড়নি ;
উড়ে' চলে ঘূনি ।

বাঁশের ঝাড়ে শাঁই শাঁই শাঁই, কাঁপছে রে কার ধাক্কায় ?
মাঠের ফাঁকায় ঝাউএর শাখায় কোন্ সে চপল পাক খায় ?
ওলোট-পালট বনের বেণী, ঝরছে পাতা ঝুর ঝুর ।
কাতার দিয়ে পাতার ঘুড়ি চলছে উড়ে' দূর দূর ।
এলোমেলো ডাল-পালা সব, ঘূনি ঝড়ের ঝটকায়,
পল্কা যত শালের কলি আল্গা হয়ে ছটকায় ।
কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি যত ছিটকে পড়ে চারধার,
সঙ্কনে গাছে 'ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্' বাজনা বাজে বারবার :
উজাড় হ'ল আজকে যেন ফণলী আমের জঙ্গল,
উল্লাসে আজ ছুটল সেথায়, জুটল ছেলের দঙ্গল

ছপুর বেলার আকাশখানা

তপ্ত যেন তাওয়া,
বন্বনিয়ে, শন্শনিয়ে
ছুটছে ঝোড়ো হাওয়া ।
ছুটছে হাওয়া, ঝড়ের পথিক,
বুঝি না তার ভাব ও গতিক, ।

সারা ছপুর ধ'রে কেবল
 কোথায় আসা-যাওয়া ?
 কোন্ খেলার কোন্ সে খেলা,
 কোন্ সে গীতি গাওয়া ?

ঘুনি ঘুরে
 দিন-ছপুরে
 কেবল ঘোরে
 খেয়াল ভরে,
 বাসার থেকে
 উঠছে ডেকে
 আসছে ভেসে
 মাঠের শেষে
 কাঠ-বিড়ালী
 ঘুমায় খালি,
 দম্কা বায়ে
 গাছের ছায়ে
 প্রজাপতি
 চপল অতি,
 হাওয়ার তোড়ে
 ছটকে পড়ে,
 ফুলের বুঁরো
 রেগুর গুঁড়ো
 ঝাপটা-ঝড়ে
 উপচে পড়ে
 জলার কাছে
 কলার গাছে

মাঠটি জুড়ে' জোর,
 নাই কোনো কাজ ওর
 উদাস কবুতর,
 ঝোড়ো কাকের স্বর ।
 লাগল ঝড়ের ধুম,—
 ভাঙল এবার ঘুম ।
 হাল্কা ডানা তার,—
 পথ মেলে না আর ।
 হাওয়ায় ঝ'রে যায়,—
 মধুর কণা, হায় !
 আজকে সারাক্ষণ

আজকে যে ভাই বাইরে যাব,
এমন তো নাই সাধ্য,
ঘরের ভিতর চূপটি ক'রে
থাকতে মোরা বাধ্য ।

ভিজছে আকাশ, ভিজছে বাতাস,
ভিজছে বাহির-বিশ্ব,
জলের চিকে পড়ল ঢাকা
দিক্-বিদিকের দৃশ্য ।

সকাল থেকেই বাদল বাতাস
চলল ছুটে জোর-সে,
আম-বাগানে গান-জাগানো
চেউ চলেছে হর্ষে ।

ক্ষেতের মাঝে হেলে ছলে
নাচছে আমন ধান্ণ,
চূপটি ক'রে দেখছি যে তার
রূপটি অসামান্ণ ।

আজ বাদরে ঝর্না ঝরে,
ঘোর ভাদরের বর্ষা,—
আবার ধরায় উঠবে যে রোদ,
হচ্ছে না তার ভরসা ॥

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা,

আয় রে পাখী গাল-ফোলা !

আয় রে উড়ে' আকাশ বেয়ে,

মধুর সুরে গানটি গেয়ে,—

খোকর দেশে

এবার এসে

ঠুক্রে খাবি ঝাল-ছোলা ।

আয় রে পাখী গাল-ফোলা ।

'তেপান্তরের মাঠের পারে,

রূপালী কোন্ নদীর ধারে

তোর বাসাটি

পরিপাটি—

আসলি ছেড়ে পথ-ভোলা,—

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা ।

খোকা যাবে তোদের গাঁয়ে

ছপুর-রাতে নূপুর পায়ে,

জ্যোৎস্না-রেতে

রোস্নায়েতে

বাইবে তরী পাল-তোলা ।

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা ।

ডাক শুনে' তোর, অচিন পাখী,—

ঘুম ভুলেছে খোকর আঁখি ;

ঘরের দাওয়ায়

হিমেল হাওয়ায়

ছলছে দোছল তার দোলা ;—

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা ।

জ্যোৎস্না-ঝরা হিমের রাতে

ভাব জমাতে খোকার সাথে

আয় রে পাখী

তুই একাকী ;

ঐ রয়েছে দোর খোলা ;—

আয় রে পাখী ল্যাজ-ঝোলা ॥

কাজের মেয়ে

থুকুর কথা বলব কি আর, কাজের মেয়ে বড়,
সব দিকে তার বুদ্ধি খেলে, সব কাজেতেই দড় ।

জুতোর বুরুশ নিয়ে হাতে

চুল আঁচড়ায় নিজের মাথে,

জুতোর কালি নিয়ে সুখে মুখের পরে মাথে,

খিলখিলিয়ে উঠবে হেসে যতই বকো তাকে ।

জামা ছিড়ে পুতুল বানায়, নষ্ট করে জুতো,

জট্ট পাকিয়ে দেয় সে দাদার মাঞ্জা-দেওয়া সূতো ;

বাবার যত কাজের খাতায়

কলম দিয়ে পাতায় পাতায়

আপন মনে হিজিবিজি আঁচড় কত আঁকে,—

খিলখিলিয়ে উঠবে হেসে যতই বকো তাকে ।

দোয়াত-দানে তেল ঢালে সে, তেলের ভাঁড়ে কালি,
 ডালের ডালায় কাঁকর ঢালে, চালের জালায় বালি ;
 চূনের ভাঁড়ে নুন সে ঢালে,
 ছাই ফেলে' দেয় ভাতের থালে ;
 রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে কুকুর বেঁধে রাখে,—
 খিল্খিলিয়ে উঠবে হেসে যতই বকে। তাকে ॥

কী ভুল

কী ভুল, কী ভুল !—
 সব কাজে জগা করে ভুল বিল্কুল ।

বাজারেতে যেতে জগা যায় ফাঁড়িতে,
 ধোপা-বাড়ি যেতে যায় মুচী-বাড়িতে ;
 বই ফেলে মই কাঁধে যায় ইস্কুল ;
 কী ভুল, কী ভুল !

ঘরেতে কুকুর বেঁধে শোয় চাতালে,
 কপাটি খেলিতে যায় হাসপাতালে ;
 কামাতে দাছুর দাড়ি ছেঁটে ফেলে চুল ;
 কী ভুল' কী ভুল !

টিয়া ছেড়ে দাঁড়কাক পোষে খাঁচাতে,
 ছিপ ফেলে' মাছ ধরে পুঁই-মাচাতে,
 তাল গাছে উঠে বসে পার হ'তে পুল ;

!— .

পথ ছেড়ে ভুলে' জগা হাঁটে নালাতে,
 আসনেতে ভাত খায় ব'সে থালাতে,
 ফুল-দানে ভ'রে রাখে কুমড়োর ফুল,
 কী ভুল, কী ভুল !

ডিম দিয়ে বল খেলে ব্যাট ঠুকে' সে
 নুন দিয়ে শরবৎ খায় সুখে সে,
 পাউডার ভেবে মাখে কালি আর বুল ;
 কী ভুল, কী ভুল ॥

স্বাজি-মাং

খাট-পালঙের রাজার আছে মস্ত বড় বীর,
 তাহার সাথে লড়তে এসে চক্ষু সবার স্থির ।
 কেউ পারে না তাহার সাথে—এমনি পালোয়ান,
 আছাড় মেরে ছায় সে ফেলে হ্যাঁচকা মেরে টান ।
 দেশ-বিদেশের কুস্তিগীরে সবাই মানে হার,
 আজব প্যাঁচের ওস্তাদিতে কেউ পারে না আর ।
 গদি-পুরের শ্রেষ্ঠ জোয়ান, তোষক-পুরের বীর,
 লেপ-কম্বল-পুরের যত ওস্তাদদের ভীড়,—
 সবাই পড়ে সটকে কেবল, হায় হায় মান যায়,
 কেউ পারে না তাহার সাথে কুস্তি ও পাঞ্জায় ।

জাজিম-গড়ের রাজার ছিল বিরাট তেজী লোক,
 কুস্তি এবার লড়তে বুঝি তাহার হ'ল ঝাঁক ।
 খাট-পালঙের রাজার সভায় আসতো সে এইবার,
 পাঁচ-মিনিটের 'ঘ্যাচাং' প্যাঁচে মানতে হ'ল হার ।

ছিটকে পড়ে, ছটকে পড়ে, পটকে পড়ে হয়,—
 মুখ করে চুন, প্রাণ বাঁচাতে সটকে সবাই যায় ।
 খাট-পালঙের রাজার জোয়ান বজরং নাম তার,
 লোহার মত শক্ত শরীর, দেখতে কদাকার ।
 রাজামশাই অবশেষে পিটিয়ে দিলেন ঢাক—
 “বজরঙে যে হারিয়ে দেবে, ভাঙবে তাহার জঁক,—
 সভার মাঝে সবার কাছে জিতলে কোনো লোক,
 হাজার মোহর তারেই দেব,—যেমন লোকই হোক ।”
 ঢ্যাড়া শুনে পিছোয় সবাই, এগোয় না কেউ আর,
 বজরঙের হারিয়ে কে আর আনবে পুরস্কার ?

চাটাই-পুরের রাজ্যে ছিল বটুকরামের দেশ,—
 হাংলা-পানা শরীর তাহার, স্মৃতি মনে বেশ ।
 চাটাই-পুরের রাজার কাছে প্রণাম ক’রে কয়,—
 “বজরঙের হারিয়ে দেব আদেশ যদি হয় ।”
 চাটাই-পুরের রাজা শুনে হাসেন অবিশ্রাম,
 বলেন, “মিছে প্রাণটা দিতে যাচ্ছ বটুকরাম ।
 বটুক তবু অনেক ক’রে রাজার আদেশ লয়,
 খাট-পালঙের রাজার সভায় সটান হাজির হয় ।
 তাহার কথায় হেসে সবাব বন্ধ বা হয় দম,
 লিকুলিকে এই বটুকরামের স্পর্ধা তো নয় কম ।
 যাহোক তবু রাজার কথায় কুস্তি শুরু হয়,
 বজরং সিং তালটি ঠুকে, আসলো যে সময়
 হাংলা বটুক তুললে তারে কাঁধেই অকস্মাৎ,—
 ফেলল ছুঁড়ে আছাড় মেরে, বজরং চিৎপাত ।
 ব্যাপার দেখে’ সভার সবাই চমকে গেলে ঢোক,
 জন্মে কভু দেখে নি কেউ এমনতর লোক ।

হারিয়ে দিয়ে বজরঙেরে দাঁড়ায় বটুকরাম,
 মেহন্নতে শরীর দিয়ে পড়ছে ঝ'রে ধাম ।
 খাট-পালঙের রাজা দেখে' তারিফ ক'রে ক'ন,
 “তোমার আসল পরিচয়টা দাও তো বাছাধন !”
 বটুক বলে, “চাটাই-পুরের রাজার ধোপা মুই,
 ভারী ভারী শতরঞ্জি নিতি আমি ধুই,—
 শতরঞ্জির মতন ভারী বজরং তো নয়,
 তাই তো তারে তুলতে কাঁধে কষ্ট নাহি হয় ;
 যেমন ক'রে আছড়ে' কাচি—শুন্ন মহারাজ—
 তেমনি ক'রে বজরঙেরে আছাড় মারি আজ ।”
 বটুকরামের কথা শুনে, রাখতে কথা তাঁর
 রাজা তারে হাজার মোহর দিলেন পুরস্কার ।
 চাটাই-পুরের মান বাঁচালো রজক বটুকরাম,
 সেই থেকে তার দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল নাম ॥

অসম্ভব কাজ

কর্তাবাবু বেজায় রেগে বলেন ডেকে চাকরে—
 —“যখন তখন অমন কেন তাকিয়ে থাকিস্ হাঁ ক'রে ?
 বিদ্যুটে তোর মূর্তিখানা দেখতে নারি ছ'চোখে,
 বাড়াবাড়ি করবি তবে তাড়িয়ে দেব ছুঁচোকে ।
 ব্যাটা যেন রাজ-পুত্রুর, বাদশাহী চাল বড় যে,—
 ইচ্ছা মতন কাজ করবি কেবল নিজের গরজে ?
 শুয়ে ব'সে মাইনে খাবি, হতচ্ছাড়া, বেয়াড়া,
 যেমনি স্বভাব, তেমনি ব্যাটার ভূতের মত চেহারা ।
 গরুর গোয়াল নোংরা থাকে, হাত দিস্ না ঝাড়ুতে ;
 সাত-সকালে উঠে কেন জল দিস্ না গাড়তে ?

ছাদের উপর ফাট ধরেছে, পারিস না তা সারাতে ;
 তোর মত ছাই হৃদ-কুঁড়ে কে আছে এই পাড়াতে ?
 আগাছাতে ভর্তি বাগান, পড়ছে না কি নজরে ?
 চটাং ক'রে গালের উপর চড় লাগাব সজোরে,
 তখন ব্যাটা বুঝবি মজা, ঠ্যালার নামটি বাবাজি,
 কাজ করতে ইচ্ছা না হয়, সমুখ থেকে যা পাজি ।
 বাসন মাজা, কাপড় কাচা, একটু যাওয়া বাজারে,
 দুইটি বেলা রান্না শুধু, তামাকটুকু সাজ রে,
 এই কাজেতেই দিন কেটে যায় ? কেবল ফাঁকি, চালাকি ?
 দিন-রাত্রির আড্ডা মারিস্, শুনতে পাই না কালা কি ?
 হাজারো বার আজকে আমি বলেছিলাম ছপুৱে—
 ডিম পেড়ে আন, বুড়ির মাঝে আছে তাকের উপুৱে ;
 পাড়লি না ডিম লক্ষ্মীছাড়া, শুনলি না তা কিছুতে,
 বল্ ব্যাটা কী জবাব দিবি ? তাকাস্ কেন নীচুতে ?
 বল্ কেন ডিম পাড়লি নাকো, ছাড়বো নাকো এবারে,
 খড়ম-পেটা করব ব্যাটা, রুখতে দেখি কে পারে !
 কাঁচু-মাচু মুখটি ক'রে বলে চাকর তারিণী,
 “সব করেছি এই জীবনে, ডিম কখনো পাড়ি নি ;
 আমি তো আর হাঁস-মুর্গীর মতন কোনো প্রাণী না,
 মানুষ হয়ে কেমন ক'রে ডিম পাড়ব জানি না ॥”

কিন্তু যদি কামড়াতো?

বর্ষাকালের মেঘলা-করা ঝাপসা নিঝুম সন্ধ্যাকাল,
ঝিল্লী-ডাকা পথটি দিয়ে যাচ্ছে বাড়ি মাণিকলাল।
ধোঁয়াট-ভরা জমাট আঁধার, মিশকালো ঈস্ চারধারে,
চলেছে মাণিক অন্ধকারে, ভয়ের নাহি ধার ধারে।
হঠাৎ পায় কামড়ালো কি? কেউটে না হয় গোথরো সাপ।—
'বাপরে!' ব'লে প্রাণের ভয়ে লাগায় তেড়ে একটি লাফ।
চক্ষে দেখে সরষের ফুল,—ঝিম্ঝিমিয়ে উঠলো শির,—
হায় রে, বুঝি প্রাণটা গেল,—এই না ভেবে চক্ষু স্থির।
চলতে গিয়ে টলতে শুরু, হায় রে একি সর্বনাশ,—
সামনে যেন যম দাঁড়ালো,—মৃত্যু ভয়ে লাগলো ত্রাস।
দাওয়ায় এসে মাণিক শেষে পড়লো শুয়ে ধপ্ ক'রে—
“কামড়েছে সাপ, গেলুম, গেলুম”—চক্ষু বুজে রব করে।
ঠানদি কাঁদেন ডুকরে উঠে’—“ওরে আমার মাণিক রে—
এই বয়সেই পড়লি ব'রে, বাঁচলি না আর খানিক রে।”
বাপ-মা কেঁদে কুমড়ো গড়ান—“করলি কি তুই, হায় রে হায়,
কোলের মাণিক, বুক-জোড়া ধন, আয় রে ফিরে, আয় রে আয়।”
সবার চেয়ে আবেগভরা ক্ষান্ত-পিসির কান্নাটা—
“তুই গেলে কে বাসবে ভালো আমার হাতের কান্নাটা।
আয় ফিরে আয় মাণিক ওরে, আয় ফিরে তুই চট্ করি’—
অনেক ক'রে রেঁধেছি আজ কুমড়ো-ডগার চচ্চড়ি।”
কান্না লাগায় আন্না কালী পান্নালালের গিন্নী গো,—
“বাঁচলে মাণিক আজকে দেব পীরের দোরে শিন্নি গো।”
আসলো তখন বৈতুমামা, দেখলো সবাই ঠিক ক'রে—
পায়ের ক্ষত লক্ষ্য ক'রে উঠলো হেসে ফিক্ ক'রে।
বললে, “কোথায় সাপের কামড়? আচ্ছা বোকা মাণিকটা—
এই ছাখো না আটকে আছে শিমুল-কাঁটা খানিকটা।”

কান্না সবার থামলো তখন, হাসলো মহানন্দে গো,
 বললে পিসি—“আমার মনেও হচ্ছিল তাই সন্দেহ।”
 আন্না কালী হাসলো তখন সামলে নিয়ে কান্নাটা,
 বললে, “তবে যাই গো এখন, সারতে হবে রান্নাটা।”
 ঠানদি বলেন, “ঠিক বলেছ, ভয় পাই নাই আমরা তো।—
 মানিক বলে চক্ষু খুলে—“কিন্তু যদি কামড়াতো ?”

কেলেঙ্কারি

বিয়ে-বাড়ি গিয়ে সেদিন মোদের পাড়ার কেষ্ঠা,
 খেতে বসে কেলেঙ্কারি করলে রে ভাই শেষটা।
 লুচির খালা শেষ ক’রে ভাই, (ছিলাম মোরা সাক্ষী)
 সাবড়ে’ দিল রাবড়ি সে যে পাঁচটি পোয়া পাক্কি।
 কেষ্ঠা ছোঁড়া এমন পেটুক কেই বা সেটা জানতো ?
 করলো সাবাড় যতক খাবার, ছানার গজা, পাস্তো।
 শেষে এমন হাল হ’ল তার, যতই করে চেষ্ঠা,
 আসন ছেড়ে উঠতে নারে পাড়ার পেটুক কেষ্ঠা।
 নাক দিয়ে তার খাস বহে না, মুখেতে নাই শব্দ,
 বিয়ের ভোজে এসে এবার বেজায় হ’ল জব্দ।
 ওজন বুঝে ভোজন নাহি করতে গিয়ে হায় রে,
 কেষ্ঠা বুঝি শেষটা এবার যমের বাড়ি যায় রে।
 পেটটা হ’ল ঢাকাই জালা, দম হ’ল তার বন্ধ,
 শরীর যেন এলিয়ে এল, চক্ষু হ’ল অন্ধ।
 ছাদনা-তলায় বর বসেছে, হচ্ছে শুভদৃষ্টি,
 এমন সময় হায় রে একি বাধলে অনাস্থি।
 সবাই এল দৌড়ে ছুটে,—সবাই করে জটলা,
 বিয়ে-বাড়ির আসর জুড়ে উঠলো দারুণ হুলা।

পুরুৎ-ঠাকুর চমকে উঠে' থামায় বিয়ের মন্ত্র ;
 ঘামলো ভয়ে বরের বাবা, বরের দফা অস্ত্র ।
 রসুই-ঘরে বন্ধ হ'ল পোলাও লুচি রান্না,
 মেয়ে-মহল শাঁখ থামিয়ে ডাক ছেড়ে দেয় কান্না ।
 থামলো উলু, ছলুসুলু লাগলো চারিপার্শ্বে,
 কেঁপে বৃষ্টি মরলো এবার, বাঁচবে না কো আর সে ।
 হতাশ হয়ে মাথায় তাহার বাতাস করে লোকরা,
 সবাই বলে, "তাই তো, বৃষ্টি বাঁচলো না আর ছোকরা ।"
 গলির মোড়ে বৈষ্ণু ছিল প্রাচীন এবং বিজ্ঞ,
 সল্লা ক'রে সবাই তারে আনলো ডেকে শীঘ্র ।
 দাড়ি নেড়ে, নাড়ী টিপে বলেন তিনি, "তাই তো,
 ছুইটি বড়ি খাইয়ে দিলে, আর কোনো ভয় নাই তো ।"
 কনের বাবা ভূষণবাবু ভীষণ রকম ঘাবড়ে'
 বলেন, "ওহে কেঁপেপদ, ওরে আমার বাপ'রে,
 খাও তো যাছ ওষুধ ছুটো, একুনি রোগ সারবে—
 সহজভাবে হাঁটা-চলা করতে আবার পারবে ।"
 কোনো কথাই কেঁপেপদ-র কানেই নাহি যায় রে,
 চোখ মেলে না, মুখ খোলে না, শ্বাস ছাড়ে না হায় রে ।
 নন্দরতন নন্দী সেথায় বন্ধু ছিল ওর সে,
 কানের কাছে মুখটি নিয়ে বললে হেঁকে জোর-সে—
 "ছোট্ট ছু'টি মিষ্টি বড়ি খাও-না ভায়া, লক্ষ্মী,
 বাঁচবে তুমি, বাঁচবো মোরা, ঘুচবে সকল ঝঙ্কি ।"
 কেঁপেপদ চক্ষু চেয়ে হাসলো এবার মুচকে,
 বললে ধীরে ফিস্ফিসিয়ে কপাল ভুরু কুঁচকে,
 "বড়ি খাবার জায়গা যদি থাকতো পেটে ভাই রে—
 আরো ছুটো পান্ডো খেতাম, সন্দেহ তায় নাইরে ॥"

সুন্দরী

এক যে আছে সুন্দরী,
 (এক এক ক'রে গুণ ধরি ।)
 ফুট ফুট ফুট জোছনাতে—
 গাইবে সে গান রোজ ছাতে ।
 শুনতে যদি গিটকিরি,
 কেউ দিতে না টিটকিরি ।
 প্রাণ-কাঁপানো মূছনা,
 তুচ্ছ না সে, তুচ্ছ না ।
 মন-ভোলানো তার রবে,
 হার মেনে যায় গর্দভে ।
 রাঁধতে দিলেও পিছপা নয়,
 করবে যা তার ইচ্ছা হয় ।
 রাঁধতে গিয়ে রসবড়া,
 লঙ্কা ছাড়ে দশ কড়া ।
 এই তো দাদার বোঁভাতে,
 রান্না ছিল তার হাতে ।
 পায়ের রেঁধে শেষ কালে,
 পাক্কা ছ'সের মুন ঢালে ।
 এখন শোনো রূপটি গো,
 গোল কোরো না, চূপটি গো ।
 মুখের গড়ন মন্দ নয়,—
 হাসছ কি হে, সন্দ' হয় ?
 মুখটি নিখুঁত,—তার মানে,
 ভূতুম-প্যাঁচা হার মানে ।
 রং কি এমন মন্দ আর,—
 অমাবস্তার অন্ধকার ॥

অশুরের জন্ম

শ্রাবণ-সাঁঝে রাবণ রাজা দশমুণ্ড নেড়ে
 তানপুরাটি বাগিয়ে ধ'রে গান জুড়েছেন তেড়ে ।
 মনে তাঁহার ভাব জেগেছে, মানছে না আর বাধা,
 বারে বারে গান গেয়ে যান “রে-রে মা-মা গা-ধা” ;
 শঙ্কা জাগে তান শুনে তাঁর, লক্ষাপুরী কাঁপে,—
 তাল-কানা সব রান্ধসেরা পালায় লাফে-ঝাঁপে ।
 ধুম্রবর্ণ কুম্ভকর্ণ অঘোর ছিল ঘুমে,—
 চম্কে উঠে উল্টে পড়ে খাটের থেকে ভূমে ।
 ভীষণ গানে বিভীষণের লাগলো কানে তালা,—
 ঘাবড়ে গিয়ে ডিগবাজি খায় রাবণ রাজার শালা ।
 শূর্ণগথা নাকী সুরে বললে, “থামো দাদা—”
 রাবণ রাজা গেয়েই চলেন, “রে-রে মা-মা গা-ধা ।”
 রাবণ রাজার মামা ছিল বজ্রদংষ্ট্র নামে,
 “মামা গাধা” শুনতে পেয়ে দেউড়ি-ধারে থামে ।
 রেগে-মেগে বললে গিয়ে পাকিয়ে গোঁফ-জোড়া,—
 “আমায় বলিস্ গাধা বুঝি, ওরে ফাজিল ছোঁড়া ?”
 তানপুরাটি ছিনিয়ে নিয়ে মামা সে খিটখিটে,
 ধাঁই-ধপা-ধপ্ মারতে থাকে রাবণ রাজাব পিঠে ।
 আচম্কাতে এমনি ভাবে পেয়ে মামার সাজা—
 হকচকিয়ে থেমে গেলেন গায়ক রাবণ রাজা ।
 সুর ছেড়ে তাই অসুর হ'লেন জন্ম হয়ে মনে ;
 এ-সব কথা কেউ জানে না, নাইকো রামায়ণে ॥

ভালই আছেন ভালই-মশাই
 ভালই আছেন ভালই-মশাই
 বেয়াই-বাড়ি গিয়ে,—
 একটুখানি কাতর শুধু
 বাতের ব্যথা নিয়ে ।
 আর কিছু নয়, সামান্য রোগ,—
 অল্পে যেত সেরে,—
 বহুদিনের হাঁপানিটা
 উঠছে ফের বেড়ে ।
 সেটাও তো তাঁর প্রাচীন ব্যাধি,
 নেহাত মজ্জাগত,
 তাতেই কি আর ভালই-মশাই
 হতেন শয্যাগত ?
 পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে
 অঙ্গ গেছে প'ড়ে—
 তার উপরে পালা ক'রে
 ভোগেন কালাজ্বরে ।
 দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে,—
 কম দেখছেন চোখে,
 স্বরভঙ্গ হয়েছে তাঁর
 প্রলাপ ব'কে ব'কে ।
 আজকে আবার দেখে এলাম
 শ্বাস উঠেছে তাঁরি,—
 ভালই আছেন ভালই-মশাই
 এসে বেয়াই-বাড়ি ॥

পটলবাবুর কন্যাদান

কোটালপুরের পটলবাবু ভালমানুষ বড়,
 হঠাৎ হ'ল বিপদ গুরুতর ।
 মেয়ের বিয়ে, কথা ছিল বরযাত্রী আসবে জনা-ষোলো,
 হায় রে, তবে এ কী ব্যাপার হ'ল ?
 সন্তর জন বরযাত্রী হল্লা ক'রে উঠলো এসে পটলবাবুর বাড়ি,
 বিপদ হ'ল ভারি ।
 পটলবাবু ভয়ের চোটে পটল তোলেন বুঝি ।
 উপায় কিছু পান না তিনি খুজি' ।
 গরিব মানুষ নেহাত তিনি, থাকেন গাঁয়ের দেশে,
 অনেক ক'রে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন শেষে ।
 জনা-কুড়ির ব্যবস্থাটা করেছিলেন পাকা,—
 নাইকো বেশী টাকা ।
 কোনো রকম জোগাড় ক'রে শাখা-সিঁদুর দিয়ে
 ইচ্ছা ছিল, দেবেন মেয়ের বিয়ে ।
 সেই রকমই হয়েছিল রফা,—
 ষোলোর স্থানে সন্তর জন হাজির হ'ল বরযাত্রী,—
 সারলো বুঝি দফা ।

ভাগ্যে হরু বললে—“মামা, ব্যস্ত হয়ে নাকো,
 তুমি শুধু চুপটি ক'রে থাকো ।
 বিয়ের ব্যাপার চলতে থাকুক, আমি এদিকটাতে
 খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা নিচ্ছি নিজের হাতে ।
 চিন্তা তুমি ছাড়া,—
 তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যাপার সারো ।”

এ ধারেতে বসলো খেতে বরযাত্রী-দলে,
 আসর জুড়ে হল্লা হাসি চলে ।
 রোগা-মোটী, লম্বা-বেঁটে, গুঁপো-টেকো-খাঁদা,
 কেউ বা ফাজিল, কেউ বা বাচাল, কেউ বা নিরেট হাঁদা,
 হরেক রকম বরযাত্রী বসলো সারি সারি ;
 পড়লো পাতে লুচি ও তরকারি ।
 কুড়ি জনের জন্মে যত লুচি পোলাও তৈরি ছিল ঘরে,
 সবার পাতে কিছু কিছু দেওয়া হ'ল ভাগাভাগি ক'রে ।
 ফুরিয়ে যখন এসেছে তা—এমন সময় হরু
 গোয়াল থেকে ছেড়ে দিল সভার মাঝে সবার চেয়ে
 ছরস্তু এক গরু ।

লেজ উঁচিয়ে, শিং বাঁকিয়ে আসলো গরু তেড়ে—
 “ও বাবা রে, ফেললে বুঝি মেরে—”
 খাওয়া ফেলে সবাই পালায়, গরুর গুঁতোয় অকা পাবে পাছে ;
 হরু তখন চৈঁচিয়ে বলে—“বসুন, বসুন, দই-সন্দেশ আছে !”
 শুনবে কে আর হরুর কথা, গরুর তাড়া খেয়ে
 একেবারে উঠলো সবাই ইষ্টিশানে যেয়ে ।
 এদিকেতে হয়ে গেল মেয়ের বিয়ে শুভ-লগ্ন দেখে,
 পটলবাবু বেঁচে গেলেন কণ্ঠাদায়ের থেকে ।
 হাসতে হাসতে হরু,
 গোয়ালঘরে আটকালো ফের ছরস্তু সেই গরু ॥

ভুলাল পালের ছেলে

ভুলাল পালের ছেলে ভুলাল সব কাজে তার ভুলটি—
 কালনা যেতে টিকিট কিনে হাজির হ'ল কুলটি ।
 মাসির বাড়ি যেতে যায়, কাশীর পানে ছুটলো,
 মামার বাড়ি গিয়ে ভুলে চামার-বাড়ি উঠলো ।
 বই-বগলে এই তো সেদিন যাচ্ছিল সে ইস্কুল,
 হারাধনের গোয়াল-ঘরে পৌঁছে গেল বিল্কুল ।
 মাঠের থেকে আনতে গরু ভুলাল গেল দৌড়ে,—
 গলায় দড়ি বেঁধে আনে শ্যাম-গয়লার বৌ-রে ।
 রাতের বেলায় চোর ভেবে সে আচ্ছা ক'রে পাকড়ে',
 অন্ধকারে ছায় ফাটিয়ে ঠাকুরদাদার টাক রে ।
 ভুলাল বলে—“পুকুর থেকে মৎস্য ধ'রে আন তো ।”
 ভুলাল আনে মনের ভুলে কেউটে ধ'রে জ্যাস্ত ।
 তামাক সেজে আনতে ভুলে—সপ্তাহেতে চারদিন,
 মনের ভুলে ছকোর খোলে আনবে ঢেলে তার্পিন ।
 কুটুম এল,—ভুলাল হেঁকে বললে তাদের সামনে—
 “ছাগল কিনে আন তো ভুলাল, তিনটি টাকা দাম নে ।”
 ভুলাল গেল বাজার-মুখো,—কুটুম ব'সে থাক রে,—
 সন্ধ্যা-বেলা আনলো ভুলাল কুকুর-ছানা পাকড়ে' ।
 খাবার সময় ঘুমায় ভুলাল, ব্যস্ত সবাই তাইতে ;
 ঘুমের বেলা মনের ভুলে ভুলাল চলে নাইতে ।
 গ্রীষ্মকালে লেপ-কম্বল জড়িয়ে রাখে গাত্রে ;
 ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটে শীতের দিনে রাতে ।
 মনের ভুলে ঘরের চালে ভুলাল লাগায় অগ্নি,
 বেড়াল ভেবে বোনকে ঠ্যাঙায়, চ্যাঁচায় ব'সে ভগ্নী ।
 ক্ষীরের সাথে নুন মেখে খায়, মাছের ঝোলে মিষ্টি,
 পিঠের সাথে লঙ্কা মাখে,—নাই কিছুতেই দৃষ্টি ।

সবাই বলে—কঠিন ব্যামো, কেমন ক'রে সারবে ?
বৈজ্ঞ হাকিম হুদ হ'ল ; ওঝায় কত ঝাড়বে !

সেদিন ভারি মজার ব্যাপার,—দৈ ভেবে সে রাত্রে
চূনের ভাঁড়ে চুমুক দিল অন্ধকারে হাতড়ে' ।
বাপ্ রে সে কি রাম-জ্বলুনি ; উঃ কি ভীষণ তেষ্ঠা !
কেরোসিনের তেল নিয়ে সে ফেললে গিলে শেষটা ।
রাম-ছাগলের নাচ দেখেছো ? ম্যাড়ায় নাচে যেমনি—
হাত-পা তুলে তিড়িং তিড়িং নাচলো ভুলাল তেমনি ।
সেদিন থেকে ধরলো ওষুধ, ব্যাপার হ'ল উল্টা,—
ভুলাল পালের রোগ সেরেছে, ভাঙলো মনের ভুলটা ॥

অপকল্প-কথা

এক যে ছিল রাজার ছেলে, তার ছিল না তলোয়ার,
 ধার ছিল না একটুও তার, তোমরা যতই বলো আর ;
 সেই তলোয়ার ঘুরিয়ে
 রঙিন নিশান উড়িয়ে,
 ঠ্যাং-খোঁড়া এক ঘোড়ায় চ'ড়ে চলত কুমার ছ'শিয়ার,
 অবাধ, স্বাধীন ঘোরার নেশায়—মনটা হ'ত খুশি তার ।

উধাও হয়ে ছুটত ঘোড়া,—কোথাও যেতে মানা নাই,
 পঙ্কীরাজের সামিল সে যে, কিন্তু পিঠে ডানা নাই ;
 গ্রীষ্ম, বাদল, কি শীতে,
 সকাল ছপুর নিশীথে,
 খেয়াল-মত চলত কুমার যেথায় খুশি অনিবার,
 মানত না সে ত্র্যহস্পর্শ, বারবেলা কি শনিবার ।

একদিন এক জ্যোৎস্না-রাতে—চাঁদ ওঠে নি আকাশেই,
 ধু-ধু করে তেপান্তরের শ্রান্তখানি ফাঁকা সেই ;
 কী দেখেছে স্বপনে,
 রাজার কুমার গোপনে
 গহন রাতে ছাড়ল পুরী, কেউ পেলে না দিশা হায়,
 ছ-ছ ক'রে ছুটল ঘোড়া রাজকুমারের ইশারায় ।

রাজার কুমার শ্রান্ত যবে হাজার যোজন চলাতে,
 ধামল এসে অচিন দেশে প্রাচীন অশথ-তলাতে ;
 সেই অশথের বৃকেতে
 বসত্ করে সুখেতে
 ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরা, সাত সাগরের সীমানায় ।
 বললে, “ছি, ছি, রাজকুমারে গাছের তলে কি মানায় ?”

রাজার কুমার অবাক হয়ে গাছের পানে তাকাতেই
দেখলে দুটি আজব পাখী উচ্চ গাছের শাখাতেই ;

বললে কুমার—“তোরা কে ?

আমায় এবং ঘোড়াকে—

একটু যদি পথের খবর বলতে পারিস্ এখানেই,—
বড়ই তবে কৃতার্থ হই, কিছুই হেথা দেখা নেই ।”

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরা সঙ্গোপনে ছুটিতে—

বললে—“আছে রাজার মেয়ে রাক্ষসদের কুঠিতে ;

দেখতে বিকট তাহারা,

দিচ্ছে সদাই পাহারা,

সন্ধ্যা-বেলায় কেউ থাকে না—যাও যদি ঠিক বুঝিয়া—

অনায়াসেই পাবে সেথায় রাজকন্যায় খুঁজিয়া ।”

ঠ্যাং-খোঁড়া সেই ঘোড়ায় চ’ড়ে ঠিক সন্ধ্যা-বেলাটায়,

হাজির হ’ল রাজার ছেলে রাক্ষসদের এলাকায় ;

রাজপুত্রে শাসাতে

কেউ ছিল না বাসাতে,

রাজকুমারীর সাথে হ’ল রাজকুমারের পরিচয়,—

মালা বদল ক’রে তাদের হ’ল গোপন পরিণয় ।

ফিরে এল রাজার কুমার নিজের দেশে পুলকে,—

বৌকে দেখে চৌদিকেতে ঠাট্টা করে কু-লোকে ;

“ওমা, ওমা একি রে—

আজব ব্যাপার দেখি রে,

রাজকুমারীর হাত ছুটো নেই”—সবাই বলে আসিয়া ;

“আমারো তো ঠ্যাং ছুটি নেই,”—কুমার বলে হাসিয়া ॥

বাবর শাহ ও মাকড়-শাহ

বসেছিল ‘হিন্দি’ নিয়া,
 হঠাৎ হ’ল হিন্দিরিয়া,
 উঠল পাকু কেঁপে,
 আঁকে উঠে, কঁচকে ভুরু,
 আবোল-তাবোল বকতে শুরু,—
 উঠল যেন ক্ষেপে ।

দৌড়ে এল পাকুর দাদা,
 বাবা, কাকা, ঠাকুরদাদা,
 সবাই দিশেহারা ;
 হঠাৎ পাকুর কী হ’ল রে !
 ঘুরল মাথা কেমন ক’রে ?
 ব্যাপার কেমনধারা ?

কেউ ঢালে জল মাথায়-ঘাড়ে,
 কেউ বা হাওয়া করছে তারে,
 ব্যস্ত হ’ল সবে ;
 কারণ কিছুই যায় না বোঝা,
 ‘হিন্দি’ সে তো বেজায় সোজা,
 এমন কেন হবে ?

“বাবর শাহ ইতিহাসে
 আজকে ছিল পড়া ক্লাসে—”
 পাকুর দাদা বলে,
 “তাতেই বা কি ভয়ের অত,
 ভাল ছেলে পাকুর মত
 নাইকো তাদের দলে ।”

হঠাৎ পাকু আঙুল দিয়ে
 পুঁথির পানে দেয় দেখিয়ে,—
 সবাই দেখে চেয়ে,
 ‘বাবর-শা’ নয়—ইতিহাসে
 শুঁড় নাড়ে এক মাকড়শা সে
 পুঁথির পাতা বেয়ে ।

“বাবর শাহের পড়ার পাতে
 ঠাই নিয়েছে মাকড়শাতে,
 ফেললে বুঝি ছুঁয়ে!”
 এই না ব’লে আবার ছেলে
 পড়ার টেবিল উল্টে ফেলে’
 ডিগবাজি খায় ভুঁয়ে ॥

ঘুঘুরামের সিঙ্কিলাভ

পালোয়ান ঘুঘুরাম শুয়ে ছিল দাওয়াতে,
 চোখ তার ঢুলুঢুলু ভাং বেটে খাওয়াতে ।
 হারুদের দারোয়ান, পালোয়ান নেহাত-ই,
 খাসা তার বপুখান, ভাষা তার দেহাতী ।
 ভয় পেলে তোল্‌লায়, কথা যায় জড়িয়ে ;
 একটু সময় পেলে নেয় খালি গড়িয়ে ।
 কাজ নেই আজ তার, বাবু নেই বাড়িতে,
 চ’লে গেছে কলিকাতা সন্ধ্যার গাড়িতে ।
 ঘুঘুরাম তাই আজ ভাং খেয়ে চুটিয়ে,
 শুয়েছে দাওয়ার ‘পরে দেহ তার লুটিয়ে ।

ঝুরু-ঝুরু হাওয়া বয়, খাওয়া হ'ল প্রচুরই,
 মোটা মোটা রোটা আর মুচ্-মুচে কচুরি ।
 মাঝে মাঝে মোচে তার তা-ও দেয় ছ'হাতে,
 ভাং খেয়ে, মনে তার রং ধরে উহাতে ।
 হারুয়া বাড়িতে নেই, চ'লে গেছে তাহারা,
 ঘুঘুরাম একা তাই দেয় বাড়ি পাহারা ।
 সহসা ঘুমেতে তার চোখ এল জড়িয়ে,
 নাক ডাকে খাটিয়াতে দেহখানা ছড়িয়ে ।
 নাক ডাকে ঘুঘুরাম, বাঘ ডাকে যেন রে,—
 ঘর-দোর কেঁপে ওঠে মনে হয় হেন রে ।
 সহসা ঘুঘুর ঘুম ভাঙে রাত ছ'পরে,
 দেখে ছুটো ভাঁটা চোখ দাওয়াটার উপরে ।
 কালো-সাদা দাগ গায়ে প'ড়ে গেল নজরে,—
 'বা-বা-বা-বা বাঘ' ব'লে তোতলায় সজোরে ।
 নিঝুম নিথর গ্রাম, কেউ নাই জাগিয়া ;
 ঠকাঠক্ কাঁপে ঘুঘু দাঁতে দাঁত লাগিয়া ।
 থাবা ঘসে বাঘা ব'সে তেজ তার ভারি যে—
 গুঁড়ি মেরে কাছে আসে লেজ তার নাড়ি' যে ।
 কাঁপা-গলা চাপা সুরে ঘুঘু বলে কাতরে—
 “দো-দো-দো-দোহাই বাঘা, বনে ফিরে যা তো রে,
 আমি মা-মানুষ নই, আমি ঘুঘু পাখী তো,
 পিঁজরায় ব'সে আমি 'ঘু-ঘু-ঘু-ঘু' ডাকি তো—”
 কে শোনে ঘুঘুর কথা, রক্ষা কি আছে রে ?
 গুটি গুটি আসে বাঘা খাটিয়ার কাছে রে ।
 ঘুঘু চায় মিটিমিটি, কোথা আর পালাবে,
 আরো যদি কাছে আসে লাঠি তার চালাবে ।
 আরে একি, বাঘা দেখি ভর দিয়ে ছ'পায়ে,
 কাছে এসে অবশেষে নাচে নানা উপায়ে ।

খায় কভু ঘুরপাক্ ফঁ্যাচ্ ফঁ্যাচ্, আওয়াজে,
 তার পর শুরু হয় ডিগবাজি খাওয়া যে !
 ঘুরাম হেসে ওঠে দেখি' কেরামতি রে,
 বাঘ বটে, তবু সেটা সুরসিক অতি রে ।
 সারা রাত কেঁদো-বাঘ নেচে-কুঁদে চৈঁচায়ে
 এখন ঘুমায় প'ড়ে লেজখানি পেঁচায়ে ।
 প্রভাতের ঝিঝিরে বায়ু গায়ে লাগিয়া,
 সিদ্ধির ঘোর কাটে, ঘুঘু ওঠে জাগিয়া ।
 চেয়ে দেখে পাশে তার শুয়ে আছে ছলোটা,
 সারা গায়ে লেগে আছে কাদা আর ধুলোটা ।
 পাশে তার প'ড়ে আছে সিদ্ধির বাটি যে,
 এইবার ঘুঘুজীর মনে পড়ে খাঁটি যে—
 বাঘ নয় ছলো ওটা,—সিদ্ধির আমেজে,
 বাঘ তারে ভেবে ভয়ে সারা রাত ঘামে যে ।
 ছলোটাও বাটি চেটে, নেশা তার ধরেছে—
 তারি ঝাঁকে সারা রাত নেচে-কুঁদে মরেছে
 এখন ঘুমায় প'ড়ে সুখে মুখ গুঁজিয়া,
 হেসে ওঠে ঘুরাম ব্যাপারটা বুঝিয়া ॥

দাছুর খেয়াল

কাল্কে রাতে কল্কাতাতে কল্কে হাতে নিয়ে—
হারিয়ে গেল কোথায় দাছ তামাক খেতে গিয়ে।

এ-ঘর ও-ঘর সবাই খুঁজি,

আঁদাড়-পাঁদাড়, গলি-ঘুঁজি,

রাস্তা-পাশের আঁস্তাকুড়ে, আঁস্তাবলের কাছে,
সবাই মিলে খুঁজি, যেথায় সম্ভাবনা আছে।

কোথায় দাছ ? কোথায় দাছ ?—নাতনী এবং নাতি,
সবাই মিলে খোঁজার নেশায় উঠছি যেন মাতি’ ;

দিদিমা সে আন্না কালী,

ভয়েই লাগান কাণ্ডা খালি,

মানুষটা যে কোথায় গেল ! ভূতের ব্যাগার নাকি !

“দাছ, দাছ”—বলে সবাই করছি ডাকাডাকি ?

খুঁজে খুঁজে শেষের রাতে পেলাম খাটের তলে ;

যুচকি হেসে তখন দাছ মোদের ডেকে বলে,—

“তোদের বুড়ী দিদিমা যে

মরতে বলে সকাল-সাঁঝে,

সত্যি কি না লুকিয়ে থেকে জেনে নিলাম ছলে,

আন্না কালীর কাণ্ডা শুনে প্রাণটা গেল গ’লে ॥”

পৌষ-পার্বণ উৎসব

পিঠে পিঠে পিঠে,—

ভাবছি যতই খাবার কথা

লাগছে ততই মিঠে ;

পিঠে পিঠে পিঠে ।

ঐ চড়েছে রসের ভিয়ান,

আসছে রসের ছিটে ;

পিঠে পিঠে পিঠে ।

নলেন গুড়ের সৌরভে আজ

মশগুল যে ভিটে ;

পিঠে পিঠে পিঠে ।

ক্ষীর-নারিকেল লাগবে আরো ?

নিয়ে যা হাতচিঠে ;

পিঠে পিঠে পিঠে ।

কম খেলে আজ হবে রে ভাই

মেজাজটা খিটখিটে ;

পিঠে পিঠে পিঠে ।

পুসি বিড়াল পাতছে আড়ি,

চোখ ছটো মিটমিটে ;

পিঠে পিঠে পিঠে ।

এই রে, কেন তাড়িয়ে দিলি

একখানা থান-ইটে ?

পিঠে পিঠে পিঠে

রসপুলি আর গোকুল-চসির

রস যে গিঁটে গিঁটে ;

পিঠে পিঠে পিঠে ।

পিঠের লোভে হল্লা করে
 কাকগুলো ডানপিটে ;
 পিঠে পিঠে পিঠে ।
 শীতের ভোরে ঠাণ্ডা হাওয়ায়
 হাত-পা হ'ল সিঁটে ;
 পিঠে পিঠে পিঠে ।
 রসের কড়াই নামাও এবার,
 গুড় যে হ'ল চিটে ;
 পিঠে পিঠে পিঠে ॥

অসম্ভব ?

আরে আশুন লেখক মশাই, কী লিখেছেন ঢাখান তো,
 কী বলছেন ? হাতে হাতেই টাকাটা চাই একান্ত ?
 আমরা মশাই ব্যবসা করি, আপনি করেন সাহিত্য,
 মোদের ঘাড়ে পড়ে গিয়ে প্রচার করার দায়িত্ব ।
 আপনারা ছাই লিখেই খালাস, আমরা পড়ি ঠ্যালায় যে,
 চক্ষু ওঠে চড়কগাছে লাভ খতাবার বেলায় যে ।
 তবু জানি বাংলা দেশে সাহিত্যিকের অভাবটা,
 তার সঙ্গে কিছু কিছু জানি তাদের স্বভাবটা ।
 হিজিবিজি আঁচড় টেনে মোদের এনে দেখায় যে !
 মুণ্ডু মাথা, ভস্ম যা-তা থাকে তাদের লেখায় যে !
 দায়ে প'ড়েই কিনতে তা হয়, চক্ষু-লজ্জা নেহাৎ তো,
 পারতপক্ষে লেখা কারো করি না আর বেহাত তো ।
 শূন্য হাতে আপনাকেও ফেরাবো না এবারটা ;
 কঠিন হ'লেও, নিচ্ছি ঘাড়ে প্রকাশ করার সে ভারটা ।

এখন বলুন কত টাকায় ছাড়তে পারেন এ বইটা ?
 উচিত মূল্য বলেন যদি, নগদ টাকায় দেবই তা ।
 কী বললেন ? পঁচিশ টাকা ? তাক লাগালেন মশাই যে,
 সাহিত্যিকের ছদ্মবেশে আপনি দেখি কসাই যে,
 বইটা আমার নিতেই হবে, এমন কি আর গরজটা ;
 আচ্ছা দাঁড়ান হিসেব করি, পড়ল কত খরচটা ।
 চারটি আনার কাগজ খরচ, মিথ্যে করেন রহস্য,
 নিভ ও কালি পয়সা চারি, এর বেশি নয় অবশ্য ।
 অসম্ভব ও টাকার দাবী সাহিত্যিকের মানায় কি ?
 চোরাবাজার চালান বুঝি ? খবর দেব থানায় কি ?

লালচে ফাড়িঃ সবুজ পাতায়

লালচে ফাড়িঃ সবুজ পাতায়
 এক নিমেষে
 বসলো এসে
 দেখতে পেলাম কলিকাতায় ।
 দশটা বেলা,
 রই একেলা,
 সারা শহর রৌদ্রে তাতায় ।
 রাস্তা দিয়ে
 হন্থনিয়ে
 চলছে লোকে ঝাঁকের মাথায় ।
 সামলে কোঁচা—
 ছুটছে চৌঁ-চাঁ,
 ঝাঁকুড়ে ধ'রে ছত্র-ছাতায় ।

সদলবলে
আপিস চলে—
পিষ্ট যত কাজের যাঁতায় ।
ফড়িং আসে
পাতার পাশে,
কেউ তো ফিরে দেখছে না তায় ।
জান্‌লা ধারে
তাই এবারে
লালচে ফড়িং আমায় মাতায় ।
নই যে আমি
আপিস-গামী,
তাইতো ব'সে কাব্য-গাথায়
ফড়িং ওড়ে
পুলক ভরে
লিখছি সেটা আমার খাতায় ॥

আটটি আনা পয়সা

আটটি আনা পয়সা ছিল
 খোকনবাবুর ট্যাঁকে,
 তাই নিয়ে সে ঘুমের মাঝে
 স্বপ্ন কত ছাখে ।
 রথের মেলায় কিনবে গাড়ি,
 খেলনা কত রং-বাহারী,
 লাটু, লাটাই, মণ্ডা-মেঠাই
 কিনবে মনের সাথে,
 ছপুর বেলা ঘুমের ঘোরে
 হাসছে সে আহ্লাদে ।
 এমন সময় বাহির পথে—
 “চাই চানাচুর” শব্দ হ’তে
 ঘুম ভেঙে যায় খোকনবাবুর,
 মানলো না আর মানা,
 আটটি আনা পয়সা দিয়ে
 আনলো কিনে ‘চানা’ ॥

অদ্ভুত কারবার

অদ্ভুত কারবার !

দাদা যায় গাধা চ'ড়ে

‘ডায়মন হারবার ।’

তিন মণ দেহ তার

লাগে ভারি ভারভার ।

গাধা ব্যাটা বাধা পেয়ে

ঠ্যাং ছোঁড়ে বারবার ।

দাদা ভাই লোক নয়

কারো ধার ধারবার ।

মাঝে মাঝে ভান করে

পিঠে ছড়ি ঝাড়বার ।

গাধার ক্ষমতা নাই

দেহটুকু নাড়বার ।

উল্টিয়ে ডিগবাজি

খেল দাদা চারবার ।

গতিক হ'ল যে তার

নাড়ীটুকু ছাড়বার ।

ফন্দি করেছে গাধা

দাদাটিকে মারবার ।

তবু দাদা চলে আজ

‘ডায়মন হারবার ।’

অদ্ভুত কারবার ॥

রামার কাণ্ড

আশুন, আশুন বটুকবাবু, কী সৌভাগ্য আমার !
 ওরে রামা কোথায় গেলি ? সাড়া যে নাই রামার !
 ওরে রামা চা ক'রে আন, হাঁ, বলছি আবার,
 বটুকবাবু হেথায় এলেন, আন কিছু জলখাবার ।
 বশুন, বশুন বটুকবাবু, শুভাগমন ভোরেই,
 মহামাণ্ড অতিথি আজ এলেন আমার দোরেই ।
 সিমলা থেকে এলেন কবে ? ভালো তো সব খবর ?
 স্বাস্থ্য দেখি ফিরেছে বেশ, মোটা হলেন জবর ;
 চালের কি দর ? কাপড়-চোপড় পাওয়া কি যায় প্রচুর ?
 মোদের কথা বলবার নয়, ব্যবস্থা সব কর ।
 কোনো রকম প্রাণটা নিয়ে বেঁচে আছি মশাই,
 আধ-পেটা আর আধ-কাপড়ে দেখুন না কী দশাই !
 একমাত্র ভেজাল খাঁটি, আর যে বুটো সকল,
 ডামাডোলে ঘুলিয়ে গেছে আসল এবং নকল ।
 খাচ্ছে ভেজাল, পথ্যে ভেজাল মেশাচ্ছে সব ইতর,
 ছাঁকোর জলের গন্ধ আসে ডাবের জলের ভিতর ।
 এবার ধোপে টিক্লে বাঁচি, অবস্থা যা আয়ের,—
 আরে রামা কোথায় গেলি ? ব্যবস্থা কর চায়ের ।
 এই যে রামা চা এনেছিস্ ! আশুন, বটুক গোসাঁই,—
 জীবন-নাটক হয়েছে আজ প্রহসন যে মশাই ।
 এই মরেছে,—ওরে রামা, চায়ে গন্ধ কিসের ?
 হ্যাক্ থু রামো, সক্রটিসের এষে ভাণ্ড বিষের !!
 বটুকবাবুর আসছে বমি,—দামড়া, পাঁঠা, ছাগল,—
 হদ্দ বোকা, লাগাস্ ধোঁকা, করলি আমায় পাগল ।
 কী বললি ? চা ছেঁকেছিস্ মোজা দিয়ে আমার !!
 হারামজাদা, বেকুব হাঁদা গবেট-গাধা, চামার ।

কইব কত দুখের কথা, সইব কত ধকল,
 নতুন মোজা নষ্ট ক'রে পণ্ড করিস্ সকল ?
 হতচ্ছাড়ার ভঙ্গী দেখে যাচ্ছি ক্রমে চ'টেই,
 এঁগা কী বলিস্ ? নতুন মোজায় হাত দিস্নি মোটেই ?
 আর-বছরের নোংড়া-ছেঁড়া বাতিল-করা মোজায়—
 চা ছেঁকেছিস্ ? গন্ধ যে তাই আসছে চায়ে সোজায়,
 বটুকবাবু, করুন ক্ষমা, কী করব মশাই,
 ইচ্ছা করে ভণ্ড ব্যাটার মুণ্ডটা আজ খসাই ;
 গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মেজাজ হ'ল গরম,
 রামায় নিয়ে চিরটা-কাল সুখেই আছি পরম ॥

অপরাধ

মাগো !

খুব ভোরে আজ ঘুম ভেঙে গেল—তাই তাড়াতাড়ি উঠে
 কি জানি কি ভেবে দোর খুলে আমি, বাহিরে গেলাম ছুটে ;
 মাচায় ঝোলানো লোহার খাঁচাটি খুলিয়া দিলাম ধীরে ;
 উড়িয়ে দিলাম ভোরের আলোয় পোষা সে ময়নাটিরে—

ভাবি নাই আগু-পিছু—

ময়না উড়িয়ে বল বল মাগো, দোষ কি করেছি কিছু ?

মাগো !

তখনো রোদের ঝাঁঝ বাড়ে নাই, -দেখিলাম আঁখি মেলে,
 ছুয়ারে ছুয়ারে কেঁদে কেঁদে ফেরে দুখীদের এক ছেলে ;
 গায়ে জামা নাই কেঁপে মরে তাই পউষের হিম বায়ে,—
 আমার গায়ের চাদরখানিরে জড়ালাম তার গায়ে :

ভাবি নাই আগু-পিছু—

আমার চাদর তারে দিয়ে মাগো দোষ কি করেছি কিছু ?

বনের ময়না বনে উড়ে গেছে—মাগো তার কথা ভোলো,
 আমাদের তা'তে ক্ষতি নাই কিছু, ওর ঢের লাভ হ'ল ।
 ছুখীর ছেলেরে চাদর দিয়েছি, মাগো সেই কথা শোনো,
 আমার চাদর ছুইখানি আছে—ওর কাছে নাই কোনো ।
 ভাবি নাই আণ্ড-পিছু—
 দোষ যদি হয় মাথা পেতে নে'ব—শাস্তি যা দেবে কিছু ॥

আমি দেখেছিলাম

আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে—
 তিসির ক্ষেতে পথ গিয়েছে বেঁকে,
 কৃষ্ণচূড়া খোঁপায় প'রে
 চলেছে মেয়ে গরব-ভরে—
 কলস কাঁখে
 নদীর বাঁকে—
 যেথা টুপটুপিয়ে মছয়া ফুল ঝরছে পেকে পেকে ;
 আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ।

সূর্য তখন অস্তাচলে চলে,
 পলাশ-বনে রঙের মশাল জ্বলে,
 মহিষ চ'ড়ে চলছে ছেলে—
 দেখছে আমায় নয়ন মেলে,
 হাতের বাঁশি
 সুরের রাশি

যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল আমায় দেখে দেখে
 আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ।

ঢালু পথের মেহেদী-বন ছাড়ি'
 মরা-নদীর চড়ায় নামে গাড়ি,
 বালুর চড়ায় চলছে ডুলি—
 বেহারাদের শুনছি বুলি,
 ডুলির মাঝে

চলে ছোট্ট মেয়ে শশুরবাড়ি মাথায় সিঁছর মেখে ;
 আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসে ক্রমে,
 পাহাড়-তলে আঁধার আসে জ'মে ;
 শালের বনের আড়াল থেকে
 শেয়ালগুলো উঠল ডেকে,
 এমন ক্ষণে
 পূব-গগনে

জাগে শূক্কা একাদশীর সকল আঁধার ঢেকে ;
 আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ।

মাদার-তলার আঁধার ফাঁকে ফাঁকে
 আলো-ছায়ার আল্পনা কে আঁকে ?
 পথের-পাশের পাথরকুচি—
 ফুল ধরেছে গুছি গুছি,
 তারই ধারে
 মেথির ঝাড়ে

কত জোনাক-মেয়ে আলোর প্রদীপ যাচ্ছে রেখে রেখে ;
 আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ।

শাস্ত্র-নিবিড় কুটীরগুলির পাশে
 এবার আমার গরুর গাড়ি আসে ;
 ছায়ার মত ছেলের দলে
 মাদল বাজায় গাছের তলে,—
 শীতল ছায়ে
 তাদের গায়ে

সাদা চাঁদের আলোর উল্কি কে রে দিচ্ছে এঁকে এঁকে ?
 আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ।

আধো-আঁধার পলাশ-ডাঙা গাঁয়ে
 কে চলে আজ আলতো পায়ে পায়ে ?
 কে গেছে আজ পাহাড়-তলে—
 ঘর ফেরে নি সন্ধ্যা হ'লে,
 জননী যে
 খুঁজছে নিজে,

আহা ছেলের তরে আকুল হয়ে ফিরেছে ডেকে ডেকে ;
 আমি দেখেছিলাম গরুর গাড়ির থেকে ॥

পতাকা-উত্তোলন

হের হের সবে মহা গৌরবে
 পতাকা-উত্তোলন,
 এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
 কিশোর-কিশোরীগণ ।
 গৈরিক-শ্বেত-হরিতে রঙীন,
 মাঝেতে অশোক-চক্রের চিন্,
 মহাভারতের প্রতীক স্বাধীন—
 এ পতাকা অমুখন ;
 এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
 কিশোর-কিশোরীগণ ।

গৈরিক রং 'ত্যাগ-সংযম'
 করিতেছে ইঙ্গিত,
 শুভ্র-বর্ণে 'শান্তি-সত্য',
 সকলের যাতে হিত ।
 সবুজ বর্ণ হের বারবার—
 'নিষ্ঠা-সাহস' করিছে প্রচার,
 অশোক-চক্র গতি দুর্বীর
 দুর্গতি-বিনাশন ;
 এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
 কিশোর-কিশোরীগণ ।

এই সে পতাকা—যারে একদিন
 বর্বর, শয়তান—
 দলেছিল পায়ে, আশুনে পোড়ায়
 করেছিল অপমান ।

এই সে পতাকা, মুরতি যাহার
সহিতে না পারি' শাসকেরা আর
আইনের ফাঁদে টুঁটি টিপিবার
করেছিল আয়োজন ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ ।

এই তিনরঙা পতাকার মাঝে
লুকানো যে ইতিহাস,
ছড়ানো যে-সব গৌরব-গাথা,
জড়ানো যে বিশ্বাস,
তুলনা তাহার মিলিবে কোথায় ?
কত আঁখিজল ও-রঙে শুকায়,
কত রক্তের ঢেউ বয়ে যায়,
কে করে তা বর্ণন ?
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ ।

এ পতাকা ধ'রে সহে কত ক্লেশ
ভারতের সম্মান,
কত নরনারী বরিল মরণ
রাখিতে ইহার মান ।
ধ্বংস হয়েছে কত পরিবার,
স্মরণ হ'ল না কত প্রতিভার,
মর্যাদা দিতে এই পতাকার
করিল মৃত্যুপণ ;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
কিশোর-কিশোরীগণ ।

বিদেশী শাসক দূরে অপগত,
 শোষণের হ'ল শেষ,
 সিংহের সাথে সংগ্রাম ক'রে
 মোরা ফিরে পেলুম দেশ ।
 জয় নেতাজীর, মহাত্মাজীর,
 জয় জয় যত দেশ-কর্মীর,
 মৃত্যু বরিল যত যত বীর
 গাহ জয় আজীবন ;
 এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
 কিশোর-কিশোরীগণ ।

এই পতাকার তলে আমাদের
 মলিনতা ঘুচে যাক্,
 এ তিন-রঙের মহিমার জ্যোতি
 অন্তরে জেগে থাক্ ।
 সত্য-শ্রায়ে হব সৈনিক,
 হব সংযমী, হব নির্ভীক,
 শান্তির বাণী ঘোষি' চারিদিক্
 করিব আন্দোলন ;
 এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
 কিশোর-কিশোরীগণ ।

এসো করি পণ, ভাই-বোনগণ,
 রাখিব ইহার মান—
 এই পতাকার মর্যাদা দিতে
 করিব জীবন দান ।
 এদেশ হইবে সবার প্রধান,
 গুণে মানে আর জ্ঞানে গরীয়ান,

দেশে দেশে এই মুক্তি-নিশান
 পাবে অভিনন্দন ;
 এ পতাকা তলে এসো দলে দলে
 কিশোর-কিশোরীগণ ॥

আমরা কিশোর শান্তি-সেনা

আমরা কিশোর শান্তি-সেনা, ভ্রান্তি-নাশার দল,
 ঘুচিয়ে দেব এই ছুনিয়ার সকল অমঙ্গল ।
 নূতন-ব্রতে দীক্ষা নিয়ে করব রে যাত্রা,
 যাব, যাব শ্যাম-মালয়ে, যাভা-সুমাত্রা,
 চীন-জাপানের কিশোর দলে ভিড়ব অবিরল ;
 শান্তি-সেনার দল ।

করব মোরা কঠোর শপথ, গড়ব নূতন পথ,
 চেতন-আনা কেতন নিয়ে ছুটবে মোদের রথ ।
 আত্মঘাতী যে-সব জাতি স্বার্থেতে অন্ধ,
 তাদের দেশে আনব মোরা আনন্দ-ছন্দ ;
 রুখব তাদের, চাইছে যারা আনতে রসাতল ;
 শান্তি-সেনার দল ।

আমরা কিশোর, চলব মিশর, আরব, সিরিয়ায়.
 রাশিয়া আর মাঞ্চুরিয়ায় মন যে যেতে চায় ;
 ট্রান্সজর্ডন, প্যালেস্টাইন, তুর্কি, পারস্য,
 ফিলিপাইন, ফরমোসাতে ঘুরব অবশ্য ;
 চলব মোরা সায়াম, এনাম, ব্রহ্ম ও সিংহল ;
 শান্তি-সেনার দল ।

করতে যদি হয় আমাদের আত্মবিসর্জন.
স্বার্থ-হারি আদর্শবাদ করব না বর্জন,
সব-এশিয়ার কিশোর মিলে গড়ব যে সঙ্ঘ,
মরণ বরণ ক'রেও ব্রত করব না ভঙ্গ,
জ্বালব ধরায় প্রীতির আলো, প্রেমের হোমানল,
শান্তি-সেনার দল ।

কামান-গোলা, অ্যাটম্-বোমা মোদের তরে নয়,
ধ্বংস তারা করতে পারে, করতে পারে ক্ষয়,
আমরা যে চাই নূতন ক'রে ছুনিয়া গড়তে,
অমৃত ফল আনতে যে চাই এই মৃত মর্ত্যে,
চাই ঘুচাতে হিংসা-দ্বেষের উগ্র হলাহল,
আমরা কিশোর শান্তি-সেনা, ভ্রান্তি-নাশার দল !

জাগে রে কিশোর জাগে

প্রাচীন যখন ঘুমায় আঁধারে,
কিশোর আলোকে জাগে,
প্রাচীন যখন পিছনে হাঁটিবে
কিশোর ছুটিবে আগে ।

প্রাচীনে কিশোরে হবে রেঘারেঘি,
দূরের পাড়িতে কার দম বেশি,
প্রাচীন সে হয় প্রতিযোগিতায়
প'ড়ে রবে বহু পাছে,
কিশোর তখন দূর-পাল্লায়
বাজি-মাৎ করিয়াছে ।

প্রাচীন যখন বিধি ও নিষেধে
 আপনারে সদা রাখে ধ'রে-বেঁধে,
 কিশোর তখন গণ্ডি ভাঙিয়া
 চ'লে যাবে অনায়াসে,
 প্রাচীন যখন হতাশায় কাঁদে
 কিশোর তখন হাসে ।

প্রাচীন যখন মরণের ভয়ে
 থরোথরো কাঁপে জড়সড় হয়ে,
 কিশোর তখন হাসিয়া দাঁড়ায়
 মৃত্যুর মুখোমুখি,
 প্রাচীন যখন প্রতিকূলে যায়,
 কিশোর দাঁড়াবে রুখি' ।

প্রাচীন যখন প্রাচীর তুলিবে
 কিশোর তখন ছয়ার খুলিবে,
 প্রাচীন যখন বিভেদ ঘটাবে,
 অগ্নিরে রাঙাবে আঁখি,
 কিশোর তখন বিলাবে সবারে
 মিলনের রাঙা-রাখি ।

প্রাচীন যখন ভাঙে হেলা ভরে,
 কিশোর তখন নব-ছাঁদে গড়ে,
 প্রাচীন যখন ঘরে দ্বার রুখি'
 রহে অস্তি সাবধানে,
 ছঁশিয়ার যত কিশোর তখন
 সারা ছনিয়ারে টানে ।

প্রাচীন-কিশোরে ঘন-সংঘাতে
বহু আসিবে নব-গঙ্গাতে,
নব-ভগীরথ শঙ্খ বাজায়
শোনো ঐ দূরে দূরে,
ভারতের যত কিশোর কিশোরী
নাচে সেই সুরে সুরে ।

জাগে রে কিশোর জাগে—
নূতন উষার নবীন জগৎ
গড়িবে সে অমুরাগে ॥

আমাদের দাবী

আমরা কিশোর, আমাদের দাবী সামান্য অতিশয়,
চিরদিন ধরে ক্ষতি সহিয়াছি, আর কত ক্ষতি সয় ?
নগণ্য মোরা নই,
অগণ্য এই কিশোর আমরা কত মুখ বুজে রই ?

আমরা জানাব আমাদের দাবী অভাবিত ঘোষণায়,
কঠোর কঠে জানাব মোদের অধিকার ছনিয়েয় ।

আমরা বাঁচিতে চাই,
কে বাঁচিবে বলো, স্বাধীন-মাটিতে মোরা যদি ম'রে যাই ?

আমাদের যারা ভুল পথে নেয়, তেলে দেয় ভেদ-বিষ,
যন্ত্রণা-ভরা কুমন্ত্রণায় কুহরে অহর্নিশ,—

মানিব না তাহাদের,
যুগে যুগে মোরা ভুল পথে চ'লে ভুগে ভুগে গেছি ঢের ।

বিরাট কিশোর-রাজ্যের মাঝে আমরা অধীশ্বর,
সবাই সেথায় পবিত্রতায় অপূর্ব সুন্দর,
নির্মল, নিষ্পাপ,
মোদের রাজ্যে লাগিবে না কভু বিধাতার অভিশাপ ।

কালনেমি আর শকুনি মামার গুপ্তচরের দল
ভাঙন ধরাতে করে ঘোরা-ফেরা, করে ছলনা ও ছল ;
যে সব ফন্দিবাজ—

আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাড়াও তাদের আজ ।

ভেজাল-বিহীন খাচ মোদের খেতে দাও ভরপুর,
শিক্ষার কর নব ব্যবস্থা, মূর্খতা কর দূর,
হে দেশ-নেতার দল,

জানো না তোমরা, মোদের পাথেয় নাহি কিছু সম্বল ?

পুঁজিবাদী করে টাকা নিয়ে খেলা, তাদের কুকুরো খায়,
দেখ কত শত শিশু-ভগবান ক্ষুধায় মরিয়া যায় ;
এমন আইন চাই—

যে আইন-বলে শিশু ও কিশোর বাঁচিবে সর্বদাই ।

শিশু ও কিশোর জাতির মজ্জা, মর্যাদা নাহি পায়,
অমানুষ হয়ে তারা যদি রয়, দেশ যাবে গোল্লায় ;
দাবী করি বারবার—

আণবিক নয়, চাই শুধু মোরা মানবিক অধিকার ॥

আমরা বাঙালী

আমরা বাঙালী, এ কথা জানাই গর্ব ও গৌরবে,
বাংলার বৃকে আজো বেঁচে আছি অতীতের সৌরভে ।
অতীতের সেই বলী-বাঙালীরা আনন্দময় জাতি ।
মনের স্বাস্থ্য, দেহের স্বাস্থ্য অতুলন দিবারাতি ।

ঢেঁকি ঘুরাইয়া, লাঠি উচাইয়া তাড়াত ডাকাত-চোরে,
গোটা পাঁঠা খেয়ে করিত হজম অজেয় মনের জোরে ।
উন্নত গ্রীবা, কপাটবক্ষ, দেহ সুদীর্ঘ, উঁচা,
বিশ্বকর্মা-ঘরে যেন আজ ঘোরাফেরা করে ছুঁচা ।

মরিতে বসেছি আমরা বাঙালী, সবই গেছে আজ ভেসে,
সোনার বক্ষে মরিচা ধরেছে, ভাঙন ধরেছে দেশে ।
ভাঙন ধরেছে বাঙালীর মনে, ভাঙন ধরেছে দেহে,
খাদ মিশে গেছে আন্তরিক সে শ্রদ্ধা-প্রণয়-স্নেহে ।

যৌবন-ভরা মৌ-বনে আজ মৌ নাই এক কড়া,
তিলু রসেতে সিক্ত পরান, রিক্ততা আগাগোড়া ।
বৃকে নাই আশা, মুখে নাই ভাষা, নাহি সে পূর্ব খ্যাতি,
গৌরবময় বাঙালী এখন মুমূষু এক জাতি ।

আমার কথার সত্যতা যদি করো কেউ সন্দেহ,
যতেক স্বাস্থ্য-নিবাসের প্রতি একবার মন দেহ ।
বাঙালী সেথায় অগ্রগণ্য, সবার প্রধান তারা,
ভুগে ভুগে সার অস্থি-চর্ম, রোগে শোকে দিশেহারা ।

ফুস্ফুসে ব্যথা, ঘুষ্ঘুষে জ্বর, খুস্খুসে কাসি আদি,
চুল হতে নোখে গিজ্ গিজ্ করে বিচিত্র সব ব্যাধি ।

পালাজ্বর আর কালাজ্বর-জ্বালা, নাহিকো রক্ষা তাতে,
অক্লা পাবার দাখিল হয়েছে যক্ষ্মা-পক্ষাঘাতে ।

আধি ও ব্যাধির ডিপো নিয়ে তারা অকালে আনিছে জরা,
জীবন মৃত্যু সমান তাদের সগোত্র বাঁচা মরা ।

অতীতের সেই প্রাণবান জাতি, জীবন্ত ছিল যারা—
কালের গর্ভে লয় পেয়ে গেছে, আজ আর নাহি তারা ।

তাজা ফুলদল ঝরেছে ধূলায়, ম'রে গেছে কোন্ কালে,
বাংলা জুড়িয়া ঘোরা-ফেরা করে বাঙালীর কঙ্কালে ।
কেন এই রোগ, কেন এই ভোগ ? উত্তর কেবা দেবে ?
স্বখাত-সলিলে মরিতেছি ডুবে, কেহ কি দেখেছে ভেবে ?

কার্যের ধারা, চিন্তার ধারা সকলই গিয়াছে ঘুরে,
ভুল পথ ধ'রে ক্রমাগত মোরা কেবলি চলেছি দূরে ।
স্বার্থ-আধারে ডুবেছি সবাই, অকপটে আজ বলি,
যেখানে বাঙালী সেখানে কেবল দল আর দলাদলি ।

মাথা চাড়া দিয়ে ওঠো ভাই ফের বিস্মৃতিয়াসে'র মত,
আমরা যে 'অমৃতশ্রু পুত্র' মনে রেখো অবিরত ।

যত ভুল ক্রটি, দোষ অপরাধ, যাও একবারে ভুলে,
বাঙালী আবার স্বাধীন ভারতে খাড়া হও মাথা তুলে ।

নব চেতনার বহালে জোয়ার কোথাও পাবে না বাধা,—
বাঙালী আবার ফিরে পাবে সেই শৌর্ষের মর্যাদা ॥

মোদের শত্রু এরা

যারা খুনী আর যাহারা ডাকাত, আঘাত হানিতে আসে,
অপরের বুকে ছুরি হেনে যারা তুরীয়ানন্দে হাসে,
তাহাদের ক্ষমা করি,
নির্বোধ তারা, অজ্ঞান তারা—সারাটা জনম ভরি' ।

কিন্তু যাহারা শিক্ষিত ব'লে সভ্য-সমাজে মেশে,
অতি সাবধানে ক্ষতি ক'রে যায় শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশে,
তাদের চিনিয়া রাখো,—
নিশ্বাস অতি বিষাক্ত, কভু বিশ্বাস কোরো নাকো ।

যাহারা কেবল পরগ্রাস কেড়ে বাড়ায় নিজের ভুঁড়ি,
আপনার পুঁজি ভরিতে করিছে কাঙালের ধন চুরি,
খায় গরীবের মেরে—
আমরা কিশোর কৃপা করিব না সে সব বর্বরেরে ।

যাহারা জালেতে ছেয়ে ফেলে দেশ, জাতির ধ্বংস আনে,
টাকার নেশায় ভেজাল মেশায় ক্ষুধার অন্ন-পানে,
সে সব ব্যবসাদারে—
হোক আত্মীয়, কিশোরেরা কভু নাহি পারে ক্ষমিবারে ।

চোরা-কারবার চালায় যাহারা, বাটপাড়ি করে যারা,
রাহু-বিমুক্ত দেশের অঙ্কে চির-কলঙ্ক তারা ।
যারা চোখে দেবে ধুলো,
সেই ধুলো শেষে অন্ধ করিবে তাহাদের চোখগুলো !

যারা রত সদা মেয়েদের আর মায়েদের অপমানে ;
আমরা কিশোর সাবধান করি সেই সব শয়তানে,
তারা নর-সারমেয়,
নরকের কীট তাহারা, পথের কুকুরের চেয়ে হয় ।

দেশের শত্রু, দেশের শত্রু, মোদের শত্রু এরা,
দেহের ছুঁষ্ট-ক্ষতের মতই এ সব পাষণ্ডেরা ।

স্বাধীন ভারতে আজি—
ঘুচাব আমরা যত মেকি, ফাঁকি, যতক ধাপ্লাবাজি ॥

তোমরা চেনো কি তারে ?

তোমরা চেনো কি তারে—

তোমাদের মাঝে গোপনে যে জন ডেকে যায় বারে বারে ?
হয় না বাহিরে প্রকাশ যাহার,
চোখ-ঝলসানো নাহিকো বাহার,
দেখানো ঠমক, জমক-জাঁকের কোনো ধার নাহি ধারে,—
তোমরা চেনো কি তারে ?

খুঁজে দেখো ভাই, তোমাদের মাঝে বাস করে সেই প্রিয়,
পরম-বন্ধু তোমাদের সে যে, সব-চেয়ে আত্মীয় ।

কান পেতে যদি শোনো বাণী তার,
শুনিবে সে বাণী কোরান-গীতার,
সব ধর্মের মর্মের বাণী তারই মুখে ঝঙ্কারে,—
তোমরা চেনো কি তারে ?

গভীর অতলে মনের গহনে গোপনে বসিয়া আছে,
 ধ্যান আছে যার, জ্ঞান আছে যার, ধরা দেয় তার কাছে ।
 সেই সে পরম পরশ-রতন,
 লোহারে করিবে সোনার মতন,
 অশুর পশুর ক্ষমতা হারায় যার কাছে একেবারে,—
 তোমরা চেনো কি তারে ?

তোমরা কিশোর ধ্যান কর সেই সত্য ও সুন্দরে,
 জানো না তো ভাই সে মহা-তাপস কত মহা গুণ ধরে !
 যাহার বিমল তেজের প্রভায়,—
 বিশ্ব-জগৎ আলো হয়ে যায়,
 সব মলিনতা, সকল দীনতা যায় সদা ছারেখারে,—
 তোমরা চেনো কি তারে ?

বাঁচার মন্ত্র যে বলিয়া দেবে তোমাদের অবিরত,
 শুভ-বুদ্ধির উদয় যে করে,—হও তারি অমুগত ।
 অন্তর-লোকে যাহার আসন,
 রণি' রণি' ওঠে যাহার ভাষণ,
 যার বাণী সদা হানিছে আঘাত তোমাদের দ্বারে দ্বারে,—
 তোমরা চেনো কি তারে ?

তোমরা কিশোর, তোমরা তরুণ, আলোকের সঙ্কানী,
 আঁধার-কুহেলী যে করে ছেদন, শোনো শোনো তার বাণী ।
 যার নাহি ছল, যার নাহি ভেক,
 কল্যাণময় সেই সে 'বিবেক'—
 তোমাদের ঐ ডেকে ডেকে ফেরে আলোকের শারাবারে,—
 তোমরা চেনো কি তারে ॥

বন্ধুর দান

জানে নিবারণ—

দীঘুর সহিত মেশা তাহার বারণ ।

দীঘু সে দীনের ছেলে বড়ই ইতর—

বাস করে বস্তুতে কুঁড়ের ভিতর ।

নিবারণ ধনীদেব স্নেহের ছলল,

আছরে গোপাল ।

দীঘু বড় ছোটলোক, হীন জানোয়ার—

অতি কদাকার ।

ভূতের মতন তার চেহারা যেমন,

স্বভাব তেমন ।

তার সাথে যেন নিবারণ

নাহি মেশে, পিতার বারণ ।

রাস্তার এক পাশে দীঘুদের ঘর,—

ভাঙা কুঁড়ে গলির ভিতর ।

বিপরীত দিকে তার বিরাট বিশাল—

নিবারণদের বাড়ি আছে বহুকাল ।

চুপে চুপে নিবারণ দীঘু সাথে করে গিয়ে ভাব,

শিশু কিনা,—সরল স্বভাব ।

দীঘুর যে বাপ নাই,—

ছুখিনী মা তার

কোনোরূপে ভিক্ষা ক'রে

জোগায় আহাৰ ।

বহু কষ্টে আছে ছুই জন,

শুনে ব্যথা পায় নিবারণ ।

বড়ই গরীব দীঘু, তেলহীন রুক্ষ কেশ,
 অন্ন বিনা শীর্ণ দেহ, জীর্ণ তার বেশ,
 চেয়ে চেয়ে দেখে নিবারণ,—
 ব্যাকুল হইয়া ওঠে মন ।

লুকিয়ে নিজের যত খাবারের ভাগ—
 দীঘুরে সে দিয়ে আসে, জানায় সোহাগ ;
 মুখে তার দেয় নিজ হাতে
 চুপি চুপি অতি নিরালাতে ।

দেখিলে দীঘুর চোখে জল—
 তারও চোখ করে ছল্ ছল্ ।
 কেন তার সাথে মেশা দীঘুর বারণ
 না বোঝে কারণ ।

মাঘ মাস, বড় শীত পড়েছে সেবারে,—
 হিমের তুহিন স্পর্শে কেঁপে সবে সারা একেবারে ।
 সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে আপনারে করিয়া গোপন—
 চলে নিবারণ ।

দেখেছে সে দীঘুটারে—
 কুটিরের একধারে—
 ব'সে ব'সে আগুন পোহায়—
 ঠক্ ঠক্ কাঁপে শীতে, ছেঁড়া এক জামা শুধু গায় ।

চুপি চুপি নিয়ে তার পশমের গরম চাদর—
 দীঘুরে করিল দান জানায়ে আদর ।
 এই শীতে দিঘু আহা কত কষ্ট পায়,
 নিবারণ আরামেতে কি ক'রে ঘুমায় ।

দীলু আর নিবারণে কি আর প্রভেদ—
 কেন তার সাথে মেশা দীলুর নিষেধ ।
 সেও তো মানবশিশু তাহারি মতন,
 ভেবে ভেবে সারা হয় শিশু নিবারণ ।

পরদিন ভোরবেলা সারা পাড়াময়
 উঠিল বিষম রোল, সোজা কথা নয়,
 ভীষণ ব্যাপার,
 চুরি গেছে বাবুদের ছেলের ব্যাপার ।
 দীলু নাকি চুপি চুপি নিয়ে গেছে এসে কাল রাতে—
 পড়েছে সে ধরা হাতে হাতে ।

বাবুর হুকুমে এসে দারোয়ান বেদম গাঁয়ার—
 বেচারী দীলুরে তেড়ে করিল প্রহার ।
 গায়েতে জড়ানো ছিল যেচে-দেওয়া বন্ধুর সে দান,
 ছিনিয়ে নিল তা কেড়ে বাবুর হুকুমে দারোয়ান ।

মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দীলু কাঁদে,—
 হায় হায় কোন্ অপরাধে
 আজ এত সাজা হ'ল তার ?
 ভাবিয়া না পায় বারবার ।

হেনকালে নিবারণ দীলুর রোদন শুনি' কানে
 ছুটিয়া আসিল সেইখানে ।
 ব্যাপার দেখিয়া তার ছুই চোখে অশ্রু হ'ল জমা—
 দীলুরে জড়িয়ে বুকে বলে—“ভাই, কর মোরে ক্ষমা ॥”

মহিম-রহিম

মহিম রহিম দুটি ছেলে—

এক মন, এক প্রাণ ,
মহিম সে গোঁড়া হিন্দুর ছেলে,
রহিম মুসলমান ।

তাহ'লে কি হয়,—বন্ধু যে তারা,
তফাত কে করে ভাই,—
দুটি ছোট প্রাণ, তাজা দুটি ফুল,
কোনো মলিনতা নাই ।

বালক রহিম মক্তবে পড়ে,
মহিম পাঠশালায়,—
একই পথে রোজ মহা-উৎসাহে
হাত ধ'রে তারা যায় ।

মক্কা ও কাশী এক ক'রে দিল
দুটি ছোট শিশু ভাই,—
জম্জম্ জল গঙ্গায় এলো—
কোনো সন্দেহ নাই ।

মন্দিরে আর মস্জিদে হ'ল
প্রাণে প্রাণে পরিচয়
চেরাগের বাতি পঞ্চপ্রদীপে
গলাগলি ক'রে রয় ।

রহিম মহিমে কোলাকুলি হ'ল
খোলাখুলি হ'ল প্রাণ,
এক হয়ে গেল উল্লাসে আজি
আল্লা ও ভগবান ।

হিন্দুর ঘরে শিশুর মহলে
কে আছ মহিম ভাই,
মোল্লা ঘরের রহিম যে ডাকে,
আয় আয় ছুটে তাই ।

আজ সে রহিম জুড়ে থাক্ ভাই
প্রতি মুসলিম ঘর,
মহিমের স্মৃতি ভ'রে থাক্ নিতি
হিন্দুর অন্তর ॥

কে বড় ?

ছেলে

জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ মোরা যত ছেলের দল,
মোদের নিয়েই বিশ্বমাতার মুখখানি উজ্জ্বল ।
আমরা ছেলে, সবার সেরা, সবার প্রধান হই,
বুদ্ধি এবং জ্ঞান-গরিমায় সবার উপর রই ।
এই জগতে জ'ন্মে গেছেন শ্রেষ্ঠ যত বীর
মোদের মাঝেই জন্ম তাঁদের, জানবে সেটা স্থির ।
জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ যাঁরা দীপ্ত প্রতিভায়
যশের আলো ছড়ান যাঁরা বুদ্ধি ও বিদ্যায়,
কত শত মহাপুরুষ, যোগী-ঋষির দল,
মোদের মাঝেই স্পষ্ট তাঁরা ছিলেন অবিরল ।

সেই সে সুদূর অতীত হতে বর্তমানের কাল
 মোদের বিরাট কীর্তি-চাকা ঘুরছে সুবিশাল ।
 আমরা ছেলে, তোমরা মেয়ে, অনেক ব্যবধান,
 যুগে যুগে আমরা চালাই বিরাট অভিযান ।
 অখ্যাত আর অজ্ঞাত দেশ মোদের আবিষ্কার,
 বিশাল মরু, বিরাট পাহাড় আমরা যে হই পার ।
 নিবিড় গভীর অরণ্যে যাই, মরণকে নাই ভয়,
 প্রাণের অতুল সাহস দিয়ে বিশ্ব করি জয় ।
 মরুর দেশে, মেরুর দেশে আমরা চ'লে যাই,
 সিন্ধু-তলের রহস্যেরও আভাস মোরা পাই ।
 শিল্প এবং সাহিত্যেতে মোদের জুড়ি কই ?
 বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে মোরা সবার প্রধান হই ।
 বর্তমানের এ সভ্যতায় আমরা সবাই মূল,
 আমরা ভাঙি, আমরা গড়ি—নাই যে তাতে ভুল ।
 তোমরা মেয়ে, বিশ্ব ছেয়ে তোমরা কর বাস,
 তোমরা কোনো কাজেই লাগো করি না বিশ্বাস ।
 তোমরা ভীকু গো-বেচারী, নেহাৎ বলহীন,
 আমাদেরই অধীন হয়ে কাটাও চিরদিন ।
 আমরা ছাড়া তোমরা অচল, একান্ত দুর্বল,
 রান্না এবং কান্না ছাড়া নাই কিছু সম্বল ।

মেয়ে

সত্যি বটে আমরা মেয়ে, তুচ্ছ তবু নই,
 যুগে যুগে আমরা সবার শ্রদ্ধা কেড়ে লই ।
 মেয়ের জাতি, মায়ের জাতি, দেবীর জাতি আর
 আমরা আছি তাইতো আজো চলেছে সংসার ।
 মোদের খাটো করতে গেলে তোমরা খাটো হও,
 মিথ্যে অপমানের বোঝা নিজের কাঁধে বও ।

আজকে যাদের দেখছ বড়, বিরাট বিরাট লোক,
 মোদের কাছে সবাই ঋণী, যতই বড় হোক ।
 স্নেহ-প্রীতি, দয়া-ক্রমায় মোদের জুড়ি নেই,
 জন্ম লভি আমরা মেয়ে লক্ষ্মীর অংশেই ।
 বিশ্বমায়ের আমরা প্রতীক, বিশ্বময়ীর রূপ,
 বিশ্ব-মাঝে আমরা জ্বালাই কল্যাণেরি ধূপ ।
 তোমরা ছেলে, অনেক গুণে তোমরা গুণবান,
 সে-সব গুণের অনেকখানি জননীদের দান ।
 জননীদের সুশিক্ষা আর পবিত্র দীক্ষায়
 কত ছেলে 'মানুষ' হ'ল, খোঁজ রাখো না তায় ?
 আমরা মেয়ে, তাই ব'লে নই নেহাৎ বলহীন,
 বীর রমণীর অভাব ধরায় হয়নি কোনাদিন ।
 পুরাণে আর ইতিহাসে প্রমাণ আছে ঢের,
 আর্ঘ্য-নারীর গুণের কথা বলতে হবে ফের ?
 তোমরা কঠোর, আমরা কোমল, নই মোরা দুর্বল,
 অসাধ্য কাজ করতে পারে মোদের চোখের জল ।
 কুসুম-কোমল মনে মোদের বজ্র চাপা রয়
 গ'র্জে ওঠে বাজের আশুন যেই প্রয়োজন হয় ।
 আমরা মেয়ে, কারুর চেয়ে আমরা ছোট নই
 জগৎ মাঝে মোদের কাজে আমরা সেরা হই ।
 মোদের সহায়তার জোরে তোমরা কর কাজ,
 মোদের ছাড়া বিশ্বখানি শ্মশান হ'ত আজ ।
 আমরা আনি স্বর্গ হতে মন্দাকিনীর জল,
 আমরা ফলাই এই ছুনিয়ায় অমৃতেরি ফল ।

(অভিব্যক্তির প্রবেশ)

অভিব্যক্তি

তর্ক থামাও, তর্ক থামাও ছেলেমেয়ের দল,
কথায় কেবল কথাই বাড়ে—হয় না কোনো ফল ।
ছেলে এবং মেয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ বা কোন্ জন—
তর্ক ক’রে মীমাংসা এর হয় না কদাচন ।
ভগবানের সৃষ্টি উভয়, দু’এর পৃথক্ কাজ,
একটি ছাড়া অন্য অচল এই ছুনিয়ার মাঝ ।
নিজের কাজে উভয় বড়, নাইকো তাতে ভুল,
ছেলে মেয়ে এক বোঁটাতে দুইটি যেন ফুল ।
একটি ফুলের অভাব হ’লে অন্যটি হয় ম্লান,
একের তাজা সৌরভেতে অন্যটি পায় প্রাণ ।
ছেলে মেয়ে সবাই করে আপন আপন কাজ,
কেউ হয় নয় কারুর চেয়ে বলতে পারি আজ ।
যুগে যুগে ছেলের পাশে মেয়ের সাড়া পাই,
তারাই গড়ে স্বর্গ-নরক, সন্দেহ তায় নাই ।
কেউ হয় নয় এই জগতে, তুচ্ছ কেহ নয়,
কারুর কাছে কারুর কভু হয় না পরাজয় ।
এগিয়ে চলার দিন এসেছে,—স্বাধীন হ’ল দেশ,
এবার সবার গড়তে হবে নতুন পরিবেশ ।
নতুন যুগের ডাক এসেছে—কাটছে আঁধার রাত,
ছেলে মেয়ে সবাই মিলাও হাতের সাথে হাত ।
অন্ধকারের বন্ধ-দ্বারে আঘাত হানো জোর—
নতুন আলোর বণ্ডা নিয়ে আসছে নতুন ভোর ।
বাঁচার মত বাঁচাত হ’লে খাঁচার খোলো দ্বার,
সকল বাঁধন কাটিয়ে ফেল স্বার্থপরতার ।

নতুন ধরা গড়তে হ'লে কেউ যাবে না বাদ,
 ছেলে মেয়ে সবাই এসো, করছি আশীর্বাদ ।
 স্বাধীন দেশের ছেলে মেয়ে কেউ কারো নয় কম,
 সবাই বলো সমস্বরে—‘বন্দে মাতরম্’ ॥

[সকলের একসঙ্গে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি]

হঠাৎ

আটচালাটা ভাঙলো হঠাৎ
 পাঠশালা তাই বন্ধ,
 তালতলাতে ছিপ বাগিয়ে
 বসলো এবার নন্দ ।

তালপুকুরে অথৈ জলে
 ছিপ ফেলে সে কৌতূহলে ;
 বঁড়শী নিয়ে লাগলো এবার
 কাৎলা-রুইএর দ্বন্দ্ব ;
 পাৎলা-গড়ন নন্দ ভাবে,
 ব্যাপারটা নয় মন্দ ।

আজকে নেহাৎ বরাত ভালো
 ধরবে সে মাছ কী জমকালো,
 চমকালো সব মাছের পিলে
 মিষ্টি চারের গন্ধ ;
 মনের সুখে নন্দ ধরে
 ‘তুম্-তা-না-না’ ছন্দ ;

জলের মাঝে ফাৎনা ডোবে,
নন্দ মাতে মাছের লোভে,
'বাঃ কী তোফা মাল ওঠে ওই'—
আনন্দে সে অন্ধ ;
এমন সময় হঠাৎ যেন
লাগলো মাথায় ধন্দ ।

গাছের থেকে ধপাস্ ক'রে
মাথাতে তাল পড়লো জোরে,
আচম্কা সে চম্কে ওঠে,
দম যেন হয় বন্ধ,-
ছিপ নিয়ে হায় মাছ পালালো,
নন্দ সে নিষ্পন্দ ।

দোলার আনন্দ

দোলার আনন্দ
দোলার আনন্দ !
আয় ছুটে হারু, বিগু,
আয় ছুটে নন্দ !

রং-গোলা রাঙা জলে
সারা বেলা খেলা চলে,
প্রাণে জাগে গান আজ,
গানে জাগে ছন্দ ;
দোলার আনন্দ ।

আজকে প্রাণের হোলি,
 আয় করি গলাগলি,
 ভুলে গিয়ে দলাদলি,
 ভুলে গিয়ে দ্বন্দ্ব ,
 দোলের আনন্দ ।

প্রাণের নিবিড় কোণে
 রং ছিল সুগোপনে.
 সেই রঙে মেখে দেব
 প্রীতির সুগন্ধ ;
 দোলের আনন্দ ।

আয় বিশু, আয় হারু,
 ভয় নেই আজ কারু,
 হৃদয়ের দ্বার কেউ
 রাখব না বন্ধ ;
 দোলের আনন্দ

ভেদাভেদ সব ভুলে
 দেব আজ চোখ খুলে
 স্বার্থের বোঝা নিয়ে
 যারা আছে অন্ধ ;
 দোলের আনন্দ ।

হোলির এ রং ঢেলে
 রাঙা দীপ দেব জেলে,
 বিলাব সকল জনে

ফাগ-মকরন্দ ;
দোলের আনন্দ ।

এ রঙের ছোপে জানি
রাঙা হবে প্রাণখানি,
জীবনের হোলি এ যে
নাহি তায় সন্দ' ;
দোলের আনন্দ ।

আজকে দোলের দিনে
রাঙা পথ নেব চিনে,
ঘুচে যাবে মুছে যাবে
যত কিছু মন্দ ;
দোলের আনন্দ ॥

বিয়ে-বাড়ির বিভ্রাট

জমিদারের বাড়ি গিয়ে ভেট্‌কিলোচন খুড়া
গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে এক ঘণ্টা পুরো ।
জমিদারের মেয়ের বিয়ে, লোক জমেছে মেলা,
জটলা ক'রে দাঁড়ায় সবে, সামনে পিছে ঠেলা ।
বড়বাবুর কড়া ছকুম, লাইন দিতে হবে,—
একে একে ভোজ-আসরে পারবে যেতে তবে ।
গাঁট্টা খেয়ে—রদা খেয়ে—গোঁস্তা খেয়ে পরে—
ভেট্‌কিলোচন খুড়া এবার ঢুকলো এসে ঘরে ।
বাসে-ট্রামে করেন ঝাঁরা নিত্য আসা-যাওয়া
তাদের কাছে নতুন কি আর এ সব জিনিস খাওয়া ।

যা-হোক এখন আসল খাবার পেলেই খুড়ো বাঁচে,
সত্যি এবার আসলো খুড়ো ভোজ-আসরের কাছে ।
হঠাৎ এ কি—থামলো দেখি ভিড়টা হেথায় এসে,—
ব্যাপারটা কি ? খ্যাটের ব্যাপার ভেসে না যায় শেষে !

এময় সময় টেকে নায়েব বললে এসে সবে—
“আঙুল তুলুন, আঙুল তুলুন, ছাপ লাগাতে হবে ।
হাতে কালির ছাপ লাগালেই বসতে পাবেন খেতে ;—
তা না হ’লে ভোজ-আসরে পাবেন না আর যেতে ।
আবার এসে খেয়ে যাবেন ? ধুলো দেবেন চোখে ?—
কালি দেখেই ধরবো মোরা ছবার কা’রা ঢোকে !”
খুড়ো এবার বেজায় চ’টে মুখ-ভেংচে বলে
“চাই না খেতে এমন খাওয়া—যাচ্ছি আমি চ’লে,—
ভোটের কালি শুকায়নিকো,—ইয়ার্কি ফের করো,—
শ্যাংলাফ্যাচাং চ্যাংড়া যত হেথায় হ’লে জড়ো !
হাতের কালি রেখে এখন চুন-কালি দাও মুখে—
গলায় দড়ি দিয়ে মরো—আপদ যাবে চুকে ।”
এমনি খানিক বক্বকিয়ে বকলো খুড়ো তাকে ;
হাতের কালি কেড়ে নিয়ে ঢাললো তাহার টাকে ।
ব্যাপার দেখে’ ভিড়ের মাঝে গোল লেগে যায় ভারি ;
চটপটিয়ে চটি জুতো ফিরলো খুড়ো বাড়ি ॥

হায় বাহাদুর

হায় বাহাদুর হারান বাবুর
বিগড়ে' গেল ছেলে,
দেশের কাজে যোগ দিয়ে সে
সটান গেল জেলে ।

অপর ছেলে সেও বা কি কম,
কলেজে সে পড়ত বি-কম,
স্বচ্ছাসেবক হ'ল এবার
কলেজ-টলেজ ফেলে ।

একটি মেয়ে আছরে খুব,—
সেও যে তারে করল বেকুব,
'কদম, কদম' গান করে সে
প্রাণের দরদ ঢেলে ।

অপর মেয়ে ভালই নেহাৎ
তাও বুঝি আজ হ'ল বেহাত,
তিন-রঙা এক নিশান ওড়ায়
এমনি বে-আক্কেলে !

গিন্নী ছিলেন বাধ্য বেজায়
জাহান্নামেই এবার সে যায়,—
হায় কি আপদ, কোথেকে এক
চরকা তাহার মেলে ।

রাত্রি দিবস চরকা চালান,
হায় বাহাছুর দৌড়ে পালান,
খেতাব যাওয়ার আতঙ্কেতে
চড়েন গিয়ে রেল।

সঙ্গে কিছু নিলেন খয়ের,
মনকে তিনি করেন তোয়ের,
খয়ের খেয়ে 'খয়ের খাঁ' ফের
হবেন অবহেলে ॥

জংলা-সুর

বন-পাহাড়ী, জংলা ভারী
আংলা-বুড়োর দেশ,
উঁচু-নীচু ঘাসের জমি
—পথের নাহি শেষ।
ফাগুন-বেলা শেষ হয়ে যায়,
আগুন-হাওয়া বয়—
সন্ধ্যা-রেতে জাগতে পারে
ভূত-পেরেতের ভয়!
স্কন্ধ-কাটার নাম শোনা যায়
অন্ধকারেই ভাই,
মাম্দো-দানোর ভয় এড়িয়ে
জলদি চলো তাই।
জংলা দেশের ঠিক কি বল!

মংলা-ভায়া জল্দি চল—

জল্দি চল ।.....

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...)

ডাইনে রঙিন রঙন কুমুম

তাই নে তুলে ভাই,

বোনের খোঁপায় সাজবে তোফা

বাড়বে বাহার তাই ।

এই যে পাশে ঝড়ের ঘাসে

বেগুনী বুনো ফুল,

বোনের কানে বনের ফুলে

ঠিক ইরানী-ছল্ ।

তাই তুলে নে আলতো ক'রে,

জল্দি চ'লে চল—

সাঁঝের আগেই পার হওয়া চাই—

এই বুনো জঙ্গল ।

জংলা দেশের ঠিক কি বল !

মংলা-ভায়া জল্দি চল—

জল্দি চল ।.....

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং...
বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু—)

ঘুনি হাওয়ার ঝটকা লেগে

ঝরলো পাতার দল—।

ঘুনি হাওয়ার ঘুরন পাকে

মন হ'ল চঞ্চল ।

শালের বনে ডালে ডালে
 কাঁপন লেগে যায়
 কোন্ উদাসী পলাশ-তলায়
 ভীম-পলাশি গায় ?
 ল্যাজ-ঝোলা ঐ কুবোর-দলে
 করছে কোলাহল
 হৃদি গাঁয়ের পথটি ধ'রে
 জলদি চ'লে চল ।
 জংলা দেশের ঠিক কি বল
 মংলা-ভায়া জলদি চল
 জলদি চল ।.....

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং
 বাঁশি—তুতুর তু আ উতুর তু আ তুতুর তু আ-তু.....)

ঝরা পাতায় পথ ঢেকেছে,
 হায় হ'ল মুশকিল
 শিরশিরিয়ে উঠছে দূরের
 'শিরশিরিয়ার ঝিল' ।
 ওরই পাশের মাঠটি যেন
 জানা জানা ঠিক—
 ছোট্টকু মাঝির ভিটে ছিল
 ওরই সে কোন্ দিক ।
 এম্নি দিনে ছোট্টকু মাঝি
 বাঘের পেটে যায়
 এম্নি দিনে, এম্নি বেলায়,
 এম্নি নিরালায় ।

জংলা দেশের ঠিক কি বল—
 মংলা-ভায়া জল্দি চল—
 জল্দি চল ।.....

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
 বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু.....)

মরা নদীর চড়ায় কাঁদে
 অধীর কবুতর—
 ঘুনিপাকের ছবিপাকে
 ভাঙলো যে ওর ঘর।
 হুম্‌কি শোনো হুতুম্-থুমোর
 ফুলিয়ে ডুমো গাল,
 পালায় দূরে বন-ফেরারী
 ‘হুঁড়ার’ ফেরু-পাল।
 বট-মজয়ার তলে তলে
 হুঁয়া হুঁয়া রব,
 খ্যাক খেঁকিয়ে উঠছে দূরে
 খ্যাক-শেয়ালী সব।
 জংলা দেশের ঠিক কি বল,
 মংলা-ভায়া জল্দি চল—
 জল্দি চল ।.....

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
 বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...)

ঐ দেখা যায় ধূসর পাহাড়
 ‘ভাছুই বুড়’ নাম।

বন পেরিয়ে, ভয় এড়িয়ে
 চল রে অবিশ্রাম—।
 করলে দেরি মা-বোনেরা
 ভেবেই হবে খুন—
 যত্ন ক'রে রেখে দেছেন
 পান্থা-ভাত আর নুন ।
 মুরলী বাজা জোরসে ভায়া,
 মাদলা বাজাই জোর—
 পৌছে যাব গাঁয়ের ঘরে
 সাঁঝ না হ'তে ঘোর ।
 জংলা দেশের ঠিক কি বল—
 মংলা-ভায়া জলদি চল—
 জলদি চল ।.....

(মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
 বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...)

ভাইয়া বাজা মুরলী মধুর—
 ভাবনা কিছু নাই—
 মাদল বাজাই সঙ্গে আমি,
 চল রে তালে ভাই
 আংলা-বুড়া বনের রাজা,
 করব তারে জয়,
 ছষমন্ সব থাকবে দূরে—
 আর বা কারে ভয় ?
 বেলা-শেষের লালিম আভা
 রাঙুলো গগনতল,

হল্দি-গাঁয়ের পথটি ধ'রে
 জল্দি চ'লে চল্ ।
 জংলা দেশের ঠিক কি বল্,
 মংলা-ভায়া জল্দি চল্,
 জল্দি চল্ ।.....

(মাদল—দিপির দিপাং দিপির দিপাং দিপির দিপাং তাং—
 বাঁশি—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু.....)

গান্ধীজি এসো ফিরে

একি, একি হ'ল, নির্মেষ নভে বজ্র উঠিল জ্ব'লে,
 স্থির অবিচল দৃঢ় হিমাচল পড়ে যেন ট'লে ট'লে,—
 পাতালের মহা অনন্তনাগ ওঠে যেন মাথা নাড়ি
 ইতিহাস-পাতে হ'ল কলঙ্কী তিরিশের জামুয়ারি ।
 মহাগুরু-পাত হ'ল যে হঠাৎ হিংসার দংশনে,
 দ্বিতীয় যীশুর মহান্ প্রয়াণ হেরিল জগৎ-জনে ।

যমুনার তীরে তীরে,
 লক্ষ কণ্ঠ ফুকরিয়া কাঁদে—গান্ধীজি এসো ফিরে !

সাত সাগরের জল যেন আজ জমা হ'ল চোখে চোখে,
 হাপুস্ নয়নে কাঁদে জনগণ বাপুজির শোকে শোকে ।
 দেশবাসী কাঁদে, কাঁদিছে বিদেশী, কাঁদিছে জগৎবাসী,
 ত্রিভুবন কাঁদে, এ করমচাঁদে কোন্ রাত্ ফেলে গ্রাসি' ?
 এ করমচাঁদে, এ ধরম-চাঁদে হারিয়ে জননী কাঁদে,—
 জাতির রক্ত হিম হয়ে গেল সহসা কী অবসাদে !

হের দশদিশি ঘিরে—

নিশির আধার ঘনায়ে নামিছে—গান্ধীজি এসো ফিরে ।

যুগসঞ্চিত পাপ এ জাতির দূষিত করেছে হিয়া,
সেই পাপ-ঋণ শোধ ক'রে গেলে বুকের রক্ত দিয়া ।
বাপুজি, মোদের ক্ষমা কর আজ, যত অপরাধ ভোলো,
তোমার হৃদয়-পরশপাথরে কত লোহা সোনা হ'ল ।
প্রেমের চক্ষে কত শত্রুরে নিয়েছ বক্ষে তুলি,
তোমার পরশে ধন্য হ'ল যে রিভলভারের গুলি ।

কত কাচ হ'ল হীরে,
অসহায় জাতি ফুঁপায়ে কাঁদিছে—গান্ধীজি এসো ফিরে ।

মৃত এ ধরায় বাপুজি তুমি যে অমৃতের অধিকারী,
'ক্ষমা হি পরম ধর্ম' তোমার, পবিত্র-ব্রতধারী ;
অহিংসা তব অমোঘ অস্ত্র, 'সত্যে' দীক্ষা তব,
চির-জপমালা 'রাম'-নাম তব, অভিরাম অভিনব ।
রাম-রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছ ঘুমে আর জাগরণে,
সকল সংস্কারের উর্ধ্বে বিরাজিলে ক্ষণে ক্ষণে ।

অগণন জন-ভিড়ে—

তুষিত আত্মা খুঁজে ফেরে তোমা—গান্ধীজি এসো ফিরে

পুরুষোত্তম সত্য-তাপস, জাতির জনক তুমি,
তব অবসানে শ্মশান হ'ল যে সারা এ ভারতভূমি ।
তুমি নাই নাই, কাহারে জানাই, প্রাণের বেদনা যত,
মুখে নাই ভাষা, বুকে নাই আশা, কাঁদি কাঁদি অবিরত ;
কাঁদি কাঁদি আর পথ চলি মোরা অন্ধকারের রাতে,
কে দেখাবে আলো, কে বাসবে ভালো, কে থাকিবে সাথে সাে
করাঘাত করি' শিরে

সবার কাঁদন জমা হয়ে কাঁদে—গান্ধীজি এসো ফিরে ।

ইতিহাস-খ্যাত লাল কেল্লার লাল সে পাষণরাজি
 তব লাল তাজা রক্ত হেরিয়া কালো হয়ে গেল আজি ।
 জগতের যত রক্ত থামাতে চলেছিলে অভিযানে,
 সেই অভিমান শেষ ক'রে গেলে নিজের রক্ত দানে ।
 দিল্লীর সেই নিধন-যজ্ঞে যে ধোঁয়া উঠিল জেগে
 ভারতবাসীর মুখ হ'ল কালি সেই কালো ধোঁয়া লেগে ।
 ঘিরি তব সমাধিরে
 যুগ যুগ ধরি' কাঁদবে মানবে--গান্ধীজি এসো ফিরে ॥

সাইকেলে বিপদ

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং ! সবে স'রে যাও-না,
 চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাও না ?
 ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত ;
 পথ-মাঝে রবে প'ড়ে ছিরকুটে দন্ত ।

বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি সাইকেল—
 'যেয়ো না যেয়ো না সেথা, যেথা চলে সাইকেল ।'
 তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পৃষ্ঠ—
 মিছে কেন চাপা প'ড়ে পাবে খালি কষ্ট ?

ভালো যদি চাও বাপু, ধীরে যাও মরিয়া,—
 কি লাভ হইবে বলো অকালেতে মরিয়া ?
 সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে—
 ঝাঁলি দিবে চাষা, ডোম, মুচী, তেলী, কামারে ।

এত আমি বলিতেছি—ওরে পাজী রাস্কেল
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল ?
রঘুনাথ একদিন না সরার ফলেতে—
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে ।

সতেরই বৈশাখ—রবিবার দিন সে—
চাপা প'ড়ে মরেছিল বুড়ো এক মিন্‌সে ।
তাই আমি বলিতেছি—‘পালা না রে এখনি,
বাঙালী হয়েছ বাপু, পলায়ন শেখনি ?’

ঈস্—!

হাবড়া-মাঠে কুস্তি হবে গোবরা এবং গামার,
দেখতে সেটা ইচ্ছা হ'ল নন্দলালের মামার ।
স্বয়ং তিনি কুস্তি লড়েন,
মুগুর ভাঁজেন স্রাণ্ডো করেন,
বুকের উপর পাথর রাখেন বোতাম খুলে জামার ।
(ঈস্—!)

অনেক রকম কায়দা-কানুন জানেন তিনি আবার,
পাঞ্জাবেতে পাঞ্জা ল'ড়ে মঞ্জুমিঞা সাবাড় ।
এই সেদিনে পাটনা জেলায়
তাঁহার সাথে কুস্তি খেলায়
পাক্কা পুরো হারটি হ'ল ছটু লালের বাবার ।
(ঈস্—!)

এমন অনেক ভীষণ কথা বলেন তিনি দেদার,—
 অবাক্ হয়ে শুনতে থাকি নন্দ, আমি, কেদার—
 ‘মাসেল্’ টিপে দেখান মামা,
 শক্ৰ যেন ইটের ঝামা,
 অবাক্ হয়ে আমরা কেবল তাকাই ওধার-এধার ।
 (ঈস্—!)

এমন ভীষণ মামার কাছে স্পর্ধা দেখ হরির—
 বললে কিনা—‘তোমার তো ওই ছাংলা-পানা শরীর !’—
 শুনেই মামা ভীষণ রেগে
 কাঁপতে থাকেন দূরের থেকে,
 জুতোর উপর ঠুকতে থাকেন মুণ্ডটা তাঁর ছড়ির ।
 (ঈস্—!)

ভাগ্যে মামার হাবড়া-মাঠে সময় হ’ল যাবার—
 নইলে পরে একটি চড়ে হরির দফা সাবাড় !
 ভাগ্যে মামা গেলেন চ’লে—
 রক্ষে ছিল আজ না-হ’লে ?
 হাঁফটি ছেড়ে আমরা খেলাম বিকেল বেলার খাবার ।
 (ঈস্—!)

আমার মন

আমার মনের অবাধ বাসনা অথৈ আকাশে ছড়িয়ে যায়,
আমার মনের আশার আলোক ঝর্নার মত গড়িয়ে যায়।

আঁধারের যত গণ্ডি ছাড়িয়ে,
অসীমের মাঝে যায় যে হারিয়ে,
বাঁধ-ভাঙা তার উদ্দাম গতি সব জঞ্জাল সরিয়ে যায়
শীতের তুহিন বাতাসের মত জীর্ণ-পাতা সে ঝরিয়ে যায়।

অমানুষ হয়ে কে চায় থাকিতে,
কাটাতে কে চায় জীবন ফাঁকিতে—
তাইতো যেথায় ফাঁক দেখি চোখে মোর মন তাহা ভরিয়ে
আমার মনের অবাধ বাসনা অথৈ আকাশে ছড়িয়ে যায়।

—শেষ—

